রাঁচি, মঙ্গলবার
05:12:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>056 >>18 Ograhyon 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ০৫৬ >> << ১৮ই, অগ্রহায়ণ ১৪৩০>>

রোনালদিনিওঃ 'এমবাপ্পে পিএসজি'র হয়ে ব্যালন ড'অর জিতুক'

ব্রাজিলঃ ব্রাজিলের সাবেক ফুটবল তারকা রোনালদিনিও রবিবার এএফপিকে বলেন, তারকা স্ট্রাইকার কিলিয়ান এমবাপ্পে যেকোনো দলে থেকেই ব্যালন ড'অর জিততে সক্ষম, তবে তিনি চান এমবাপ্পে বড় ক্লাব প্যারিস এসজির হয়েই সেটি জিতুন। রোনালদিনিও, যিনি ২০০২ সালে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দলে ছিলেন, বলেন, তার মতো একজন বড় মাপের খেলোয়াড় যেকোনো দলে থেকেই ব্যালন ড'অর জিতে নিতে পারে, কিন্তু আমি পিএসজিকে ভালোবাসি। ব্যাংককে (থাইল্যান্ড) টেকবল বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ফাঁকে এএফপিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি আরও বলেন, আমি আশা করি সে জিতবে। ও খুব ভালো বন্ধু এবং দারুণ একজন খেলোয়াড়। তার খেলার স্টাইল আমি পছন্দ করি। এই সম্মানজনক ব্যক্তিগত পুরস্কারটি এ বছরও ফরাসি দলের অধিনায়কের কাছে অধরা থেকে গেছে। এমবাপ্পে এখনো অর্জন করেননি, এমন ট্রফি খুবই বিরল। এবার তিনি তৃতীয় স্থান অধিকার করেন, যেটা তার সেরা র‍্যাংকিং। রোনালদিনিও ২০০১ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত পিএসজির ১০ নম্বর জার্সিতে খেলেন । তার ধারণা, বড় প্রতিযোগিতাগুলোতে জয় এমবাপ্পেকে সাহায্য করবে। তিনি মনে করেন পিএসজি একটি দারুন ক্লাব।ফুটবল এবং টেবিল টেনিসের সংমিশ্রণে নতুন খেলা টেকবলের দূত হয়েছেন ব্রাজিলিয় এই খেলোয়াড়।

বাজার দর
SENSEX : 68865.12 +1383.93
NIFTY : 20686.80 +418.90

রাঁচি PARA UPDATE
সর্বোচ্চ 2100 °c | সর্বনিম্ন 19.00 °c
সূর্যাস্ত (আজ) >> 17 .02 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 06 .15 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 59,900 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 57,050 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 75,400 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

কপ২৮ সম্মেলনঃ স্বৈরতান্ত্রিক সংযুক্ত আরব আমিরাতে পরিবর্তনের সুর, বিক্ষোভের অনুমতি

আমিরাত ঃ রবিবার জাতিসংঘের কপ২৮ জলবায়ু সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীরা আলোচনা শুরুর আগে এমন এক দৃশ্য দেখেন যা সংযুক্ত আরব আমিরাতে বিরল -একটি বিক্ষোভ। এবারের সম্মেলনের প্রাক্কালে সংযুক্ত আরব আমিরাতে যেসব অধিকারকর্মীদের প্রবেশ করতে দেওয়া হয়েছে, তারা এই স্বৈরতান্ত্রিক দেশের নির্ধারণ করে দেওয়া কঠোর নির্দেশনা মেনে ইসরাইল-হামাস যুদ্ধ থেকে শুরু করে জলবায়ু সমস্যা পর্যন্ত, যেকোনো বিষয় নিয়েই বিক্ষোভে অংশ নিতে পারবেন। এই দেশে দীর্ঘদিন ধরে নিষিদ্ধ থাকা বেশ কিছু সংগঠনের সদস্যদেরও দেশটিতে প্রবেশের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। যার ফলে প্রায় এক দশকেরও বেশি সময় পরে তারা প্রতিবাদের সুযোগ পেয়েছেন। তবে অনেকে স্বীকার করেন, তারা আর ভবিষ্যতে দেশটিতে ফিরে আসার সুযোগ নাও পেতে পারেন। সংযুক্ত আরব আমিরাত আবু ধাবির শাসকের নেতৃত্বে একটি ফেডারেশন, যেখানে সাতটি শেখশাসিত রাজ্য অন্তর্ভুক্ত। দেশটিতে রাজনৈতিক দল ও শ্রম ইউনিয়ন গঠন নিষিদ্ধ। শাসকরা উত্তরাধিকারসূত্রে ক্ষমতা পান এবং তাদের হাতেই থাকে সর্বময় কর্তৃত্ব। আইনের মাধ্যমে বাকস্বাধীনতা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং বেশিরভাগ বড় গণমাধ্যম হয় সরকার নিয়ন্ত্রিত অথবা সরকার সংশ্লিষ্ট। বিদেশী শ্রমিকরা মাঝে মাঝে কাজের পরিবেশ ও পাওনা বেতন নিয়ে বিক্ষোভে অংশ নিলেও, এগুলো দেশটির আইনের দৃষ্টিতে ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে বিবেচিত। এসব বিক্ষোভের ফলে তারা কখনো আংশিক নিষ্পত্তি পেতে পারেন, তবে সেক্ষেত্রে তাদেরকে দ্রুত নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হয়। দেশটির মোট জনসংখ্যা ৯২ লাখেরও বেশি, কিন্তু সেখানে আমিরাতীর সংখ্যা মাত্র ১০ শতাংশ। তবে কপ২৮ সম্মেলনের আগে জাতিসংঘ ও সংযুক্ত আরব আমিরাত একমত হয়, যে সম্মেলন চলাকালে মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হবে। অধিকারকর্মীরা জানান, তাদেরকে সম্মেলনের আয়োজকদের কাছ থেকে বিক্ষোভের অনুমোদন নিতে হয়েছে। রবিবার দিনের শুরুতে এক ডজন বিক্ষোভকারী ব্যানার উঁচিয়ে ইসরাইল-হামাস যুদ্ধে বিরতির আহ্বান জানান। কোনো কোনো ব্যানারে গাজা ভূখণ্ডে নিহত ফিলিস্তিনি শিশুদের নাম ও বয়স উল্লেখ করা হয়েছে। ইসরাইলি নিরাপত্তা কর্মকর্তারা সম্মেলনস্থলের একটি প্যাভিলিয়ন থেকে এসে অল্প সময়ের জন্য এই বিক্ষোভ নিয়ে জাতিসংঘ নিয়োজিত পুলিশের সঙ্গে তর্ক করেন। পুলিশ কর্মকর্তারা ব্লু জোনের নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন। ব্লু জোনটি জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে থাকে এবং এখানে সম্মেলনের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা হয়ে থাকে। বিক্ষোভস্থলের পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া এক পথচারী অল্প সময়ের জন্য ফিলিস্তিনি পতাকা উঁচিয়ে ধরেন।

প্লাস্টিক বর্জ্যের ক্ষতির দিক আবারও মনে করিয়ে দিতে হবে

টোকিও ঃ সংযুক্ত আরব আমিরাতের (ইউএই) দুবাইয়ে গত ৩০ নভেম্বর শুরু হয়েছে জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলন (কপ২৮)। বিশ্বের গড় তাপমাত্রা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকার প্রক্রিয়ায় লাগাম টেনে ধরার উপায় নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা সেখানে ইতিমধ্যে বিতর্কে জড়িত রয়েছেন।

তাপমাত্রা বৃদ্ধির পেছনে নানা রকম যেসব প্রক্রিয়া অবদান রেখে যাচ্ছে, তার প্রায় সব কটির মূলেই আছে মানবজীবন সহজ ও আরামদায়ক করে নিতে বিশ্বজুড়ে মানুষের নেওয়া পদক্ষেপ। সে রকম পদক্ষেপের ক্ষতিকর দিকগুলো শুরুতে নজর এড়িয়ে গেলেও সমস্যার গভীরতা বৃদ্ধি পাওয়ায় একসময় যখন নিজ ঘরের পাশে সেটাকে নিয়ে আসে, তখন নজর ফিরিয়ে রাখা সম্ভব হয় না। সমাধানের পথ খুঁজে বের করা নিয়ে তখন হিমশিম খেতে হয়। প্লাস্টিক বর্জ্য হচ্ছে সে রকম এক সমস্যা। সমুদ্রদূষণে এর বড় অবদান এখন আর অজানা নয়। পাশাপাশি প্লাস্টিক পুড়িয়ে ফেলা যে ক্ষতিকর গ্যাসের নিঃসরণ বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে, সেটাও এখন সহজেই জানা যায়। তবে তা সত্ত্বেও সমাধানের প্রক্রিয়ায় খুব বেশি যে অগ্রসর হওয়া গেছে, তা অবশ্য বলা যায় না। প্রতিবছর আনুমানিক ৮০ লাখ টন প্লাস্টিক বর্জ্য সমুদ্রে ফেলা হচ্ছে। প্লাস্টিক পচনশীল পদার্থ না হওয়ায় সমুদ্রের পানিতে তা দ্রবীভূত হয় না, বরং ভেঙে টুকরা হয়ে যাওয়ার পরও সাগরে এর উপস্থিতি থেকে যায়। বিজ্ঞানীরা হিসাব করেছেন, প্লাস্টিক দূষণ সামাল দেওয়ার সুনির্দিষ্ট কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ না করে চলমান গতিতে প্লাস্টিক বর্জ্য সমুদ্রে ফেলে দেওয়া চলতে থাকলে ২০৫০ সালের মধ্যে সমুদ্রে জমা হওয়া প্লাস্টিকের পরিমাণ হবে মাছের চেয়ে বেশি। জাপানে বছরে জনপ্রতি ১০৬ কিলোগ্রাম প্লাস্টিক বর্জ্য তৈরি হয়, যা চীন, ভারতসহ অবশিষ্ট এশিয়ায় জনপ্রতি (৯৪ কিলোগ্রাম) প্লাস্টিক বর্জ্যের চেয়ে বেশি।

এই সমস্যার দ্রুত সমাধান এখন পৃথিবীর পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। এ কারণেই জাতিসংঘের পাশাপাশি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠন ও দেশ প্লাস্টিক বর্জ্য সমস্যা নিয়ে বিশ্ববাসীকে সতর্ক করে দেওয়া ছাড়াও সমাধানের নানা রকম পথের সন্ধান করে আসছে। বিশ্বজুড়ে এখন পর্যন্ত যেসব পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে, তার অধিকাংশই হচ্ছে সমস্যার ব্যাপ্তি চাপা দিয়ে রেখে ভিন্নপথের অনুসন্ধান অব্যাহত রাখা।

গত মে মাসে জাপানের হিরোশিমা শহরে বসেছিল বিশ্বের প্রভাবশালী সাতটি দেশের জোট জি-৭-এর বার্ষিক সম্মেলন। বিশ্বের সেই স্বঘোষিত মোড়লেরা সেখানে পরিবেশ সমস্যা নিয়ে তারা যে কতটা চিন্তিত, তা তুলে ধরার জন্য সম্মেলনের শেষে প্রচারিত চূড়ান্ত ঘোষণায় টেকসই বিশ্বের লক্ষ্য অর্জনের জন্য সমুদ্রে প্লাস্টিক বর্জ্যের দূষণ সমস্যার সমাধানে কী করা দরকার, সেই উপদেশ বিশ্ববাসীর গোচরে এনেছে। তারা বলেছে, ২০৪০ সালের মধ্যে অতিরিক্ত প্লাস্টিক দূষণ শূন্যের ঘরে নামিয়ে আনতে নেতারা সম্মত হয়েছেন। ঘোষণায় আরও বলা হয়েছে, সাগরে জমা হতে থাকা প্লাস্টিক বর্জ্যের পরিমাণ হ্রাসে সক্রিয় পদক্ষেপ সাতটি দেশ গ্রহণ করবে। প্রথম বাক্যে যা বলা হয়েছে, তা হলো 'অতিরিক্ত প্লাস্টিক দূষণ শূন্যের ঘরে নামিয়ে আনা হবে।' অর্থাৎ ধরে নেওয়া যায়, এখন পর্যন্ত যতটা প্লাস্টিক জমা হয়েছে, তা নিয়ে খুব বেশি মাথাব্যথা সেসব দেশের নেই। যদিও পরিসংখ্যানগত হিসাবের দিকে নজর দিলে দেখা যায়, সমুদ্রে প্লাস্টিক বর্জ্যের দূষণের পেছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রয়েছে এদের। প্লাস্টিক বর্জ্য তৈরি করার মাথাপিছু পরিমাণের হিসাবে বিশ্বের ১ নম্বর দেশ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র এবং এর ঠিক পরেই জাপানের অবস্থান। জাপানে বছরে জনপ্রতি ১০৬ কিলোগ্রাম প্লাস্টিক বর্জ্য তৈরি হয়, যা চীন, ভারতসহ অবশিষ্ট এশিয়ায় জন প্রতি (৯৪ কিলোগ্রাম) প্লাস্টিক বর্জ্যের চেয়ে বেশি।

আজসু নেতা হরেলাল মাহাতো হাতি আক্রান্ত কুকড়ু এলাকা পরিদর্শন করেছেন

জামশেদপুর ঃ সোমবার আজসু নেতা হরেলাল মাহাতো সরায়কেলা খারসনা জেলার কুকড়ু ব্লকের হাতি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন। এই সময় তিনি বাকরকুডিতে হাতির আঘাতে নিহত গণেশ কুমারের পরিবারের সাথে দেখা করেন। হরেলাল মাহাতো মৃত গণেশ কুমারের বাবা বাঙ্কা কুমারকে সান্ত্বনা দেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন। এ সময় হরেলাল মাহাতো বলেন, প্রায় হাতির কারণে গ্রামবাসী মারা যাচ্ছে, এর জন্য হেমন্ত সরকার সরাসরি দায়ী। মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন বন মন্ত্রক নিজের কাছে রাখলেও বন দফতরের সফল কার্যকারিতা নিয়ে তিনি মোটেও চিন্তিত নন। হেমন্ত সরকার এখন পর্যন্ত সবচেয়ে ব্যর্থ সরকার হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের নেতৃত্বের দক্ষতার মারাত্মক অভাব, যার ফল রাজ্যের জনগণ বহন করছে। হরেলাল মাহাতো বলেন, অতীতেও বহু গ্রামবাসীকে হাতির আঘাতে হত্যা করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও বন বিভাগের কর্মশৈলীতে কোনো উন্নতি হয়নি। এসময় উপস্থিত ছিলেন কুকড়ু ব্লক সভাপতি অরুণ মাহাতো, দুর্যোধন গোপ, গোরাচাঁদ সিং মুন্ডা, সুনীল মাহাতো, ডাঃ দিলীপ কুমার, শরৎ কুমার, প্রদীপ গিরি প্রমুখ।

ইসরাইলের উপস্থিতির প্রতিবাদে কপ২৮ থেকে ইরানের প্রতিনিধিরা সরে দাঁড়ালেন

দুবাই ঃ ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যম জানিয়েছে শুক্রবার সংযুক্ত আরব আমিরাতে জাতিসংঘের জলবায়ু আলোচনার মধ্য থেকে ইরানের প্রতিনিধিরা বেরিয়ে যান। ইসরাইলি প্রতিনিধিদের উপস্থিতির প্রতিবাদে তারা এই পদক্ষেপ নেন। ইরানের জ্বালানিমন্ত্রী আলী আকবর মেহরাবিয়ান বলেন, তাদের কাছে কপ২৮ সম্মেলনে ইসরাইলের উপস্থিতি সম্মেলনের লক্ষ্য ও নির্দেশনার পরিপন্থী । এর প্রতিবাদেই তারা সম্মেলনস্থল ত্যাগ করেন। ইসরাইল ও হামাসের মধ্যে সাত দিনের যুদ্ধবিরতির মেয়াদ শেষে গাজায় পুনরায় যুদ্ধ শুরু হওয়ার কয়েক ঘন্টা পরেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে ইরানের বার্তা সংস্থা ইরনা জানায়, ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি আলোচনায় অংশ নেবেন না। এর পরিবর্তে মেহরাবিয়ান সম্মেলনে যোগ দেবেন। কপ২৮-এ বৈশ্বিক উষ্ণতা কমাতে প্রায় ২০০ টি দেশের প্রতিনিধিরা প্রচেষ্টা জোরদার করার চাপে রয়েছেন। ইসরাইল-হামাস যুদ্ধ অষ্টম সপ্তাহে এই শীর্ষ সম্মেলনের উপর প্রভাব ফেলছে। ইরনা জানিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল্লাহ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান গত জুনে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেইন আমির আবদুল্লাহিয়ানের মাধ্যমে রাইসিকে কপ২৮-এ যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ইহুদি শাসনের (ইসরাইল) কর্মকর্তাদেরকেও আমন্ত্রণ করার কারণে ইরানি প্রেসিডেন্ট এতে যোগদান না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানায় বার্তা সংস্থাটি। আমির আবদুল্লাহ, সংযুক্ত আরব আমিরাতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে ফোনালাপে বলেন, ইসরাইলের উপস্থিতি... এই বৈঠকে তাদের কথিত যুদ্ধাপরাধ এবং গণহত্যার অভিযোগটি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার দাবি রাখে। ইসরাইলি কর্মকর্তাদের মতে, ৭ অক্টোবর হামাসের হামলায় প্রায় ১২০০ লোক নিহত এবং ২৪০ জন জিম্মি হন। অপরদিকে, গাজার হামাস সরকার বলছে, সেই ঘটনার পর ইসরাইলের বোমা হামলা ও স্থল আক্রমণে, অবরুদ্ধ ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে ১৫ হাজারেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছে।

সমর্থন প্রত্যাহার ইহুদীদের বিরুদ্ধে জাতিগত বিদ্বেষের বিপক্ষে লড়াই এবং ইসরাইলের আত্মরক্ষার অধিকারের পক্ষে থাকা, সব সময়ই প্রেসিডেন্ট বাইডেনের মূল মূল্যবোধ ছিল।

ইসরাইল গাজাঃ বাইডেন কি আমেরিকান মুসলিমদের সমর্থন হারাচ্ছেন?

ডেট্রয়েট ঃ যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি রাজ্যে মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতারা বলেছেন, গাজায় যুদ্ধবিরতি আহবান করতে অস্বীকৃতি জানানর জন্য তারা প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রতি তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করবেন। ডেট্রয়েটের শহরতলী ডিয়ারবর্ণ-এ শনিবার এক সম্মেলনে তারা এ'কথা বলেন। মিশিগান রাজ্যে ডেমক্র্যাট দল হোয়াইট হাউসকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছে, ইসরাইল-হামাস যুদ্ধে তাঁর নীতির কারণে বাইডেন আরব-আমেরিকান সম্প্রদায়ে যে পরিমাণ সমর্থন হারাতে পারেন, তা ২০২৪ সালের প্রেসিডেনশিয়াল নির্বাচনের ফলাফলে প্রভাব ফেলতে পারে। মিশিগান, মিনেসোটা, অ্যারিজোনা, উইসকন্সিন, ফ্লোরিডা, জর্জিয়া, নেভাডা আর পেনসিলভেনিয়া থেকে আসা মুসলিম নেতারা ভাষণ দেয়ার উঁচু একটি ডেস্কের পেছনে জড়ো হন, যেটায় লেখা ছিল, ''অ্যাবানডন বাইডেন, সিসফায়ার নাও'', অর্থাৎ, ''বাইডেনকে পরিত্যাগ করো, যুদ্ধবিরতি এই মুহূর্তে।'' হামাস-শাসিত গাজায় স্বাস্থ্য মন্ত্রানালয় শনিবার জানায়, ইসরাইলের সাথে চলমান যুদ্ধে ১৫,২০০ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে, যাদের দুই-তৃতিয়াংশ নারী ও শিশু।

গত ৭ অক্টোবর হামাসের আক্রমণে ১,২০০ জন ইসরাইলি নিহত হয়, যা বর্তমান সংঘাটের সূত্রপাত ঘটায়।

মিনিয়াপলিস থেকে আসা জেয়লানি হুসেইন এই সম্মেলন আয়োজনে সহায়তা করেছেন। তিনি বলছেন, যুদ্ধবিরতি সমর্থন করতে বাইডেনের অস্বীকৃতি আমেরিকান মুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে তাঁর সম্পর্ক এতই ক্ষতিগ্রস্ত করেছে যে, তা ঠিক করার কোন রাস্তা নেই।

''আমাদের ট্যাক্সের টাকায় শিশু আর গোটা পরিবার নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হচ্ছে,'' তিনি বলেন। ''আমরা আজকে যা দেখছি তা হল, বিপর্যয়ের উপর বিপর্যয়।''

হুসসেইন দ্য অ্যাসোশিয়েটেড প্রেসকে বলেন, ''আমাদের সম্প্রদায়ে অবিশ্বাস্য মাত্রায় ক্ষোভ রয়েছে। ''যে ব্যাপারটা আমাদের আরও বেশি রাগিয়ে তুলছে তা হল, আমাদের বেশির ভাগ লোক তো আসলেই প্রেসিডেন্ট বাইডেনকে ভোট দিয়েছিল। ''আমাকে এক ধর্মীয় নেতা জিজ্ঞেস করেছেন, 'আমি কী করে আমার ২০২০ সালের ব্যালট পেপার ফেরত পেতে পারি, আমি সেটা ধ্বংস করতে চাই?', হুসেইন বলেন।

হোয়াইট হাউস মুখপাত্র এর আগে বলেছিলেন, বাইডেন প্রশাসন যুদ্ধে মানবিক বিরতির জন্য চাপ দিয়েছে, যাতে গাজায় ত্রাণ সামগ্রী পাঠানো যায়। তিনি আরও বলেন, ''ইহুদীদের বিরুদ্ধে জাতিগত বিদ্বেষের বিপক্ষে লড়াই এবং ইসরাইলের আত্মরক্ষার অধিকারের পক্ষে থাকা, সব সময়ই প্রেসিডেন্ট বাইডেনের মূল মূল্যবোধ ছিল।''

মিশিগান, উইসকন্সিন আর পেনসিলভেনিয়া এক সময় রিপাবলিকান সমর্থনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল, কিন্তু ২০২০ সালে তারা ডেমোক্র্যাট দলে ফিরে এসে বাইডেনকে হোয়াইট হাউস জয়ে সহায়তা করে।

পিউ রিসার্চ সেন্টারের তথ্য অনুযায়ী, সাড়ে ৩৪ লক্ষ আমেরিকান নিজেদের মুসলিম বলে গণ্য করেন, যেটা দেশের মোট জনসংখ্যার ১.১ শতাংশ। পিউ-এর তথ্য অনুযায়ী, মুলসিম জনগোষ্ঠী সাধারণত ডেমোক্র্যাট দলকে সমর্থন করে থাকে। তবে শনিবার নেতারা বললেন, ফিলিস্তিনি নারী, পুরুষ আর শিশুদের মাঝে হতাহতের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাবার ফলে, বাইডেনের প্রতি মুসলিম সম্প্রদায়ের সমর্থন শেষ হয়ে গেছে।

''আমেরিকান মুসলিম হিসেবে আমরা ক্ষমতাহীন নই। আমাদের ক্ষমতা আছে। আমাদের যে শুধু টাকা আছে, তাই না, আমাদের ভোট আছে। এবং এই দেশকে তার নিজের কাছ থেকে রক্ষা করার জন্য আমরা সেই ভোট ব্যবহার করব,'' হুসেইন সম্মেলনে বলেন।

তবে বাইডেনকে তিরস্কার করার মানে এই না যে, মুসলিম কম্যুনিটি নেতারা প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে সমর্থন করেন, হুসেইন বলেন। ''আমাদের সামনে শুধুমাত্র দুটো পথ নেই। আমাদের অনেক পথ আছে, এবং আমরা অপশনগুলো ব্যবহার করব,'' তিনি বলেন

শুধু জেলা নয় রাজ্যর অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকেও অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করে কালিয়াচকের রেশম চাষ

মালদা ঃ শুধু জেলা নয় রাজ্যর অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকেও অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করে কালিয়াচকের রেশম চাষ। পোলুপোকা থেকে রেশম উৎপাদন সহ যাবতীয় কাজের সঙ্গে জড়িত কালিয়াচক সহ মালদা জেলার বিভিন্ন প্রান্তের কয়েক লক্ষ মানুষ। এই জেলার রেশম পাড়ি দেয় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। এমনকি বিদেশেও। সেই রেশম চাষ ও রেশম সুতো উৎপাদনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া খতিয়ে দেখলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। রেশম বিভাগের আধিকারিক এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তিনি রেশমচাষি থেকে শুরু করে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেন। শোনেন তাঁদের নানা অভাব অভিযোগ ও সমস্যার কথা। রেশমচাষিদের উন্নয়নে রাজ্য সরকার এবং এলাকার মন্ত্রী হিসেবে তিনি কী উদ্যোগ নিয়েছেন, সেই কথাও জানান সকলকে। কালিয়াচকের রেশম শিল্পের মানচিত্রে বিশিষ্ট স্থানে জায়গা করে দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে বলেও এদিন সাবিনা এলাকাবাসীকে আশ্বস্ত করেন।মালদা জেলার রেশম চাষ অধ্যুষিত এলাকায় বহুমুখী প্রকল্প চালু রয়েছে।তুত পাতা উৎপাদন, পলু পোকা চাষ এবং রেশম শিল্পের উন্নয়নে এই জেলা বিশেষ করে কালিয়াচকের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু পর্যাপ্ত অর্থের অভাবে এখানকার চাষি থেকে ব্যবসায়ীদের মাঝেমধ্যে সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়। তাই রেশম সুতো তৈরী থেকে নানা প্রকল্পে রাজ্য রেশম বিভাগ অর্থ মঞ্জুর করেছে। সেই অর্থে এলাকায় শুরু হয়েছে উন্নতমানের রেশম উৎপাদনের কাজ। সেই কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে সোমবার মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন সহ রেশম বিভাগের কর্তারা বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখেন। উন্নত রেশম কাটাই প্রশিক্ষণকেন্দ্রে গিয়ে প্রশিক্ষনপ্রাপ্তদের সঙ্গে কথা বলেন তাঁরা।কালিয়াচকের রেশম শিল্পের উন্নয়নে মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনের ভুমিকাতে খুশি রেশমচাষি, ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সকলেই।

পচন ও অপচনশীল পদার্থ থেকে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের মাধ্যমে জৈব সার প্রক্রিয়ার কাজ শুরু করলো হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লক প্রশাসন

মালদা ঃ পচন ও অপচনশীল পদার্থ থেকে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের মাধ্যমে জৈব সার প্রক্রিয়ার কাজ শুরু করলো হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লক প্রশাসন। মঙ্গলবার সকালে সংশ্লিষ্ট ব্লকের তুলসিহাট্টা, ভিঙ্গোল এবং হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের প্রক্রিয়াকরণের কাজের তদারকি করেন স্থানীয় পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ থেকে ব্লক প্রশাসনের কর্তারা। জেলা প্রশাসনের নির্দেশেই ইতিমধ্যে চালু করে দেওয়া হয়েছে এই প্রকল্পের মাধ্যমে কঠিন বজ্র পদার্থ সংগ্রহের কাজ। সাধারণ গ্রামবাসীদের সচেতনতার ক্ষেত্রে বিভিন্ন এলাকার স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাদের কাজে লাগানো হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে।মঙ্গলবার সকালে হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের ওই তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের মাধ্যমে কঠিন বজ্র পদার্থ সংগ্রহের কাজ কিভাবে চলছে তার তদারকি করেন পঞ্চায়েত ও প্রশাসনের কর্তারা। বিভিন্ন গ্রামীন এলাকায় গিয়ে বাড়ি বাড়ি থেকে পচন ও অপচনশীল পদার্থ কিভাবে সংগ্রহ করবেন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মরত কর্মীরা সেই ব্যাপারে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এছাড়াও যেসব এলাকায় যাতায়াতের অসুবিধা হতে পারে, সেখানে নির্দিষ্ট ডাস্টবিনে বজ্র পদার্থ ফেলার ব্যবস্থা করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে। পরবর্তীতে সেই বজ্র পদার্থ সংগ্রহ করা হবে।প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদা জেলার সমস্ত গ্রামীন এলাকায় ধীরে ধীরে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের মাধ্যমে পরিবেশ পরিচ্ছন্নতা রাখার পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য সরকার। এছাড়াও সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের মাধ্যমে পচন ও অপচনশীল পদার্থ থেকে জৈবসার তৈরীর প্রক্রিয়ার কাজও করা হবে। আগামীতে কৃষি কাজের ক্ষেত্রে এই জৈব সারও প্রযোজ্য হবে।হরিচন্দ্রপুর ১ ব্লকের জয়েন বিডিও বিপ্লব কুমার ঘোষ জানিয়েছেন, সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের মাধ্যমে মূলত বিভিন্ন ধরনের নিষিদ্ধ প্লাস্টিকের ওপরই জোর দেওয়া হয়েছে। ক্যারিব্যাগ থেকে জলের বোতল অথবা অন্যান্য প্লাস্টিকের সামগ্রী বজ্র পদার্থ হিসেবে সংগ্রহ করা হবে। এই কাজ ঠিকঠাক ভাবে চলছে কিনা তার তদারকি করা হয়েছে। সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের মাধ্যমেই এইসব বজ্র পদার্থ থেকেই আগামী জৈব সার তৈরীর পরিকল্পনা রয়েছে। এদিন হরিশ্চন্দ্রপুরের রামচন্দ্রপুর এলাকা থেকেই এই কাজের শুভ সূচনা করা হয়। পরিবেশ দূষণমুক্ত করতেই রাজ্য সরকারের উদ্যোগে এই প্রকল্পের কাজ ইতিমধ্যে চালু করে দেওয়া হয়েছে।

এক সময় বাম আমলে নির্বাচন আসলে কালিয়াচকের বিভিন্ন এলাকায় শোনা যেত আগে রাস্তা পরে ভোট

মালদা ঃ এক সময় বাম আমলে নির্বাচন আসলে কালিয়াচকের বিভিন্ন এলাকায় শোনা যেত আগে রাস্তা পরে ভোট। নির্বাচনের ফি বছরে রাস্তার দাবীতে মালদার অনেক এলাকার গ্রামবাসীরা ভোট বয়কটের ডাকও দিয়েছেন। কিন্তু এখন ধীরে ধীরে মালদার কালিয়াচকের পরিস্থিতি প্রায় ৯০ শতাংশ বদলে গিয়েছে বলে দাবি রাজ্যের সেচ ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী তথা মোথাবাড়ির তৃণমূল বিধায়ক সাবিনা ইয়াসমিনের। তিনি বলেন , মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় কালিয়াচক ১ এবং ২ ব্লকের মোট ২৩টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে অধিকাংশ এলাকার রাস্তা কোথাও কংক্রিটের, আবার কোথাও পিচের তৈরি হয়ে গিয়েছে । রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে পথশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে সমস্ত এলাকার রাস্তা নতুন করে তৈরি করা অথবা সংস্কার করার নির্দেশ দিয়েছে। সেই মোতাবেক সরকারের বরাদ্দ অর্থেই কালিয়াচকের নতুন রাস্তা নির্মাণের ঢালাও কাজ শুরু হয়েছে। গত এক সপ্তাহের মধ্যে কালিয়াচক ১ ব্লকের ১৪ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রায় চার কোটি টাকা ব্যয়ে কংক্রিটের ঢালাই রাস্তার কাজের শুভ শিলান্যাস করা হয়েছে। আরো নতুন রাস্তার শিলান্যাসের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।উল্লেখ্য, মালদা জেলার ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক সংলগ্ন অবস্থিত রয়েছে কালিয়াচক ১ ব্লকটি। অপরদিকে কালিয়াচক ২ ব্লকের গঙ্গা নদী সংলগ্ন। নদীর ওপারে ঝাড়খন্ড রাজ্য। ফলে এই দুটি ব্লকের গুরুত্ব রয়েছে অপরিসীম। কিন্তু এই দুই ব্লকের অধিকাংশ এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা বেহাল ছিল বলে বিভিন্ন মহলে অভিযোগ উঠতে শুরু করেছিল। গত বিধানসভা নির্বাচনে কালিয়াচক ১ ব্লকের অধীনস্থ সুজাপুর কেন্দ্রে কংগ্রেসগড় ভেঙে নির্বাচিত হন তৃণমূলের প্রার্থী আব্দুল গনি। পাশাপাশি কালিয়াচক ২ ব্লকের মোথাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রেও কংগ্রেস গড় হাতছাড়া হয়। এই কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হন তৃণমূলের প্রার্থী সাবিনা ইয়াসমিন। এরপর সাবিনা ইয়াসমিনকে সেচ ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্র মন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হয়। আর তারপর থেকেই কালিয়াচক ১ ও ২ ব্লকের যোগাযোগ ব্যবস্থায় আমুল পরিবর্তন হয়েছে বলে দাবি জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের।

সম্প্রতি কালিয়াচক ১ ব্লকের ১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি নতুন কংক্রিটের ঢালাই রাস্তা ও হাই ড্রেনের শুভ শিলান্যাস করেন রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। এছাড়াও জালুয়াবাধাল গ্রাম পঞ্চায়েতের গঙ্গানারায়ণপুর থেকে কদমতলা এলাকার প্রায় ২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আরও একটি নতুন রাস্তা তৈরি শিলান্যাস করেছেন মন্ত্রী । গত ছয় মাসের ব্যবধানে প্রায় ৫ কোটি টাকা কালিয়াচকে বরাদ্দ হয়েছে বিভিন্ন এলাকার রাস্তার নতুন ভাবে তৈরির জন্য । এক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের পথসাথী প্রকল্পে ঢালাও উন্নয়ন যে হচ্ছে, তা আরো একবার জনসমক্ষে তুলে ধরেছে তৃণমূলের জেলা নেতৃত্ব।জেলা তৃণমূলের সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী বলেন, বাম আমলে কালিয়াচক যাতায়াতের ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে ছিল। এমনকি এইসব এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে কংগ্রেস সাংসদ এবং বিধায়কেরা ছিলেন। অধিকাংশ গ্রাম পঞ্চায়েত ছিল কংগ্রেসের দখলে। রাজ্যে তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পর কংগ্রেস পরিচালিত পঞ্চায়েত এলাকাগুলিতেও উন্নয়নের পরিকল্পনা নিয়েছে। কিন্তু সেইসব এলাকার পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার জন্য এতদিন উন্নয়ন হয় নি। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে কালিয়াচকের অধিকাংশ গ্রাম পঞ্চায়েত ধুলিস্যাৎ হয়ে গিয়েছে। পঞ্চায়েত সমিতি গঠন করেছে তৃণমূল। ফলে এখন পথসাথী প্রকল্পের মাধ্যমে ঢালাও রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে।রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, কালিয়াচকের যেসব এলাকায় পাকা রাস্তার প্রয়োজন রয়েছে, তা সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত ও প্রশাসনের মাধ্যমে তালিকা সংগ্রহের পর রাজ্য সরকারের কাছে আর্থিক অনুমোদনের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে দ্রুত অর্থ বরাদ্দের পর কাজ শুরু করে দেওয়া হচ্ছে।

উত্তরবঙ্গে প্রথম সন্তান দত্তক আদানপ্রদানকারী অভিভাবক ও শিশুদের নিয়ে মিলন উৎসবের আয়োজন করলো জেলা প্রশাসন

মালদা ঃ উত্তরবঙ্গে প্রথম সন্তান দত্তক আদানপ্রদানকারী অভিভাবক ও শিশুদের নিয়ে মিলন উৎসবের আয়োজন করলো জেলা প্রশাসন। মঙ্গলবার দুপুরে জেলা শিশু সুরক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে মালদার ইংরেজবাজার শহরের গ্রন্থাগার সংলগ্ন বই বাগানে প্রায় ১০০ জন দম্পতিদের উপস্থিতিতে এই মিলন উৎসব আয়োজিত হয়। উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক উন্নয়ন অনিন্দ্য সরকার সহ জেলা শিশু সুরক্ষা দপ্তরের পদস্থ কর্তারা।প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, বিগত দিনে যেসব অভিভাবকেরা সন্তানহীন ছিলেন এবং যারা শিশু দত্তক নিয়ে বাবামা হতে চেয়েছিলেন, এরকমই দত্তক নেওয়া শিশুসহ দম্পতিরা এদিনের এই মিলন মেলা উৎসবে শামিল হয়েছিলেন। এছাড়াও যেসব অভিভাবকেরা তাঁদের সন্তানদের নানান টানাপোড়েনের জেরে অন্য দম্পতিদের দিয়েছিলেন তাদেরও অনেকে এখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। সকলের সম্মিলিত মেলামেশা এবং খোলামেলা আলোচনার মাধ্যমেই এই মিলন উৎসবের আয়োজন করা হয়।প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, গত এক বছরে মালদায় প্রশাসন ও শিশু সুরক্ষা দপ্তরের অনুমোদিত আটজন শিশুকে দত্তক নিয়েছেন বিভিন্ন এলাকার দম্পতিরা । পিতা ও মাতার স্বীকৃতি তৈরি করার লক্ষ্যেই অনেক দম্পতিরাই এদিন এই মিলন হিসাবে আগ্রহ দেখিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। বহু দম্পতিরাই এখনো সন্তানহীনতার অভাবেই দত্তক নেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।এদিনের এই মিলন উৎসবে উপস্থিত এক গৃহবধূ সোনালী সরকার বলেন , নানান কারণে বিয়ের দীর্ঘ কয়েক বছর পরও মা হতে পারে নি। তাই আমি এই অনুষ্ঠানে এসে উপস্থিত হয়েছি। আমি সন্তান দত্তক নিয়ে মা হওয়ার স্বীকৃতি পেতে চাই। সমাজে চলার ক্ষেত্রে সন্তানের সহযোগিতা প্রয়োজন রয়েছে। কিভাবে সন্তান পেলাম সেটা জরুরি নয়। পিতামাতা হওয়াটাই জরুরী । তাই এদিন প্রশাসনের এই মিলন উৎসবে এসে সন্তান দত্তক নেওয়ার আর্জি জানিয়েছি।এদিনের এই মিলন উৎসবে অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন) অনিন্দ্য সরকার বলেন , যারা দত্তক নিয়েছেন, সেই সব অভিভাবকেরা দিন এখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। একটা পরিবেশ থেকে নতুন আরেকটি পরিবেশে শিশু যখন যায় সেক্ষেত্রে সেই পরিবেশ কতটা মানিয়ে নিতে পারে সেটাও আমাদের জানা দরকার। দত্তক নেওয়া কোনো শিশু কিভাবে লালনপালন হচ্ছে তার খোঁজখবর নেওয়াটাও আমাদের প্রয়োজন বোধ রয়েছে। নতুন পরিবেশে গিয়ে অভিভাবকরা কিভাবে তাদের সন্তানদের পালন করছেন এবং যারা দত্তক দিচ্ছেন তাদের পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেও এই মিলন উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। আগামীতে যারা নতুন ভাবে সন্তান দত্তক নিবেন এদিনের এই আলোচনার অংশগ্রহণ করেই নিজেদের তৈরি করতে পারবেন।

শ্যামবাজারে পুলিশ কিয়স্ক এর সামনে দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

শ্যামবাজার সকালে আবারও খাস কলকাতার বুকে স্কুলের সামনেই দেহ উদ্ধার। থেঁতলে গিয়েছে মুখ, ক্ষতবিক্ষত দেহ। দেহটি শ্যামবাজারে এভি স্কুলের মেইন গেটের অদূরেই পড়ে ছিল। বছর ৪৫ এর ওই ব্যক্তির পরিচয় এখনও জানা যায়নি। প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে, ওই ব্যক্তির মাথার পিছনে ভারী বস্তু দিয়ে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। মুখও ইট দিয়ে থেঁতলে দেওয়া হয়েছে। এলাকায় রক্তের ছাপ রয়েছে। অদূরেই পুলিশ কিয়স্ক। তার সামনেই এভাবে দেহ পড়ে থাকার ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীরা দেহটি উদ্ধার করে আরজিকর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, ওই ব্যক্তির মাথার পিছনে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তাতে প্রাথমিকভাবে মাথার পিছনে আঘাতের ফলেই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। মৃত্যু নিশ্চিত করতে ইট দিয়ে থেঁতলে দেওয়া হয়েছে মুখ। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে শ্যামপুর থানার পুলিশ। আপাতত তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, ওই ব্যক্তির রাঁধুনি। সূত্রের খবর, এলাকার ছোটো হোটেলগুলিতে রান্নার কাজ করতেন। কারণ দেহের পাশে রান্না করার সরঞ্জাম পড়ে ছিল। তবে মুখ চিনলেও, এলাকাবাসীরা তাঁর নাম বলতে পারেননি। এই মৃত্যু নেপথে কি কারণ রয়েছে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

শহরের মঠবাড়ি হোক কিংবা দীন দয়াল ঠাকুর বাড়ি। প্রায় প্রতিটি বিগ্রহ বাড়িতে ব্যবহৃত বেলজিয়াম কাচের ফানুসগুলোর একেকটির বয়স প্রায় ২০০ থেকে ৩৫০ বছর। উচ্চতা হয় প্রায় দুই ফুটের মত

কলকাতা শহরের মঠবাড়ি হোক কিংবা দীন দয়াল ঠাকুর বাড়ি। প্রায় প্রতিটি বিগ্রহ বাড়িতে ব্যবহৃত বেলজিয়াম কাচের ফানুসগুলোর একেকটির বয়স প্রায় ২০০ থেকে ৩৫০ বছর। উচ্চতা হয় প্রায় দুই ফুটের মত। ঢেউ খেলানো বিভিন্ন আকৃতির রঙবাহারি কাচের উপর আঁকা থাকে বিভিন্ন নকশা। বেলজিয়াম কাচের ফানুসের প্রতিটির দাম ৮ হাজার টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে। কেন এত দাম? কারণ অবশ্যই তার সূক্ষ্ম কাজের কেরামতির জন্য। সারাবছর বাড়ির অন্দরমহলে সযত্নে রক্ষিত থাকে সেগুলো। রাস উৎসবের সন্ধ্যায় এই বেলজিয়াম ফানুস দিয়ে সাজানো হয় প্রতিটি বাড়ির মূল প্রাঙ্গন। ভেতরে টিমটিম করে জ্বলতে থাকে মোমবাতির আলো। বাজারের সাধারণ মোম নয়, ফানুসের ভেতর বসানো হয় প্যারাসিন দিয়ে তৈরি সলতে পাকানো বিশেষ ধরনের মোম। এখনও বংশপরম্পরায় এই মোম তৈরি করেন শান্তিপুরের কয়েক ঘর মোমশিল্পী।

ছয় দফা দাবিতে শ্রম দপ্তরে স্মারকলিপি প্রদান করলো ট্যাক্সি ড্রাইভার ইউনিয়ন

কোচবিহার ঃ ছয় দফা দাবিতে কোচবিহার জেলা শ্রম দপ্তরে স্মারকলিপি প্রদান করলো কোচবিহার জেলা বেসরকারিসরকারি অফিস ট্যাক্সি ড্রাইভার ইউনিয়ন।এদিন আইএনটিটিইউসি এর জেলা সভাপতি পরিমল বর্মনের নেতৃত্বে শ্রম দপ্তরে স্মারকলিপি প্রদান করে সংগঠনের সদস্যরা।আইএনটিটিইউসির জেলা সভাপতি পরিমল বর্মন বলেন বিভিন্ন দপ্তরে গাড়ি চালকরা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ডিউটি করে। কিন্তু তারা ২০০৮ সালের পে স্কেল অনুযায়ী টাকা পাচ্ছে। তারা কোনো ওভার টাইম পায়না।সামান্য ৫০০০ থেকে সাড়ে পাঁচ হাজার টাকায় তাদের সংসার চলে না। দ্রুত তাদের বেতন বৃদ্ধি করতে হবে।এছাড়াও কোচবিহারের জেলা শাসক নির্দেশ জারি করেছেন দেড় হাজার কিলোমিটারের বেশি মাসে গাড়ি চলবে না। কিন্তু বিভিন্ন আধিকারিকরা তার থেকে অনেক বেশি গাড়িতে চলাফেরা করছেন। যার ফলে তেল শর্ট পড়ছে। সেই তেল চালকরা কোথায় পাবে?আমাদের দাবি দ্রুত এই সমস্যার সমাধান করতে হবে।

দুর্ঘটনার জেরে জাতীয় সড়ক আটকে বিক্ষোভ। রায়গঞ্জের গোয়ালপাড়া এলাকায় ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে ডাম্পারের ধাক্কায় এক বাইক আরোহীর গুরুতর আহত হওয়ার ঘটনায় রীতিমত উত্তেজনা ছড়ালো

উত্তর দিনাজপুর ঃ দুর্ঘটনার জেরে জাতীয় সড়ক আটকে বিক্ষোভ। রায়গঞ্জের গোয়ালপাড়া এলাকায় ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে ডাম্পারের ধাক্কায় এক বাইক আরোহীর গুরুতর আহত হওয়ার ঘটনায় রীতিমত উত্তেজনা ছড়ালো।গুরুতর আহত ব্যক্তির যদিও নাম জানা যায়নি।এদিন সকালে ওই ব্যক্তি নিজের কর্মস্থলে যাচ্ছিলেন সেইসময় ডাম্পার ও বাসের মাঝখানে পড়ে যায় ওই বাইক আরোহী।এরপরই ডাম্পার ওই বাইক আরোহীর পায়ের উপর দিয়ে চলে গেলে দুর্ঘটনাটি ঘটে।আর এই দুর্ঘটনার পর বিক্ষোভে ফেটে পড়ে স্থানীয়রা।যার জেরে দীর্ঘক্ষণ জাতীয় সড়ক আটকে অবরোধ করে স্থানীয়রা। দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় সড়কের বেহাল অবস্থা থাকায় এবং জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার কারণে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে জানান স্থানীয়রা।

অমিত শাহের জানসভায় যোগ দিতে বিশেষ ট্রেনে বিজেপি কর্মীরা

আলিপুরদুয়ার ঃ অমিত শাহের জানসভায় যোগ দিতে বিশেষ ট্রেনে বিজেপি কর্মীরা।আগামীকাল ২৯শে নভেম্বর, সাধারণ মানুষ কে রাজ্য সরকারের বঞ্চনা ও তৃণমূল মন্ত্রীদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে গর্জে উঠতে কলকাতা আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শা। ধর্মতলায় তিনি একটি দলীয় জনসভায় মূলত রাজ্যের তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে লোকসভা ভোটের আগে কর্মীদের অক্সিজেন যোগান দিতে আসছেন।তার কর্মসূচি কে সফল করতে বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি আলিপুরদুয়ার থেকেও বিশেষ ভাড়া করা ট্রেনে বিজেপি কর্মীরা মঙ্গলবার রওনা দিলেন। আলিপুরদুয়ার জেলার আসাম সীমানা সংলগ্ন কামাখ্যাগুড়ি রেল স্টেশন থেকে ওই বিশেষ ট্রেন টি ছাড়বে।উৎসাহের সঙ্গে দলে দলে বিজেপি কর্মীরা ওই ট্রেনে চড়ে বসেছেন।

বিরোধী দলনেতার প্রশ্ন বালু কোথায়?চোর ধরো জেল ভরো স্লোগান বিজেপি বিধায়কদের

দুর্নীতি নিয়ে আলোচনার মুলতুবি প্রস্তাব আনল বিজেপি।

কলকাতা বিরোধী দলনেতার প্রশ্ন বালু কোথায়?চোর ধরো জেল ভরো স্লোগান বিজেপি বিধায়কদের দুর্নীতি নিয়ে আলোচনার মুলতুবি প্রস্তাব আনল বিজেপি। পাঠ করার অনুমতি দিলেন স্পিকার। মনোজ ওঁরাও বিজেপি বিধায়ক পাঠ করলেন প্রস্তাব।প্রস্তাব্র সম্পাদিত ভাগ পাঠ করার অনুমতি দেন স্পিকার। কিন্তু আসল প্রস্তাব পাঠ করেন বিজেপি বিধায়ক। স্পিকার বিষয়টি উল্লেখ করে প্রস্তাব পাঠ করতে না দেওয়ায় বিজেপি বিধায়কদের বিক্ষোভ। জোর স্লোগান।বিজেপি বিধায়কদের বিক্ষোভ এড়িয়ে সংবিধান দিবস উপলক্ষে অম্বেডকর মূর্তিতে মাল্যদান স্পিকার সহ তৃণমূল বিধায়কদের ওয়াক আউট বিজেপি বিধায়কদের দুর্নীতি নিয়ে আলোচনার দাবি খারিজ করেছেন স্পিকার । দাবি বিজেপি পরিষদীয় দলের মুখ্যসচেতক মনোজ টিগ্গার সামিল মন্ত্রীরাও

লোকসভা নির্বাচনের আগে দলকে ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করলো রাজ্য তৃণমূল নেতৃত্ব

মালদা ঃ লোকসভা নির্বাচনের আগে দলকে ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করলো রাজ্য তৃণমূল নেতৃত্ব। দীর্ঘ কয়েক বছর পর মালদায় তৃণমূলের জেলা যুব সভাপতি এবং জেলা মহিলা সভানেত্রী পদের রদবদল করলো রাজ্য তৃণমূল নেতৃত্ব। মালদার দুটি লোকসভা কেন্দ্র দখলের লক্ষ্যেই এই পরিবর্তন বলে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। সোমবার রাতে তৃণমূলের নেতৃত্বের পক্ষ থেকে গোটা রাজ্যজুড়েই দলের যুব সভাপতি ও মহিলা সভানেত্রীর রদবদল করা হয়।মালদা জেলা তৃণমূলের যুব সভাপতি করা হয়েছে বিশ্বজিৎ মন্ডলকে। তিনি বর্তমানে মালদার ইংরেজবাজার শহরের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের মালঞ্চপল্লী এলাকার বাসিন্দা । তার আদিবাড়ি মানিকচকে। বিশ্বজিত্বাবুর বাবা রামপ্রবেশ মন্ডল মানিকচকের একসময় দৌদন্ড প্রতাপ তৃণমূল নেতা ছিলেন। বিধায়ক পদ সামলানোর পাশাপাশি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যানের দায়িত্বও সামলেছিলেন রামপ্রবেশবাবু । তৃণমূল দলের খুব প্রিয় নেতা হিসেবেই পরিচিত মুখ ছিল রামপ্রবেশ মন্ডলের। কয়েক বছর আগে তিনি অসুস্থতার কারণে মারা যান। কিন্তু বাবার মৃত্যুর আগে থেকেই ছাত্র রাজনীতির পাশাপাশি তৃণমূলের জেলা যুব রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন বিশ্বজিৎ মন্ডল। তাঁকে এবারে দলের রাজ্য নেতৃত্ব মালদা জেলা যুব সভাপতি দায়িত্ব দিয়েছেন।বলাবাহুল্য, এর আগে তৃণমূলের জেলা যুব সভাপতি ছিলেন বৈষ্ণবনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা চন্দনা সরকার । কিন্তু দলের মধ্যে যুব সংগঠন চালানো নিয়ে নানান প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল চন্দনা সরকারের বিরুদ্ধে। পরবর্তীতে বিশ্বজিৎ মন্ডলকেই নতুন করে জেলা যুব তৃণমূলের সভাপতি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।অন্যদিকে মালদা জেলা মহিলা তৃণমূল সভানেত্রীর দায়িত্ব পেয়েছেন সাগরিকা সরকার। তিনি বর্তমানে মালদা জেলা পরিষদের গাজোল ব্লকের নির্বাচিত সদস্যা। দীর্ঘদিন ধরে সাগরিকাদেবী তৃণমূলের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন । কলেজ সময় থেকেই একভাবে রাজনীতি করে আসছেন। তবে মালদায় এর আগে তৃণমূলের জেলা সভানেত্রী দায়িত্বে ছিলেন মৃণালিনী মন্ডল মাইতি। পাশাপাশি তিনি পুরাতন মালদা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিও ছিলেন। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভরাডুবি হয় মৃণালিনীদেবীর। পাশাপাশি দলের রাজ্য নেতৃত্ব তার বেশ কিছু কাজ কর্মের বিষয়েও অসন্তুষ্ট ছিল। এরপরই এবারের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে মালদা জেলা পরিষদের সদ্য জয়ী সাগরিকা সরকারকেই তৃণমূলে জেলার মহিলা সভানেত্রী পদের দায়িত্বভার দেওয়া হয়েছে।তৃণমূলের জেলা যুব সভাপতি দায়িত্ব পাওয়ার পর বিশ্বজিৎ মন্ডল জানিয়েছেন, তৃণমূল নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এবং দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জির তত্ত্বাবধনেই আমি এই দায়িত্ব পেয়েছি। এখন লক্ষ্য একটাই সংগঠনকে মজবুত করা এবং আগামী লোকসভা নির্বাচনে মালদার দুটি আসনকেই তৃণমূলের জয়যুক্ত করা।জেলা মহিলা সভানেত্রী সাগরিকা সরকার জানিয়েছেন, রাজ্য নেতৃত্ব আমাকে এত বড় পদের দায়িত্ব দিয়েছে আমি তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো। দলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এবং সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি নির্দেশ মতোই কাজ করে যাব।

জলপাইগুড়িতে এই প্রথম দেবদীপাবলি অনুষ্ঠিত হল সোমবার কার্তিক মাসের শেষ পূর্ণিমা তিথির সোমবার সন্ধ্যায়, আয়োজক - গৌরীয় মঠ

জলপাইগুড়ি জলপাইগুড়িতে এই প্রথম দেবদীপাবলি অনুষ্ঠিত হল সোমবার কার্তিক মাসের শেষ পূর্ণিমা তিথির সোমবার সন্ধ্যায়, আয়োজক - গৌরীয় মঠ,, এদিন পদযাত্রা করে জলপাইগুড়ি শহরের সমাজপাড়া নদীঘাটে ভক্তগণ উপস্থিত হয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে নদীতে ভাসিয়ে দেন,,দেবদীপাবলি হল দেবতাদের দীপাবলি,, পুরাণ শাস্ত্রে এর উল্লেখ আছে, বলে জানা যায়,, কার্তিক মাসের ব্রত ও চাতুর্মাস্য ব্রত উদযাপনের আজই শেষ দিন,, সোমবার রাসপূর্ণিমা ও বটে। দেবতাগণ মঙ্গল ও খুশীর উৎসব হিসাবে পুরাকালে প্রদীপ জ্বালিয়ে এই দেবদীপাবলি পালন করেছিলেন, বলে সনাতনী মতে ব্যক্ত করা হয়েছে। (যদিও কারণ নিয়ে একাধিক মত প্রচলিত),,, সেই শুভ অনুষ্ঠানকে স্মরণে রেখে আজকের দিনে নদীর জলে প্রদীপ জ্বালিয়ে ভাসিয়ে দেওয়ার প্রথা চলে আসছে,, এই প্রদীপ পূর্বপুরুষগণের উদ্দেশ্যেও জ্বালানো হয়ে থাকে বলে মনে করা হয়।এই প্রথমবার জলপাইগুড়ি তে এই দেবদীপাবলি অনুষ্ঠিত হল।এদিন গৌরীয় মঠ থেকে ভক্তগন নাম সংকীর্তন করতে করতে নদীঘাটের দিকে এগিয়ে যান, সেখানে সকলে মিলে প্রদীপ জ্বালিয়ে জলপাইগুড়ির করলা নদীর জলে ভাসিয়ে দেন।

গত কয়েকদিনের নজরদারির ফলে বড়সড় সাফল্য পেল বনদপ্তর। একসঙ্গে উদ্ধার হল তিন জোড়া হরিণের শিং, গ্রেপ্তার দুই ব্যক্তি

শিলিগুড়ি গত কয়েকদিনের নজরদারির ফলে বড়সড় সাফল্য পেল বনদপ্তর। একসঙ্গে উদ্ধার হল তিন জোড়া হরিণের শিং, গ্রেপ্তার দুই ব্যক্তি। তবে তদন্তের স্বার্থে দপ্তরের তরফে ধৃতদের নাম প্রকাশ করা হয়নি। জানা গিয়েছে, গত কয়েকদিন থেকেই একটি চক্রের ওপর নজরদারি চালাচ্ছিলেন বনকর্মীরা। সেই মতো সোমবার বিকেলের পর থেকে অভিযান শুরু করে আমবাড়ি রেঞ্জ। এদিন রেঞ্জার আলমগীর হক ও অন্য কর্মীরা ক্রেতা সেজে যোগাযোগ করেন ধৃত ব্যক্তিদের সঙ্গে। ফারাবাড়িনেপালি বস্তি এলাকা থেকে সন্ধ্যার পর ছয়টি হরিণের শিং সহ দুই ব্যক্তিকে আটক করা হয়। নিয়ে আসা হয় আমবাড়ি রেঞ্জ অফিসে। রেঞ্জার আলমগীর হক বলেন, 'আমাদের কাছে আগে থেকেই খবর ছিল একটি চক্র হরিণের মাংস বিক্রি, বন্যপ্রাণী হত্যা ও পাচারের সঙ্গে যুক্ত। এর সঙ্গে আরও কারা যুক্ত তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।এদিন উদ্ধার হওয়া হরিণের শিং গুলি পূর্ণবয়স্ক হরিণের বলেই মনে করছেন দপ্তরের আধিকারিকরা।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।
বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।
মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।
কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।
সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।
কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।
তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।
ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।
মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।
কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

অন্যের বাসায় গিয়ে যে ৯টি কাজ করলে আপনি ছোট হবেন

কলকাতা ঃ না বলেকয়ে ঘরে ঢোকা
অন্যের বাসায় বেড়াতে গিয়ে অনুমতি ছাড়া কোনো ঘরে ঢুকবেন না। এটা খুবই সাধারণ একটি আদবকেতা। এমনকি কোনো ঘরের দরজা যদি খোলাও থাকে, তবুও ভেতরের কাউকে জিজ্ঞাসা না করে হঠাৎ ঢুকবেন না। দরজার কাছে গিয়ে একটু অপেক্ষা করুন। দরজায় টোকা দিন কিংবা কলবেল থাকলে চাপ দিন। এককথায় আগে অনুমতি নিন, অপেক্ষা করুন, তারপর ঢুকুন।
ঘুরেফিরে দেখা
দাওয়াতে গিয়ে আমন্ত্রণকারীর বাসা ঘুরেফিরে দেখাটা একটা বদঅভ্যাস। আমন্ত্রণকারী যদি নিজে বাসা ঘুরিয়ে দেখান, সেটা ভিন্ন কথা। কিন্তু নিজে থেকে এদিকসেদিক উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখা বেশ দৃষ্টিকটু। বিশেষ করে বাথরুম ও বেডরুমএ দুটি জায়গায় কখনোই বিনা অনুমতিতে উঁকিঝুঁকি দেবেন না। হতে পারে আমন্ত্রণকারী বন্ধুর বাসাটা খুবই সুন্দর করে সাজানো। তাই দেখার ইচ্ছা হতেই পারে। পুরো বাসা ঘুরে দেখার খুব আগ্রহ থাকলে আমন্ত্রণকারীর কাছ থেকে অনুমতি নিন। জানতে চান ঘুরে ঘুরে দেখলে কোনো অসুবিধা আছে কি না।
জুতা পরে ঘরে ঢোকা
আপনার জুতা যতই সাফসুতরা থাক না কেন, জুতা পরে অন্যের বাসায় বা ঘরে ঢুকবেন না। আমাদের দেশে সাধারণত ঘরের মধ্যে কেউ বাইরে ব্যবহৃত জুতা পরেন না। তাই অন্যের বাসায় গিয়ে আগে দরজার মুখে জুতাটা খুলুন, তারপর ঢুকুন। যদি দেখেন আমন্ত্রণকারী নিজেই ভেতরে জুতা পরে আছে, তার দেখাদেখি হুট করে আপনিও জুতা পরে ঢুকবেন না। আগে অনুমতি নিন। সায় পেলে তারপর ভেতরে জুতাসহ ঢুকুন।
ফ্রিজ খুলে দেখা
অন্যের বাসায় দামি ও দৃষ্টিনন্দন ফ্রিজ থাকতেই পারে। অভ্যাসবশত আমরা অনেকেই অন্যের বাসায় গিয়ে ফ্রিজ খুলে দেখতে শুরু করি। ফ্রিজ নিয়ে নানা রকম প্রশ্নও করি। এটা নিতান্তই বদঅভ্যাস। আবার খিদে পেলে অনেকেই খাবারের সন্ধানে ফ্রিজ খুলে দেখেন। অন্যের বাসায় যাওয়ার পর আপনার খিদে লাগতেই পারে। খাবারের সন্ধানেই হোক কিংবা অভ্যাসবশত ফ্রিজ কখনোই খুলে দেখা উচিত নয়।
এসির সুইচ অন করা
এসি চালালে বিদ্যুৎ বিল বেশি আসবে এটা স্বাভাবিক। যেহেতু এসির বিলটা আমন্ত্রণকারীকেই দিতে হয়, তাই অন্যের বাসায় গিয়ে নিজেই এসির সুইচ অন করা বা এসি ছাড়তে বলা একরকম অভদ্রতা। খুব গরম লাগলে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বসুন। সিলিং ফ্যানটা ছেড়ে দিতে বলতে পারেন। দেখবেন, গরমটা সয়ে এসেছে।
ড্রয়ার হাতড়ানো
হুট করে ড্রয়ার খুলে কিছু খোঁজা থেকে বিরত থাকুন। ড্রয়ারে অনেক সময় গোপন ব্যবহার্য জিনিস থাকতে পারে। দলিল, টাকাপয়সার মতো গুরুত্বপূর্ণ জিনিসও থাকে। তাই আমন্ত্রণকারীর ব্যক্তিগত নিরাপত্তার প্রতি সম্মান জানিয়ে ড্রয়ার বা কেবিনেট হাতড়ানো থেকে নিজেকে দূরে রাখুন।
বিলের কাগজ পড়ে দেখা
অন্যের বাসায় টেবিলের ওপর বা ড্রয়ারে বিদ্যুৎ বিল বা পানির বিলের কাগজ পড়ে থাকতেই পারে। কিন্তু সেটা হাতে নিয়ে মনোযোগ দিয়ে পড়ে দেখা অভদ্রতা। হতে পারে আমন্ত্রণকারী বন্ধুটি একটু সংযমী, সে হয়তো প্রয়োজনের বাইরে বিদ্যুৎ খরচ করে না। তাই তার বিলটাও কম আসে। কিন্তু সেটা আপনাকে জানানোর কোনো ইচ্ছাই তার নেই। তাই যেকোনো ধরনের বিল পড়ে দেখা থেকে বিরত থাকুন।
ধূমপান করা
আপনি ধূমপায়ী হতেই পারেন। কিন্তু আপনার আমন্ত্রণকারীও যে ধূমপায়ীই হবেন, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। কিংবা ধূমপায়ী হলেও বাসার ভেতরে ধূমপান করা তিনি পছন্দ করেন না। কারণ, বাসার ভেতরে ধূমপান করলে পরিবারের অধূমপায়ীদের শারীরিক ক্ষতি হয়। শিশুদের জন্য যা আরও মারাত্মক। তা ছাড়া অগ্নিকাণ্ডের আশঙ্কাও থাকে। তাই অন্যের বাসায় বেড়াতে গিয়ে ধূমপান থেকে বিরত থাকুন। এমনকি অনুমতি নিয়ে বারান্দায় গিয়েও ধূমপানের দরকার নেই। ধৈর্য ধরুন। সেখান থেকে বের হয়ে ধূমপান করুন।
ওয়াইফাইয়ের পাসওয়ার্ড চাওয়া
ওয়াইফাইয়ের পাসওয়ার্ড সবাইকে জানিয়ে বেড়ানোর মতো জিনিস নয়। কারোর ব্যক্তিগত সাইবার নিরাপত্তার খাতিরে তা খুবই গোপনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। তাই অন্যের বাসায় বেড়াতে গিয়ে আগেই ওয়াইফাইয়ের পাসওয়ার্ড জানতে চেয়ে বসবেন না। খুব বেশি সময় থাকার দরকার হলে আমন্ত্রণকারী আপনাকে নিজে থেকেই পাসওয়ার্ড জানিয়ে দেবেন। তা না হলে আগে থেকে মুঠোফোনে ইঃটারনেট কিনে রাখুন। সবচেয়ে ভালো হয় অন্যের বাসায় গিয়ে মুঠোফোনে একেবারেই হাত না দেওয়া।

বছরে একবার ছুটিতে বেড়াতে গেলে খুব উপকার, জানবেন?

কলকাতা ঃ বছর প্রায় শেষ হতে চলল। ছোটদের বার্ষিক পরীক্ষা শেষ, অফিসে কিংবা বাসায় বড়দের ছুটি নেওয়ার দিন। গবেষণা বলে, বছরে একবার ছুটিতে বেড়াতে যাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য দারুণ উপকারী। শুধু বড়দের জন্য নয়, ছুটি শিশুর আনন্দের পাশাপাশি মানসিক বিকাশেও সহায়ক।
যুক্তরাষ্ট্রের এক গবেষণায় জানা গেছে, বছরে একবার ছুটিতে বেড়াতে গেলে হার্টঅ্যাটাকে মৃত্যুর আশঙ্কা ৩০ শতাংশ পর্যন্ত কমতে পারে। এ ছাড়া ছুটি কাটালে হৃদ্‌রোগের ঝুঁকি, বিপাকীয় রোগ ও কোলেস্টেরলের মাত্রা কমে। শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য গঠনেও ছুটিতে বেড়াতে যাওয়া খুব প্রয়োজন। ছুটির দিনগুলোতে শিশুদের বেড়াতে যাওয়ার আগ্রহও থাকে যথেষ্ট। এমন অনেক কর্মজীবী মাবাবাই আছেন, যাঁরা এই বিশেষ দিনের জন্য অপেক্ষা করেন। ছুটিতে বেড়াতে গেলে শিশুরা বাইরের জগৎ সম্পর্কে জানতে পারে এবং যোগাযোগ তৈরি হয়, যা শিশুকে মানসিকভাবে পরিণত করতে সাহায্য করে। ছুটিতে বেড়াতে গেলে শুধু শিশুকে নয়, সঙ্গে পুরো পরিবারকেই রাখুন। কোন কোন স্থানে যাওয়া যেতে পারে, তা নিয়ে ছোটদের সঙ্গেও আলোচনা করুন। তাদের আগ্রহ ও মতামতে প্রাধান্য দিন।
অনেক সময় মাবাবা তাঁদের সুবিধামতো বেড়ানোর স্থান ঠিক করেন। কিন্তু শুধু বড়দের বিনোদন দেয়, এমন স্থানে না গিয়ে ছোটদের বিনোদন ও আনন্দের কথাই বেশি চিন্তা করতে হবে। ঘুরতে যাওয়ার পর শিশুকে যথেষ্ট স্বাধীনতাও দিন। অনেক মাবাবাই ছুটির দিনগুলোতে সন্তানকে বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান বা শিশুর জ্ঞান সমৃদ্ধ হয়, এমন স্থান বেছে নেন। মনে রাখতে হবে, বেড়াতে যাওয়া যেন শিশুর জন্য মানসিক চাপ না হয়ে যায়!

থাইরয়েডের সমস্যা থাকলে কি ফুলকপি খাওয়া নিষেধ

অনেকেরই ধারণা, থাইরয়েডের সমস্যা বা গলগণ্ড থাকলে ফুলকপি, বাঁধাকপি, ব্রকলি ইত্যাদি সবজি খাওয়া নিষেধ। আসলে কি থাইরয়েডের সমস্যায় কোনো সবজি বা খাবারদাবারে নিষেধাজ্ঞা আছে? আসুন, জেনে নিই এবিষয়ক কিছু ভুল ধারণা সম্পর্কে
'থাইরয়েডের রোগ থাকলে ফুলকপি খাওয়া যাবে না'
ফুলকপি, বাঁধাকপি, ব্রকলি, ব্রাসেলস স্প্রাউট ইত্যাদি হলো ক্রুসিফেরাস গোত্রের সবজি। এসব সবজিতে কিছু উপাদান থাকে, যা থাইরয়েড গ্রন্থিকে আয়োডিন ব্যবহারে সামান্য বাধা দেয়। কিন্তু আসলে থাইরয়েডের কার্যক্রম ব্যাহত করতে যে পরিমাণ ক্রুসিফেরাস সবজি খেতে হবে, তা কখনো কারও পক্ষে সম্ভব নয়। মানে দৈনন্দিন জীবনে আমরা এসব সবজি যে পরিমাণে খাই, তা একেবারেই নিরাপদ বরং ব্রকলি ফলিক অ্যাসিডের চমৎকার উৎস, ফুলকপি ও বাঁধাকপিতে আছে প্রচুর ফ্ল্যাভনয়েড, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ভিটামিন। এই শীতে এসব সবজি না খেলে আপনি বরং এসব উপকার থেকে বঞ্চিত হবেন। তাই থাইরয়েডের সমস্যা থাকলেই যে এসব সবজি খাদ্যতালিকা থেকে বাদ দিতে হবে, তা একটি ভুল ধারণা। 'থাইরয়েডের সমস্যা কমাতে আয়োডিন খেতে হবে'
আয়োডিনের সঙ্গে থাইরয়েড গ্রন্থির কার্যকারিতার একটি গূঢ় সম্পর্ক আছে বটে, তাই বলে এর মানে এই নয় যে সব থাইরয়েড রোগই আয়োডিনের অভাবজনিত হয়েছে বরং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে থাইরয়েডের রোগ একটি অটোইমিউন সমস্যা, মানে আমাদের ইমিউন সিস্টেমের জটিলতার কারণে সৃস্ট। খুব কম ক্ষেত্রেই তা আয়োডিনের অভাবে ঘটে, বিশেষ করে আজকাল যেখানে খাবার লবণ থেকে শুরু করে অনেক খাবারই আয়োডিনযুক্ত করা হয়েছে। অনেকে থাইরয়েডের সমস্যা কমাতে আয়োডিন সাপ্লিমেন্ট বড়িও সেবন করেন। আসলে এসবের তেমন কোনো ভূমিকা নেই। হাইপোথাইরয়েডিজম বা থাইরয়েড গ্রন্থির কার্যকারিতা কম থাকলে এর একটি উপসর্গ হলো ওজন বৃদ্ধি। তার মানে এই নয় যে হাইপোথাইরয়েড হলে আপনি কখনোই ওজন কমাতে পারবেন না। সঠিক খাদ্যাভ্যাস, ক্যালরি কমানো এবং নিয়মিত ব্যায়ামের মাধ্যমে আপনি হাইপোথাইরয়েড হলেও সঠিক ও আদর্শ ওজন বজায় রাখতে পারবেন।

৪০এর পরও যে পাঁচ উপায়ে ধরে রাখবেন তারুণ্য

কলকাতা ঃ একটি বেসরকারি বিমান সংস্থায় কাজ করেন মারুফা মাহফুজ। তিনিজানান, বেশ কয়েক বছর আগেই ৪০এর ঘর পেরিয়েছেন তিনি। চেহারায় বয়সের ছাপটা দূর করতে সব সময়ই মনকে প্রফুল্ল রাখার চেষ্টা করেন। কাজের ফাঁকে সময় পেলেই পরিবার আর বন্ধুদের নিয়ে মেতে ওঠেন হইহুল্লোড়ে। এড়িয়ে চলেন মিষ্টিজাতীয় খাবার। নিয়মিত হাঁটা ও সাঁতার কাটাই তাঁকে এখনো এত সজীব রেখেছে বলে জানান মারুফা।
কুড়িতে বুড়ি। এই প্রবাদের দিন ফুরিয়ে গেছে অনেক দিন আগেই। বরং এখন ৪০ বছর বয়সেও তারুণ্যের দীপ্তি ছড়াচ্ছেন অনেকেই। তবে সে জন্য মেনে চলতে হবে কিছু নিয়ম। রূপবিশেষজ্ঞ ও পুষ্টিবিদেরা জানালেন খুব সহজ ৫টি নিয়ম মেনে তারুণ্য ধরে রাখার সহজ উপায়।
খাবার নিয়ন্ত্রণ
পুষ্টিবিদ আখতারুন নাহার বলেন, বয়সটা ৩০এর কোঠা পার হলেই হজমপ্রক্রিয়ার গতি ধীর হতে থাকে। এ জন্য ৪০এর দরজায় পা দেওয়ার আগেই খাওয়াদাওয়ায় একটা নিয়ন্ত্রণ আনা উচিত। এ বয়সে খাবার থেকে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ কমিয়ে, বাড়াতে হবে প্রোটিনের পরিমাণ। কারণ, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কোষের যে ক্ষয় হয়, সেটা একমাত্র প্রোটিনের সাহায্যেই পূরণ করা সম্ভব। দুধ, ডিম, মাছের পাশাপাশি মাংসও প্রোটিনের অন্যতম উৎস। তাই অনেকেই খাবারের তালিকা থেকে যে মাংস বাদ দিয়ে দেন, এটা করা একেবারেই ঠিক নয় বলে জানান এই পুষ্টিবিদ। প্রতিটি খাবার গ্রহণের মধ্যে তিন ঘণ্টা বিরতি রাখার পাশাপাশি দিনে অন্তত পাঁচবার খাবার গ্রহণের পরামর্শ দেন আখতারুন নাহার।
মুখের ত্বকে ম্যাসাজ
প্রথমে মুখের ত্বকে ময়েশ্চারাইজার লাগিয়ে নিন। এবার দুটো টেবিল চামচ দুই হাতে ধরে চোয়ালের নিচে থেকে ধীরে ধীরে ওপরের দিকে টেনে নিন। চিনা আকুপ্রেশারের এই থেরাপি মুখে প্রয়োগ করলে ধীরে ধীরে মুখ একটা সুন্দর গড়ন পাবে।
নিয়মিত হাঁটা ও সাঁতার কাটা
রক্ত সঞ্চালন ও শারীরিক কাঠামো ঠিক রাখতে নিয়মিত ৩০ থেকে ৪৫ মিনিট হাঁটা ও সাঁতার কাটা এ বয়সে বেশ উপকার দেয়। শরীরকে ফিট রাখতে ও বাড়তি মেদ ঝড়াতে এই দুটোর বিকল্প নেই।
ঘুমানো জরুরি
রূপবিশেষজ্ঞ রাহিমা সুলতানা বলেন, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ঘুমের গতিও কমতে থাকে। যদি ঘুম না আসে, তাহলে কোনো সুগন্ধি তেল নিয়ে মাথা, হাত ও পায়ের তালুতে ম্যাসাজ করুন। কারণ, স্নায়ুর শেষ প্রান্তগুলো এখানেই থাকে। এ ছাড়া সারা রাত ফেসবুক বা ছবি দেখে সময় কাটিয়ে দেন অনেকেই। ঘুমাতে যান সেই ভোরবেলায়। এভাবে অল্প সময়ের ঘুম শরীরের ওজন বাড়িয়ে দেয়। কারণ, ঘুম কম হলে শরীরের মেটাবলিজম রেট কমে যায়। সুস্থ ও সতেজ থাকতে প্রতিদিন রাতে আট ঘণ্টা ঘুমানো উচিত।
ব্রিদিং এক্সারসাইজ
ব্রিদিং এক্সারসাইজ ৪০এর পর তারুণ্য ধরে রাখতে জাদুর মতো কাজ করে। এর মধ্য দিয়ে চেহারায় একধরনের প্রশান্তি আসে। ঘরের খোলা কোনো স্থানে হাত দুটোকে প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে পড়ুন। এবার চোখ বন্ধ করে নাক দিয়ে এক থেকে পাঁচ গুনতে গুনতে বুক ভরে শ্বাস নিন। এবার ধীরে ধীরে এক থেকে ১০ গুনতে গুনতে শ্বাস ছাড়ুন। সপ্তাহে পাঁচ দিন আট থেকে ১০বার নিশ্বাস ছাড়া ও নেওয়ার এই ব্যায়াম করতে পারেন। স্নায়বিক দুর্বলতা কাটানোর পাশাপাশি ত্বকের উজ্জ্বলতা, স্মৃতিশক্তি ও মানসিক প্রশান্তি বাড়াতে ব্যায়ামটি সাহায্য করে।

যে কারণে আপনার সন্তানকে অভাব কী, তা বোঝাবেন

ঢাকা ঃ মহামারিকাল আমাদের যা কিছু শিখিয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হলো আমাদের উপার্জন করা যেমন জরুরি, সঞ্চয় করাও তেমনি দরকারি। বিশ্বের সেরা ধনীদের একজন ওয়ারেন বাফেট বলেন, অন্যরা আগে খরচ করে, তারপর যেটা বেঁচে যায়, সেটা জমায়। আর তিনি আগে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমিয়ে রাখেন। তারপর যা বাকি থাকে, সেটা খরচ করেন। তাই আপনার সন্তানকে এখন থেকেই সঞ্চয়ী হওয়ার শিক্ষা দিন। কেননা, শিশুকালই শেখানোর সেরা সময়। এ সময় যা কিছু শেখাবেন, তা সারা জীবনের জন্য মাথায় গেঁথে যাবে। কীভাবে সেটা করবেন, জেনে নেওয়া যাক তার কয়েকটি উপায়।
সন্তানকে সঞ্চয়ী বানাতে চাইলে আগে নিজে সঞ্চয়ী হোন। কেননা, শিশুরা অনুকরণপ্রিয়। আপনি যদি বেহিসেবী হন আর সন্তানের সামনে যদি সঞ্চয় কেন জরুরি, কীভাবে করতে হবে, সে বুলি আওড়াতেই থাকেন, তাতে কোনো লাভ হবে না। তাই আপনি নিজে সঞ্চয়ী হোন। আপনার সন্তানকে সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে বলুন।
চাইলেই কিছু পাওয়া যায়, এমন ধারণা যেন আপনার সন্তানের না হয়। মাঝেমধ্যে আপনার সন্তানকে দিয়ে ঘরের কাজ করান। আর সেজন্য তাকে অর্থ দিন। একটা শিশু যখন পরিশ্রম করে টাকা পাবে, তখন সে সেই কষ্টে উপার্জিত অর্থ খরচ করার বিষয়ে ভাববে ও সচেতন হবে।
সন্তানকে কোনটা প্রয়োজন আর কোনটা বিলাসিতা, সেটা বুঝিয়ে বলুন। বলুন যে পায়ের স্যান্ডেল ছোট হয়ে গেছে, নতুন একজোড়া কিনতে হবে। সেটা প্রয়োজন। অন্যদিকে বাসায় আরও তিনটা খেলনা গাড়ি আছে। তাই যে খেলনাটা সে নেবেই বলে জেদ করছে, সেটা বিলাসিতা। ছোটবেলা থেকে সন্তানকে বিলাসিতার নেতিবাচক দিকগুলো বোঝান। বিলাসদ্রব্যে যেন অভ্যস্ত না হয়ে পড়ে, সেদিকে খেয়াল রাখুন। ঘরের খাবারে অভ্যস্ত করুন। তাতে অপচয়ের পরিমাণ কমবে। খরচের অভ্যাস নিয়ন্ত্রণে থাকবে। সঞ্চয় যে শক্তি, সেটা বুঝিয়ে বলুন।
আপনার সন্তানকে একটা মাটির ব্যাংক কিনে দিন। শুরুতে সেখানে টাকা জমানোর অভ্যাস করুক। তারপর তার একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলে সেভিংস অ্যাকাউন্ট খুলে দিন। একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অ্যাকাউন্টটি আপনার তত্ত্বাবধানে থাকবে। তার বয়স ১৮ বছর হলে সে বেশ কিছু টাকার 'মালিক' হয়ে যাবে।
আপনার সন্তানের সামনে তিনটা পাত্র রাখুন। যখনই সে কোনো জায়গা থেকে কোনো টাকা পাবে, সেটা সে তিন ভাগ করে খরচের জন্য, দানের জন্য, জমানোর জন্য এভাবে রেখে দেবে। তাহলে তার দান করা ও জমানোদুটি ভালো অভ্যাসই গড়ে উঠবে।
সন্তানকে টাকা জমাতে অনুপ্রাণিত করুন। নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা জমে গেলে তাকে উপহার দিন। যেমন রিকশাভাড়া থেকে প্রতিদিন ১০২০ টাকা করে বাঁচিয়ে সে যখন ৫০০ টাকা জমিয়ে ফেলবে, তখন তাকে রেস্তোরাঁয় নিয়ে বা বাড়িতেই তার প্রিয় কিছু বানিয়ে খাওয়ান। অথবা প্রয়োজনীয় কিছু, যেমন রংপেনসিল কিনে দিন।
সন্তানকে আত্মনির্ভরশীল হতে অনুপ্রাণিত করুন। মনে করুন, সে অনেক দিন ধরে আপনাকে একটা ঘড়ি কিনে দিতে বলছে। আপনি তাকে সেটা টাকা জমিয়ে কিনতে বলুন। বলুন যে এভাবে সে নিজেই নিজের শখ পূরণ করতে পারবে আর গর্ব করে অন্যদের বলতেও পারবে!

সম্পাদকীয়

বাবা বালকনাথ, যিনি রাজস্থানের নতুন মুখ্যমন্ত্রী পদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী

রাজস্থানে বিজেপির ভূমিধস বিজয়ের পর মুখ্যমন্ত্রী পদের দৌড়ে যে নতুন নামটি খুব জোরালোভাবে উঠে এসেছে তিনি হলেন বাবা বালকনাথ। তিনি একজন যোগী। ইউপির মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ যে নাথ সম্প্রদায় থেকে এসেছেন সেই একই নাথ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। দুজনের সম্পর্কও খুব ভালো। আসুন আমরা বাবা বালকনাথ সম্পর্কে জানি। রাজস্থানে এনার ইমেজ রয়েছে বিজেপির একজন ফায়ারব্র্যান্ড নেতা হিসেবে। তার বয়স ৩৯ বছর। রাজস্থানের তিজারা বিধানসভা আসন থেকে জিতেছেন তিনি। যাইহোক, যে সময়ে তিনি রাজস্থান বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিলেন, তিনি আলওয়ার জেলার সাংসদ রয়েছেন। এখন দেখার বিষয় যে তিনি এমপি পদ বজায় রাখেন নাকি বিধায়ক হন, তবে মনে হচ্ছে বিজেপি তাকে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে

বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী করেছে। এ কারণে তাকে রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী পদের শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীও বলা হচ্ছে। বালকনাথ জি ১৬ এপ্রিল ১৯৮৪ সালে আলওয়ার জেলার কোহরানা গ্রামে একটি যাদব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পরিবারটি কৃষিকাজের সাথে যুক্ত ছিল কিন্তু সাধুদের সেবায় নিয়োজিত ছিল। এই কারণে, খুব অল্প বয়সে, বালকনাথ মহন্ত চন্দনাথের সাথে হনুমানগড় মঠে যান এবং তাঁর কাছ থেকে আধ্যাত্মিক শিক্ষা গ্রহণ শুরু করেন। বাবা বালকনাথকে রাজ্যের একজন ফায়ারব্র্যান্ড নেতা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। তিনি তার বক্তৃতায় হিন্দুত্বের কথা বলেন এবং আবেগের সাথে কথা বলেন। তিনি যখন তার নির্বাচনী মনোনয়ন বা প্রচারের জন্য যান, তখন তিনি বুলডোজার নিয়ে অনেক জায়গায় যান, যার কারণে বিশ্বাস করা হয়েছিল যে যোগী আদিত্যনাথের সাথে তার বিশেষ সম্পর্ক ছিল। যাইহোক, যেহেতু তারা উভয়ই নাথ সম্প্রদায়ের, তাদের একে অপরের প্রতি বিশেষ সখ্যতা রয়েছে। নাথ সম্প্রদায়ে, গোরখ পীঠকে এই সম্প্রদায়ের সভাপতি এবং রোহতক পীঠকে সহসভাপতি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। বালকনাথকে নাথ সম্প্রদায়ের অষ্টম সাধক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। বাবা বালকনাথ ২০১৬ সালে রোহতকের মস্তনাথ মঠের উত্তরসূরি হন। তিনি বাবা মস্তনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরও। নির্বাচনের আগে যখন কিছু জরিপ সংস্থা রাজস্থানে সমীক্ষা চালাচ্ছিল, তখন বাবা বালকনাথ মুখ্যমন্ত্রী পদের দ্বিতীয় জনপ্রিয় প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই পদের জন্য প্রথম পছন্দ ছিলেন অশোক গেহলট। বাবা বালকনাথ ওবিসি বিভাগ থেকে এসেছেন। যখন তিনি তার নির্বাচনী ফর্ম পূরণ করেন, তখন তিনি তার পরিমাণ ৪৫ হাজার টাকা ঘোষণা করেন। তিনি আরও জানান যে সাংসদের বেতন হিসাবে তিনি যে অর্থ পেয়েছেন তা দিল্লির সংসদে অবস্থিত স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার শাখায় জমা দেওয়া হয়েছিল। এর পরিমাণ ১৩ লাখ ২৯ হাজার ৫৫৮ টাকা। এই এসবিআই তিজারায় ৫০০০ টাকা জমা আছে। বাবা বালকনাথের পড়াশোনা ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত।

ভারতে তিন রাজ্যের ভোটে বিপুল জয় বিজেপির, কংগ্রেসের জয় এক রাজ্যে

রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় আর তেলেঙ্গানার ভোট গণনা রবিবার সকাল থেকে শুরু হয়। দুপুরের মধ্যেই ফলাফলের যা ট্রেন্ড ছিল, তাতে বোঝাই যাচ্ছিল যে ছত্তিশগড় আর রাজস্থানে ক্ষমতাচ্যুত হতে চলেছে কংগ্রেস। আর মধ্যপ্রদেশেও বিজেপিকে পরাজিত করে তাদের ক্ষমতায় ফেরা যে সম্ভব নয়, সেটাও বোঝা গিয়েছিল।

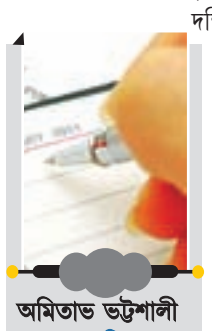

অমিতাভ ভট্টশালী
প্রাবন্ধিক

দক্ষিণ ভারতের তেলেঙ্গানায় দীর্ঘদিন ধরে সেখানে ক্ষমতায় থাকা আঞ্চলিক দল ভারত রাষ্ট্র সমিতির থেকে অনেক বেশি আসন নিয়ে সেখানে জয়ী হয়েছে কংগ্রেস।

রাজ্যভিত্তিক ফলাফল

সন্ধ্যা থেকে নির্বাচন কমিশন চূড়ান্ত ফলাফল দিতে থাকে। ভারতীয় সময় রাত আটটায় যে ফলাফল ভারতের নির্বাচন কমিশন দিয়েছে, তাতে মধ্যপ্রদেশে ২৩০ আসনের বিধানসভায় ১২৭টিতে জিতে গেছে বিজেপি, আরও ৩৭টিতে তারা এগিয়ে আছে।

অন্যদিকে, কংগ্রেস জিতেছে ৩৮টিতে, এগিয়ে রয়েছে ২৭টি আসনে।

ছত্তিশগড়ে ভোট গণনা শুরু হওয়ার বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে কংগ্রেসই এগিয়ে ছিল। কিন্তু দুপুরের দিকে বিজেপি তাদের পিছনে ফেলে এগোতে শুরু করে। বিজেপি সে রাজ্যে জিতেছে ৩৩ টি আসনে, এগিয়ে আছে আরও ২১টিতে। কংগ্রেস জিতেছে ২০টি আসন, এগিয়ে আছে ১৫টিতে।

রাজস্থানে বিজেপি আর কংগ্রেসের ফারাক সবথেকে বেশি। সেখানে ১১৪ টি আসনে জিতেছে বিজেপি, একটি আসনে তারা এগিয়ে আছে। গত পাঁচ বছর ধরে ক্ষমতায় থাকা কংগ্রেস জিতেছে ৬৪টি আসনে, এগিয়ে আছে একটিতে।

রাজস্থান আর ছত্তিশগড়ে কংগ্রেসের সরকার ছিল। মধ্যপ্রদেশে গত নির্বাচনে কংগ্রেস জিতেছিল, কিন্তু বছর দেড়েকের মধ্যে একসঙ্গে অনেক দলীয় বিধায়ক দল বদল করে বিজেপিতে চলে যাওয়া কংগ্রেস সরকার পড়ে যায়, ক্ষমতায় আসে বিজেপি।

উত্তর আর মধ্য ভারতে কংগ্রেস পরাজিত হলেও সান্ত্বনা পুরস্কারের মতো দক্ষিণ ভারতীয় রাজ্য তেলেঙ্গানায় তারা ৫৯টিতে জিতেছে, আর এগিয়ে আছে পাঁচটিতে।

রাজ্যটির জন্মলগ্ন থেকেই যে দল সেখানে ক্ষমতায় আছে, সেই ভারত রাষ্ট্র সমিতি জিতেছে ৩৩টিতে, এগিয়ে আছে ছয়টি আসনে। এই রাজ্যে বিজেপিও নেমেছিল ভোটের আসরে। তারা সাতটি আসনে জিতেছে, একটিতে এগিয়ে আছে।

এই চার রাজ্যের সঙ্গেই উত্তরপূর্বের রাজ্য মিজোরামেও ভোট নেওয়া হয়েছিল। সেখানেও রবিবারই ভোট গণনা হওয়ার কথা ছিল।

কিন্তু খ্রিস্টান প্রধান ওই রাজ্য থেকে দাবী উঠেছিল যে রবিবার যেহেতু সেখানকার বেশিরভাগ মানুষই গির্জায় প্রার্থনা করতে যান, তাই গণনার দিন পিছিয়ে দেওয়া হোক। নির্বাচন কমিশন সূচি বদল করে সোমবার ভোট গণনার দিন স্থির করেছে।

বিজেপির জয় নিয়ে নরেন্দ্র মোদী

তিন রাজ্যে বিপুল ভোটে যে জিততে চলেছে দল, সেটা দুপুরেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ওই রাজ্যগুলিতে তো বটেই, দলের কেন্দ্রীয় দপ্তরেও উচ্ছ্বাস শুরু হয়ে যায়, অনেকটা দিওয়ালির মতো।

সন্ধ্যায় সেখানে পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, তিনিই ছিলেন এই রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনগুলিতে বিজেপির হয়ে প্রধান প্রচারক।

রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ে জয়ের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতর থেকে কর্মী ও ভোটারদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন।

তার ভাষণে তিনি বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের বিরুদ্ধে জাতিগত ভিত্তিতে দেশকে বিভক্ত করার চেষ্টা করার অভিযোগ করেন।

প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, এই নির্বাচনে দেশকে জাতিতে বিভক্ত করার অনেক চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু আমি ক্রমাগত বলছিলাম যে আমার কাছে চারটি জাতি দেশের বৃহত্তম জাতি। আমি যখন এই চারটি জাতির কথা বলি, তখন এটাই বোঝাই যে

আমাদের নারী, যুবক, কৃষক এবং দরিদ্র পরিবারগুলিকে ক্ষমতায়নের মাধ্যমেই দেশের ক্ষমতায়ন হবে।

তিনি বলেন, নির্বাচনের ফলাফল আরও একটি বিষয় পরিষ্কার করেছে যে, দেশের যুবসমাজ শুধু উন্নয়ন চায়। রাজস্থান, ছত্তিশগড় বা তেলেঙ্গানা যেখানেই হোক না কেন, যেখানেই সরকার যুবকদের বিরুদ্ধে কাজ করেছে, সেই সরকারগুলিকে ভোট দিয়ে বের করে দেওয়া হয়েছে, এই তিন রাজ্যে ক্ষমতায় থাকা দলগুলি এখন ক্ষমতার বাইরে।

তেলেঙ্গানা, যেখানে তার দল তৃতীয় স্থানে রয়েছে, সেই প্রসঙ্গে মি. মোদী উল্লেখ করেন যে দলটি দক্ষিণের এই রাজ্যে শক্তিশালী হয়ে উঠছে।

গত নির্বাচনের তুলনায় তেলেঙ্গানায় বিজেপি তাদের ভোট ভাগ প্রায় দ্বিগুণ করেছে।

রাহুল গান্ধীর টুইট

হিন্দি বলয়ের দুই অতি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য ছত্তিশগড় এবং রাজস্থানে ক্ষমতাচ্যুত হওয়া এবং মধ্যপ্রদেশে ক্ষমতায় ফিরতে না পারা কংগ্রেসের কাছে একটা বড় ধাক্কা।

দলের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী বোন প্রিয়াঙ্কা গান্ধীকে সঙ্গে নিয়ে সব রাজ্যেই প্রচারে গিয়েছিলেন। যদিও সব রাজ্যেই কংগ্রেসের স্থানীয় নেতারাই মূল প্রচার চালিয়েছেন, বিজেপির মতো কেন্দ্রীয় নেতাদের চেহারা তারা সামনে আনেন নি।

ভোটের ফলাফল বেরনোর পরে রাহুল গান্ধী টুইট করেছেন, 'নম্রভাবে' তারা জনগণের রায় গ্রহণ করেছেন আদর্শের লড়াই অব্যাহত থাকবে, বলে তিনি এক্স এ পোস্ট করেছেন।

প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি তেলেঙ্গানার ভোটারদেরও ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি এও লিখেছেন, আমরা অবশ্যই 'প্রজালু (সাধারণ মানুষের) তেলেঙ্গানা' তৈরির প্রতিশ্রুতি পূরণ করব।

হিন্দুত্ব ছিল সব দলেরই এজেন্ডা

রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় আর তেলেঙ্গানা - এই চার রাজ্যেই হিন্দুত্ব একটা প্রধান এজেন্ডা ছিল। যে হিন্দুত্ব এতদিন বিজেপির একচেটিয়া দখলে ছিল, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ছত্তিশগড়ে কংগ্রেস এবং তেলেঙ্গানায় ভারত রাষ্ট্র সমিতি - সব কটি রাজ্যেই হিন্দুত্বের রাজনীতির প্রচার প্রসার ঘটেছে সরকারি অর্থানুকূল্যে।

এই হিন্দুত্বের প্রচার, হিন্দু তীর্থক্ষেত্রগুলির সংস্কারে রাজস্থান, ছত্তিশগড় আর তেলেঙ্গানায় কোটি কোটি টাকা সরকারি তহবিল থেকেই ব্যয় করা হয়েছে গত কয়েক বছর ধরে।

আর মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেসও সেখানে তাদের নেতা কমল নাথের ব্যক্তিগত উদ্যোগে এই হিন্দুত্বের প্রচার করে গেছেন গত সাড়ে তিন বছর ধরে।

বিবিসির মধ্যভারত সংবাদদাতা সলমান রভি সম্প্রতি বলছিলেন, ছত্তিশগড় আর মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেস বিজেপির কাছ থেকে হিন্দুত্বের এজেন্ডা কেড়ে নিয়েছে বলা চলে।

ছত্তিশগড়ে মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল 'রাম বন গমন পথ', অর্থাৎ যে পথে রামচন্দ্র বনবাসে গিয়েছিলেন বলে মনে করা হয়, তার ব্যাপক সংস্কার করিয়েছেন ১৬২ কোটি টাকা ব্যয় করে।''

আবার রামচন্দ্রের মা, কৌশল্যার একমাত্র যে মন্দির আছে ভারতে, সেটাও ছত্তিশগড়েই। তার সংস্কার করেছেন কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী। সেটার উদ্বোধন করতে মুখ্যমন্ত্রী নিয়ে এসেছিলেন আরএসএস প্রধান মোহন ভগবতকে।

অন্যদিকে মধ্যপ্রদেশের প্রধান কংগ্রেস নেতা কমল নাথ, যিনি দেড় বছরের জন্য মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তিনিও ব্যাপকভাবে হিন্দুত্বের প্রচার করছেন, বলছিলেন মি. রভি।

মি. কমল নাথ তার নিজের ভোটকেন্দ্র ছিন্দওয়াড়াতে মধ্যভারতের সবথেকে বড় হনুমান মূর্তি স্থাপন করেছেন সম্পূর্ণ নিজের অর্থ দিয়ে।

রাজধানী ভোপালের কংগ্রেস দপ্তরে রামনবমী উদযাপিত হয়। আবার কপালে টিকা দিয়ে হিন্দুত্ববাদী নেতাদের মতই তিনি ভোটের প্রচার করেছেন।

রাজস্থানে পুষ্কর বৈষ্ণোদেবী মন্দিরের সংস্কার করছে সেখানকার কংগ্রেস সরকার, তারা ২৬টা বৈদিক স্কুল চালায় সরকারি টাকা দিয়ে। ওই বিদ্যালয়গুলি সবই কোনও না কোনও মন্দির পরিসরে গড়া হয়েছে।

তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও ও হিন্দু দেবদেবীদের মন্দির সংস্কারের জন্য বহু কোটি টাকা সরকারি তহবিল থেকে বরাদ্দ করেছেন।

উত্তর, মধ্য ভারতে হিন্দুত্বের জয়, দক্ষিণে হার

এবারের নির্বাচনে যেহেতু সব রাজ্যেই হিন্দুত্ব একটা এজেন্ডা থেকেছে সব দলের কাছেই, তাই এই ফলাফলও হিন্দুত্বের রাজনীতির জয় পরাজয় ঠিক করেছে। যদিও উত্তর ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের ফলাফল সম্পূর্ণ বিপরীত হয়েছে।

নির্বাচন বিশ্লেষক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক সব্যসাচী বসুরায়চৌধুরী ব্যাখ্যা করছিলেন, উত্তর ভারতের তিনটি রাজ্যে বিজেপির রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং প্রধানমন্ত্রীর জনসম্মোহিনী ক্ষমতা, সেটাকে কাজে লাগিয়েই তারা এখানে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখতে পেরেছে।

উল্টোদিকে তেলেঙ্গানায় ভারত রাষ্ট্র সমিতি যেভাবে রাজ্য চালাচ্ছিলেন, সেটা যে মানুষ মেনে নেয় নি, তারা বিকল্প বেছে নিয়েছে। এখানে বিজেপিও ব্যর্থ হয়েছে।

তেলেঙ্গানার ফল থেকে আরও একটা বিষয় উঠে আসছে, দক্ষিণ ভারতে বিজেপি কিন্তু কোথাও দাঁত ফোটাতে পারল না। এর আগে কর্ণাটকে তারা পরাজিত হয়েছে, এবার তেলেঙ্গানাতেও পারল না।

হিন্দি বলয় এবং অহিন্দিভাষী দক্ষিণ ভারতীয় রাজ্যগুলোর মধ্যে একটা স্পষ্ট মেরুকরণ দেখা যাচ্ছে, বলছিলেন সব্যসাচী বসুরায়চৌধুরী।

লোকসভা নির্বাচনে প্রভাব ফেলবে?

এই বিধানসভা নির্বাচনগুলিকে বলা হচ্ছে আগামী বছরের লোকসভা ভোটের আগে 'সেমিফাইনাল'।

তাই এই ভোটের ফলাফল পরের বছরের নির্বাচনেও প্রভাব ফেলবে বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

সবসময়েই লোকসভা ভোটের মাস ছয়েক আগে এই রাজ্যগুলির বিধানসভা নির্বাচন হয়ে থাকে। তবে এই রাজ্যগুলির ভোটের ফলাফল যে সবসময় পরের বছরের লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের ইঙ্গিত দেয়, তা নয়।

রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ আর ছত্তিশগড়ে ২০১৮ সালে কংগ্রেস জিতেছিল। কিন্তু ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে নরেন্দ্র মোদীই বিপুল ভোট পেয়ে ফিরে এসেছিলেন।

নির্বাচন বিশেষজ্ঞ সব্যসাচী বসুরায়চৌধুরী বলছিলেন, সম্প্রতি দেখা গেছে যে বিধানসভা নির্বাচনে মানুষ রাজ্যভিত্তিক ইস্যুগুলিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন, কিন্তু লোকসভা নির্বাচনের সময়ে তারা জাতীয়স্তরের কোনও দলের প্রতিই তাদের সমর্থন প্রকাশ করতে চান।

এবারে বিজেপির বিপ্রতীপে যে ইন্ডিয়া জোট তৈরি হয়েছে, তারা একটা স্বপ্ন দেখাতে বা সম্ভাবনা দেখাতে শুরু করলেও রবিবারের ফলাফলে এটা প্রমাণিত যে তারা বিশেষ কোনও প্রভাব ফেলতে পারে নি। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে অবস্থাটা পাল্টিয়ে ফেলতে পারবে, এমনটাও নয়, বলছিলেন মি. বসুরায়চৌধুরী।

সাময়িকী

বাঁশের যেসব উপকারিতার কথা জেনে রাখতে পারেন

বাঁশ। বাংলায় এই শব্দটাই বেশ সংবেদনশীল এবং নেতিবাচক উপমায় ব্যবহার হয়। তবে আপনি কি জানেন এই বাঁশ পরিবেশ রক্ষায় কতোটা ভূমিকা রাখছে? এর অর্থনৈতিক ও স্বাস্থ্য উপকারিতা কতোটা? টমাস আলভা এডিসন যে বৈদ্যুতিক বাতি আবিষ্কার করেছিলেন সেটার মধ্যেও কিন্তু বাঁশের ফিলামেন্ট ব্যবহার করা হয়েছিল। জেনে নিন বাঁশের এমন নানা উপকারিতার কথা।

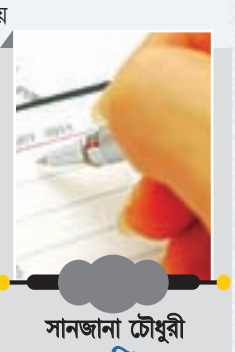

সানজানা চৌধুরী
প্রাবন্ধিক

বাঁশ কোনো গাছ নয়। এটি মূলত এক ধরণের ঘাস এবং চীর সবুজ বহু বর্ষজীবী উদ্ভিদ যা নাতিশীতোষ্ণ ও গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলে জন্মায়। পৃথিবীতে ৩০০ প্রজাতির বাঁশ রয়েছে, তার মধ্যে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইন্সটিটিউট ৩৩ প্রজাতির বাঁশ সংরক্ষণ করেছে। এরমধ্যে রয়েছে মুলি, তল্লা, আইক্কা, ছড়িসহ নানা প্রজাতির বাঁশ।

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার এক রিপোর্ট অনুযায়ী, বাঁশের প্রজাতি ও বৈচিত্র্যের দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বে অষ্টম অবস্থানে রয়েছে, প্রথম স্থানে আছে চীন। চীনের সভ্যতায় বাঁশকে শুভশক্তি ও সমৃদ্ধির প্রতীক হিসেবে ধরা হয়। একারণে চীনা সংস্কৃতির সর্বত্র রয়েছে বাঁশের ব্যবহার। তারা মনে করে বাঁশ নেগেটিভ এনার্জিকে প্রতিহত করতে পারে।

খাদ্য হিসেবেও বাঁশ ব্যবহৃত হচ্ছে। পুষ্টি উপাদান ও মুখরোচক স্বাদের জন্য পাহাড়ি অঞ্চলের মানুষের কাছে খাবার বাঁশ কোড়ল নামে পরিচিত। এর তৈরি স্যুপ, সালাদ, তরকারি বেশ জনপ্রিয়। সাধারণত বাঁশের অঙ্কুরোদগম হওয়ার পর চার থেকে ছয় ইঞ্চি পর্যন্ত যে কচি বাঁশ হয় সেটাই রান্না করে খাওয়া যায়।

আবার বাঁশ পাতা দুধ টাটকা রাখতে এবং চায়ের মধ্যে দিয়েও খাওয়া যায়। পুষ্টিবিদরা জানিয়েছেন, রান্না করা বাঁশে ফাইবার, প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, পটাসিয়াম, ভিটামিন ই, আয়রন পাওয়া যায় যা শরীরকে চাঙ্গা রাখে এবং রোগ প্রতিরোধ করে। খারাপ কোলেস্টেরল কমাতে বাঁশ হার্টের জন্য ভালো। ফাইবার থাকায় এটি কোষ্ঠকাঠিন্যে উপশম দেয় এবং হজমশক্তি বাড়ায়। এটি খাওয়ার পর দীর্ঘক্ষণ ক্ষুধা লাগে না ফলে ওজন কমাতে কার্যকর ভূমিকা রাখে। তবে বাঁশ কাঁচা বা বাসি অবস্থায় খাওয়া যাবে না কারণ এতে পেটে সমস্যা হতে পারে। বাঁশের কোড়ল সূর্যালোক থেকে দূরে ঠান্ডা জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে। আবার বাঁশের পাতা উত্তম গোখাদ্য।

প্রকৃতি পরিবেশ ও প্রাণ রক্ষায় বিশেষ করে, দুর্যোগ মোকাবেলা, পাহাড় ধস, ভূমি ক্ষয়, নদী ভাঙ্গন রোধসহ জীববৈচিত্র্য রক্ষায় বাঁশের ভূমিকা বলে শেষ করা যাবে না। ওয়ার্ল্ড ব্যাম্বু অর্গানাইজেশনের তথ্যমতে, বাঁশ অন্যান্য গাছগাছালির চেয়ে বেশি অক্সিজেন উৎপাদন করে আর বেশি মাত্রায় কার্বনডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে। ফলে বাতাস বিশুদ্ধ থাকে। বলা হয় বাঁশঝাড় আশেপাশের তাপমাত্রাকে চার ডিগ্রি পর্যন্ত ঠান্ডা রাখতে সক্ষম। ফলে এটা অনেকটা প্রাকৃতিক এয়ার কন্ডিশনার হিসাবে কাজ করে। এছাড়া তীব্র রোদ থেকে লম্বা লম্বা বাঁশঝাড় ছায়াও দিয়ে রাখে।

বাঁশ গাছের শেকড় ছড়ানো থাকায় এটি মাটি ভাঙন রোধ করে, মাটির ঢালকে মজবুত করে, ফলে পাহাড় ধস ঠেকানো যায়, ভারী ধাতু শোষণ করে মাটির ক্ষয় রোধ করে, বিভিন্ন বন্যপ্রাণী আশ্রয় নিতে পারে। এক কথায় জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব ঠেকাতে বাঁশের গুরুত্ব রয়েছে।

বছরে শুকনো বাঁশের চাহিদা অন্তত ১০ লাখ টন।

এরমধ্যে নির্মাণকাজে সবচেয়ে বেশি বাঁশের প্রয়োজন। চাহিদা থাকায় চাঁদপুর, সিলেট ও কুমিল্লাসহ বিভিন্ন জেলায় বাঁশের বাণিজ্যিক আবাদ হচ্ছে।

বাংলাদেশের গ্রামে উন্নত বাড়িঘর নির্মাণে বাঁশ বেশ টেকসই উপাদান। বিশেষ করে কাঁচা বাড়ির ভিত দেয়াল ও ছাদ তৈরিতে বাঁশের পাটাতন ও ফ্রেম ব্যবহার হয়। বাঁশের পাতায় ঘরের ছাউনি হয়। আবার পাহাড়ি এলাকায় বাঁশ দিয়েই তোলা হয় মাচার ঘর। গ্রামের লোকজন ছোট খাল পার হতে স্বেচ্ছাশ্রমে বাঁশ দিয়ে সেতু বানিয়ে থাকেন। কারণ অল্প টাকায় এর চাইতে মজবুত ও টেকসই সেতু গড়া সম্ভব না। এছাড়া বেড়া তুলতে বা বন্যার সময় আশ্রয়ের জন্য মজবুত মাচা তুলতেও বাঁশ লাগে। ঝড়ঝঞ্ঝা থেকেও বসতঘরকে রক্ষা করে বাঁশ। এ কারণে গ্রামে বসতবাড়ির পাশে বাঁশঝাড় দেখা যায়। জাপানে প্রচুর বাঁশের ঘর দেখা যায়। কারণ এসব ঘর ভূমিকম্প সহনীয়।

জানা অজানা

মাতাজী আশ্রমে ট্রাস্টি,কমিটি ও ভক্তদের বৈঠক সম্পন্ন

বৈঠকে কল্পতরু দিবস,সারদা জয়ন্তী,সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, বিবেকানন্দ জয়ন্তী ও রামকৃষ্ণ জয়ন্তী সহ বার্ষিক উৎসব ধুমধামের সাথে পালন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো

মাতাজী আশ্রম হাতাতে বিগত ৩রা ডিসেম্বর ৩০২৩ আশ্রমের ট্রাস্টি,সঞ্চালন সমিতি ও ভক্তদের মধ্যে একটি জরুরি বৈঠক হলো।বৈঠকটির সভাপতিত্ব করলেন আশ্রমের প্রবীণ ট্রাস্টি হীরালাল দে।আশ্রমের সেক্রেটারি রাজকুমার সাহু সবাই কে স্বাগত জানালেন।বৈঠকে সর্ব সম্মতি তে পয়লা জানুয়ারী তে বেলা দুটো থেকে কল্পতরু দিবস,তিন জানুয়ারী ২০২৪ তে সারদা মায়ের ১৭১ তম জন্ম জয়ন্তী,সাত জানুয়ারী ২০২৪ তে বেলা একটা থেকে বিদ্যালয় স্তরিয় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা,১২ জানুয়ারী ২০২৪ এ বিবেকানন্দ জয়ন্তী সহ যুব দিবস পালন করা হবে।এ ছাড়াও আগামী ১৭ মার্চ ২০২৪ থেকে ২০ শে মার্চ ২০২৪ চারদিন ব্যাপী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ১৮৯ তম শুভ জন্ম জয়ন্তী সহ বার্ষিক উৎসব বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ধুমধামের সাথে পালন করা হবে।এ ছাড়াও বৈঠকে আশ্রমের বিভিন্ন সমস্যা ও বিকাশ সম্বন্ধেও আলোচনা করা হলো।বৈঠকের শেষে আশ্রমের সভাপতি কৃষ্ণ পদ মণ্ডল সবাই কে ধন্যবাদ জানালেন।বৈঠক টিকে সঞ্চালন করলেন আশ্রমের সঞ্চালক সুনীল কুমার দে।বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন নারায়ণ চ্যাটার্জি,কমল কান্তি ঘোষ,তড়িৎ মণ্ডল,মোহিতোষ মণ্ডল,লোচনা মণ্ডল,সন্তোষ মণ্ডল,দুটো রানী মণ্ডল,অঞ্জলি মণ্ডল,সুবোধ মণ্ডল,সহদেব মণ্ডল,জয়দেব মুখার্জি,মেনকা সরদার,সঞ্জয় সাহু,শক্তি পদ রজক,স্বপন সাহু,ভানু রানা,মহেশ বিয়ানী,বীরেন মণ্ডল,জুলি মণ্ডল, অঞ্জলি মণ্ডল,ভীম ভট্টাচার্য্য,অশোক ভট্টাচার্য্য,মধু সুদন ভট্টাচার্য্য,সুধাংশু শেখর মিশ্র,সূর্য্য শঙ্কর কর,কৃষ্ণ পদ মণ্ডল,সঞ্জীব সাহু, রবীন্দ্র নাথ দাস,রাজ কুমার সাহু আদি উপস্থিত ছিলেন।

পাঠকের চিঠি

মালী হয়ে এসেছ মন,মালিক হয়ো না

বাউল গানে আছে, মালী হয়ে এসেছ মন,মালিক হয়ো না,ও ভাই মালিক আছে একজনা। অর্থাৎ আমরা সবাই এই পৃথিবীতে মালী হয়ে অর্থাৎ সেবক হয়ে এসেছি,মালিক হয়ে নয়।মালিক বলতে কেবল ভগবান কেই বোঝায় আর কাউকে নয়।কিন্তু এই সত্য টা ভুলে আমরা মায়া মুগ্ধ জীব নিজেদের কে মালিক বলে মনে করি,প্রচার করি ও জীবনে দুঃখ,কষ্ট,ব্যথা বেদনা পাই আর অহংকারের ঝুলি ভরাই।আমরা সবাই কম বেশি মালিক হতে চাই।সে ঘরে হউক,সভা, সমিতি,ক্লাবে হউক অথবা মঠ, মন্দির ও আশ্রমে হোক।আমরা সবাই চাই আমাকে সবাই মালিক বলে মানুক,আমার কথায় সবাই চলুক,আমি যা বলবো তাই যেন হয় ইত্যাদি।এতে ধীরে ধীরে ঘরে হউক অথবা বাইরে হউক ভাঙন ধরতে শুরু করে,মন মালিন্য হয়,বিভাজন হয়,দলাদলি শুরু হয়,গুট বাজি শুরু হয়,রাজনীতি হয়।ফলে ক্ষতি হয় পরিবারের,সমিতির,মঠের ও আশ্রমের।তাই কবি বলেছেন,, গুনেতে হইলে বড়,বড় বলে সবে, বড় যদি হতে চাও ছোটো হও তবে।আপনারে বড় বলে বড় সেই নয়,লোকে যারে বড় বলে বড় সেই হয়।মালিক হতে গেলে অনেক কিছু গুন দরকার হয় যেমন,,প্রথমত সবাই কে ভালো বাসতে হতে,সবাইকে এক নজরে দেখতে হবে,কাউ কে কালো গরা করা চলবে না,সবাইকে নিয়ে চলতে হবে,সবাই কে খুশি করার চেষ্টা করতে হবে,ধর্য্যবান হতে হবে,ক্ষমাশীল হতে হবে,অপ্রিয় কথা বলা চলবে না,কথায় কথায় রাগ করা চলবে না,মান, অভিমান ও অহংকার ত্যাগ করতে হবে,সম দর্শী হতে হবে প্রভৃতি।এত সব গুন থাকলে তবে সে মালিক হতে পারবে।তাই মালিক হওয়া খুবই কঠিন কাজ সেজন্য মালী হয়ে থাকা অনেক ভালো।সেবা ভাবনা নিয়ে কাজ করে যাও সব কিছু পাবে,প্রেম,ভালোবাসা,সম্মান,শ্রদ্ধা সব কিছু।তাই বাউলের সুরে সুর মিলিয়ে বলি,,মালী হয়ে এসেছ মন,মালিক হয়ো না,ও ভাই মালিক আছে একজনা।

সুনীল কুমার দে, পোটকা

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

এপিএসসি কেলেঙ্কারি সংক্রান্তে বিচারপতি বিপ্লব কুমার শর্মার প্রতিবেদনের ভিত্তিতে নিলম্বন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

নাম উল্লেখ করা প্রতিজনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ রাজ্যে সর্বাধিক চর্চিত বিষয় এপিএসসি কেলেঙ্কারি সংক্রান্তে ইতিমধ্যে তিনজন অফিসারকে গ্রেপ্তার করার পাশাপাশি ২১ জনকে নিলম্বন করা হয়েছে। এবার এক্ষেত্রে ফের মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন এপিএসসি কেলেঙ্কারি সংক্রান্তে বিচারপতি বিপ্লব কুমার শর্মার প্রতিবেদনের ভিত্তিতে নিলম্বন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। প্রতিবেদনে নাম উল্লেখ থাকা টাকার বিনিময়ে চাকরির নেওয়া প্রতিজনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

উল্লেখ্য এপিএসসি কেলেঙ্কারি সংক্রান্তে প্রাক্তন বিচারপতি বিপ্লব কুমার শর্মার প্রতিবেদনে উল্লেখ করা অনুযায়ী এসআইটি ৩৭ জন অফিসারের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। এই তালিকা অনুযায়ী ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজনকে তলব করে জেরা করা ছাড়াও তিনজন অফিসারকে গ্রেফতার করেছে এসআইটি। তাছাড়া এরই মধ্যে ১১ জন এপিএস, ৪ জন এপিএস সহ মোট ২১ জন অফিসারকে নিলম্বন করেছে রাজ্য সরকার। একই সঙ্গে হাইলাকান্দির এডিসি ত্রিদিব রয় এবং এবং যোরহাটের এডিসি আকাশী দুয়রাকে তলব করে এনে সাত ঘণ্টার থেকে বেশি সময় ধরে জেরা করে মুক্তি দিয়েছে এসআইটি। অন্যদিকে যোরহাট জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হিসাবে কর্মরত শাজাহান সরকার এবং ওদালগুরি জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হিসাবে কর্মরত ঐশ্বর্য জীবন বড়ুয়াকে ইতিমধ্যে গ্রেফতার করার পর সম্প্রতি পলাতক হিসেবে থেকে আত্মগোপন করা গোলাঘাটে নিযোগে অফিসার হিসাবে কর্মরত এসিএস রাকেশ দাসকে গুয়াহাটি মহানগরের ছয়মাইলের বনগাঁও থেকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে এসআইটি।

কেবিনেট বৈঠক, কেন্দ্রীয় অসম দিবস উদযাপন ইত্যাদি একাধিক সরকারি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য দুদিনের তিনসুকিয়া ডিব্রুগড় জেলা সফরে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। সেখানে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে এপিএসসি কেলেঙ্কারি সংক্রান্তে ফের একবার মুখ খুলেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন এই কেলেঙ্কারি সংক্রান্তে গঠিত বিচারপতি বিপ্লব কুমার শর্মা তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে উল্লেখ থাকা প্রতিটি নাম সম্পূর্ণভাবে খতিয়ে দেখা হয়েছে। অবশেষ প্রত্যেক নাম সম্পূর্ণভাবে খতিয়ে দেখার পর যারা এক্সট্রা নম্বর পেয়ে চাকরি পেয়েছেন তাদের নিলম্বন করা হয়েছে। তবে এর মধ্যে কিছু অফিসার রয়েছেন যারা এমনিতেই এপিএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতেন। ফলে স্বাভাবিকভাবে এটা একটা পৃথক বিষয়। তাছাড়া যারা এমনিতেই এসএসসি

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হতে না সেটা আরেকটি পৃথক বিষয় বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন এ এপিএসসি কেলেঙ্কারি সংক্রান্তে ভিন্ন ভিন্ন ক্যাটাগরি থাকার জন্য কারো বিরুদ্ধে অপরাধ মূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কারো বিরুদ্ধে চলছে বিভাগীয় তদন্ত। ফলে এক্ষেত্রে সরকার অধিক কঠোর হয়ে প্রযোজনীয় ব্যবস্থা নেবে বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। এমনকি ২০১৪ সালের আগে সংগঠিত যেকোনো দুর্নীতির ক্ষেত্রেও তদন্ত করতে প্রস্তুত রয়েছে সরকার। তবে যেহেতু ২০১৪ সালের আগে সংগঠিত যেকোনো ধরনের কেলেঙ্কারি সম্পর্কে কোনো ধরনের অভিযোগ নেই তাছাড়া এক্ষেত্রে কোনো ফরেন্সিক রিপোর্ট সরকারের হাতে নেই ফলে সেটার তদন্তের সম্ভাবনা কম বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। উল্লেখ্য এপিএসসি কেলেঙ্কারি সংক্রান্ত বিচারপতি বিপ্লব কুমার শর্মা কমিশনের প্রতিবেদন হাতে পাওয়ার পর টাকা নিয়ে চাকরি নেওয়া অফিসারদের তিনটি ক্যাটাগরি বানিয়ে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া শুরু করেছে রাজ্য সরকার। ফলে এরই ফলাফল হিসেবে কারো বিরুদ্ধে অপরাধমূলক ব্যবস্থা, কারো বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত এবং বিভিন্ন অফিসারকে ইতিমধ্যে নিলম্বন করা হয়েছে।

মাকুমে নির্মীয়মান তিনসুকিয়া চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় এবং হাসপাতালের ভবনের কাজের অগ্রবর্তী পরিদর্শন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

আগামী জুন থেকে ১০০ ছাত্রছাত্রীর মাধ্যমে পাঠদান শুরু করার পরিকল্পনা

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ তিনসুকিয়া জেলায় বসবাস করা প্রত্যেকের জন্য সুখবর। মাকুমে নির্মীয়মান তিনসুকিয়া চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় এবং হাসপাতালে পরবর্তী শিক্ষাবর্ষ অর্থাৎ আগামী ২০২৪ সালের জুন থেকে ১০০ জন ছাত্রছাত্রীর মাধ্যমে পাঠদান শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনসুকিয়া জেলার মাকুমে নির্মীয়মান তিনসুকিয়া চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় এবং হাসপাতালের ভবনের কাজের অগ্রবর্তী পরিদর্শন করেছেন তিনি। উল্লেখ্য দুদিনের তিনসুকিয়া ডিব্রুগড় জেলা সফরে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। মূলত কেবিনেট বৈঠক, কেন্দ্রীয় কেন্দ্রীয়ভাবে আযোজিত অসম দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি উজান অসম সফরে গেছেন। এরই অংশ হিসেবে শনিবার মাকুমে নির্মীয়মান তিনসুকিয়া চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় এবং হাসপাতালের ভবনের কাজের অগ্রবর্তী পরিদর্শন করেছেন তিনি। সেখানে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন ইতিমধ্যে ইন্ডিয়ান মেডিকেল কাউন্সিলের এই নির্মীয়মান তিনসুকিয়া চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় এবং হাসপাতালের অনুমোদনের জন্য আবেদন জানানো হয়েছে। চলিত বছরের ডিসেম্বর অথবা ২০২৪ সালের জানুয়ারী কিংবা ফেব্রুয়ারির মধ্যে ইন্ডিয়ান মেডিকেল কাউন্সিল থেকে এক্ষেত্রে অনুমোদন পাওয়া যাবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন তিনসুকিয়া চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় এবং হাসপাতালের জন্য আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই প্রফেসর অ্যাসিস্ট্যাঃট প্রফেসার অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর হিসাবে ৮৫ জন ডাক্তার নিযোগ করা হবে। ইতিমধ্যে এই মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ নিযুক্তি দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে এই হাসপাতালে ওপিডি শুরু হয়ে গেছে। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে আইপিডিও শুরু হয়ে যাবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। এদিকে হাসপাতালের নতুন ভবন পরিদর্শনকালে ঠিকাদারদের কাজে মুখ্যমন্ত্রী খানিকটা অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। এরপর নির্ধারিত সময়ে হাসপাতাল নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। এমনকি হাসপাতাল ভবন নির্মাণের কাজে জড়িত থাকা শ্রমিকদের সঙ্গেও হাসিমুখে মতবিনিময় করে সেলফি উঠিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। অন্যদিকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত জানান ইন্ডিয়ান মেডিকেল কাউন্সিল থেকে অনুমোদন পাওয়ার জন্য নূন্যতম ৩৩০ টি বিছানা যুক্ত হাসপাতাল হওয়া বাধ্যতামূল। তবে তিনসুকিয়া চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় এবং হাসপাতালে এর তুলনায় বেশি সংখ্যায় বিছানায় ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

জনতার তিনগুণ উৎসাহের ভোটে তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন নরেন্দ্র মোদি, চার রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের প্রতিক্রিয়া হিসেবে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

সনাতন সংস্কৃতি একদিন বিশ্বকে নেতৃত্ব দেবে, ফলাফল প্রকাশের আগে ফুর্তি করা উচিত নয়

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ ব্যাপক আত্মবিশ্বাসী মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। স্বয়ং প্রচার অভিযানে জড়িত থাকার পর তিনটি রাজ্যে বিজেপির সংখ্যাগরিষ্ঠ জয়লাভের পর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন তৃতীয়বার দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন নরেন্দ্র মোদি। লোকসভায় নির্বাচনে তিনগুণ উৎসাহে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির স্বপক্ষে ভোটাধিকার প্রযোগে করবেন সাধারণ জনতা। তাছাড়া সনাতন সংস্কৃতি একদিন বিশ্বকে নেতৃত্ব দেবে। কংগ্রেসকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন ফলাফল প্রকাশের আগে ফুর্তি করা উচিত নয়।

প্রসঙ্গত ৫ রাজ্যের নির্বাচনের ক্ষেত্রে মূলত চার রাজ্যে ব্যাপক নির্বাচনী প্রচারে অংশ নিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তবে এই চার রাজ্যের মধ্যে তেলেঙ্গানার তুলনায় ছত্রিশগড়, রাজস্থান এবং মধ্যপ্রদেশে অধিক পরিশ্রম করেছেন তিনি। তবে ছত্রিশগড়ে এক বিশেষ ভূমিকা নিয়ে ৩৩ টি নির্বাচনী প্রচার অভিযানের জনসভা, ২ টি রোড শো এবং তিনটি মনোনয়নপত্র দাখিলের কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ করেছেন তিনি। অবশেষে এই তিনটি রাজ্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে বিপুল জয়ের স্বাদ পেয়ে সেমিফাইনাল দখল করে নিয়েছে বিজেপি। গেরুয়া দলটি কংগ্রেস শাসিত রাজস্থান এবং ছত্রিশগড়ের দুর্গ দখল করতে সক্ষম হয়েছে। এমনকি তেলেঙ্গানায় পূর্বের তুলনায় ভালো ফলাফল প্রদর্শন করেছে বিজেপি। কিন্তু এর বিপরীতে কংগ্রেসকে শুধুমাত্র তেলেঙ্গানা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে।

অঘোষিত সেমিফাইনাল হিসেবে বহুল প্রচারিত পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনে তিনটি রাজ্যে বিজেপি শাসন ক্ষমতা দখল করার পর সাংবাদিকদের কাছে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। গুয়াহাটি মহানগরে আযোজিত এক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে তিনি বলেন তিনটি রাজ্যে বিজেপি চমকপ্রদ ভাবে জয়লাভ করেছে। এমনকি পূর্বের তুলনায় তেলেঙ্গানায় দলটি ভালো প্রদর্শন করেছে। সাধারণ জনতার এই বিপুল সমর্থনের জন্য তাদের প্রতি শির নত করে হৃদয়ের গভীর থেকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন এই নির্বাচনের ফলাফলে পুনরায় একবার প্রমাণ করলো যে ভারতের সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা আদর ভালবাসা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি তৃতীয়বার দেশে সরকার গঠন করবে সেটা এদিনের ফলাফলে পুনরায় প্রতিফলন ঘটিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

তবে সেমিফাইনাল হিসেবে এই নির্বাচনকে দেখা হলেও তিনি এইসব শব্দ ব্যবহার করবেন না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন

নির্বাচনে বিজেপির ভালো ফলাফল হয়েছে। পরবর্তীকালে বিজেপির আরো বেশি ভালো ফলাফল হবে। কংগ্রেসের বিজয় উৎসব পালন সংক্রান্তে প্রতীকের ব্যক্ত করে তিনি বলেন নির্বাচন কিংবা সাধারণ জনতার রায় সর্বদা শির নত করার মাধ্যমে স্বীকার করে নেওয়া উচিত। কারণ নির্বাচনে ভালো খারাপ দুটোই রয়েছে। তবে নির্বাচনের ফলাফলের আগে অনেক বেশি আনন্দ করা, অনেক বেশি ফুর্তি করা ঠিক কথা নয়। তবে কিছু ব্যক্তি এই রাস্তায় চলেন ফলে এক্ষেত্রে তার কিছু বলার নেই। তাছাড়া ২০২৪ পর্যন্ত হাতে মাত্র দুই মাস হয়েছে। অর্থাৎ ৬০ দিন। নামের শুধু মাত্র ২০২৪ বলা হচ্ছে কিন্তু মার্চের ২-৩ তারিখ হয়তো নির্বাচন ঘোষণা হয়ে যাবে। তার আগে শুধুমাত্র দুই তিন মাস অর্থাৎ ডিসেম্বর জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারি রয়েছে। লোকসভা নির্বাচন ঘিরে এবার প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হবে। নির্বাচনের প্রচার অভিযান শুরু হবে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন এদিনের ফলাফল এবং ২০২৪ সালের নির্বাচনের ফলাফলের ক্ষেত্রে অনেক পার্থক্য রয়েছে। এই নির্বাচনের ক্ষেত্রে সাধারণ জনতা যে উৎসাহে ভোট দিয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে তিন গুণ উৎসাহে তারা ভোট দেবেন। ফলে এদিনের নির্বাচনের ফলাফলে কংগ্রেস যেই আসন গুলো পেয়েছে সেটা ২০২৪ পর্যন্ত হাতছাড়া হয়ে যাবে। তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারত বিশ্ব গুরু হিসাবে স্থান পাবে। তাছাড়া সনাতন সংস্কৃতি একদিন বিশ্বকে নেতৃত্ব দেবে। এই বার্তা সাধারণ জনতা নির্বাচনের ফলাফল হিসেবে প্রকাশ করেছেন। ফলে লোকসভা নির্বাচনে লোকসভা সাধারণ জনতা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ৪০০ আসনের উপরে জয়লাভ করিয়ে তাকে তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসাবেন। কারণ ভারতবাসী শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর গ্যারাণ্টি কে বিশ্বাস করেন বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। তাছাড়া মিজোরামের দুটি আঞ্চলিক দলই বিজেপির সঙ্গে থাকবে বলে মিজোরামের নির্বাচনী ফলাফলের উপর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

টুকরো খবর

নারায়ণ প্রাইভেট আইটিআইএ শহীদ ক্ষুদিরাম বসু এবং ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের জন্মবার্ষিকী উদযাপন

জামশেদপুর (অনিশা গোরাই) ঃ নারায়ণ প্রাইভেট আইটিআই লুপুংডিহ চান্ডিলে মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী ক্ষুদিরাম বসু এবং স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের জন্মবার্ষিকী উদযাপন করা হল। এ উপলক্ষে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকশিক্ষার্থী, ননএকাডেমিক কর্মচারী ও শিক্ষার্থীরা দুই মহাপুরুষের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান। ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর জটাশঙ্কর পান্ডে বলেন যে ক্ষুদিরাম বসুকে মাত্র ১৮ বছর বয়সে ভারতের স্বাধীনতার জন্য ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। কিছু ইতিহাসবিদরা মনে করেন যে তিনি ছিলেন তার দেশের জন্য ফাঁসি হওয়া সবচেয়ে কনিষ্ঠ, অগ্নিদগ্ধ এবং তরুণ বিপ্লবী এবং একজন দেশপ্রেমিক। তার ভাষণে দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের জীবনী সম্পর্কে তিনি বলেন যে তিনি ভারতের জনগণের জন্য অনেক কল্যাণমূলক প্রকল্প চালু করেছিলেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ জয়দীপ পান্ডে, সুদীষ্ট কুমার, শান্তি রাম মাহাতো, কৃষ্ণ চন্দ্র মাহাতো, দেব কৃষ্ণ মাহাতো, অজয় কুমার মন্ডল, গৌরব মাহাতো প্রমুখ।

১০০ দিনের কাজের বকেয়া মেটানোর দাবিতে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিবাদ মিছিল

পুরুলিয়া (অনিশা গোরাই) ঃ উল্লেখ্য ১০০ দিনের কাজের বকেয়া সহ কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে সরব হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। এর আগে দিল্লিতে প্রতিবাদ মিছিল,কলকাতায় ধর্ণা মঞ্চ ছাড়াও এখন জেলা, ব্লক, তথা অঞ্চলে অঞ্চলে তৃণমূল কংগ্রেস ১০০ দিনের কাজের বকেয়া মেটানোর দাবিতে প্রতিবাদ মিছিল শুরু করেছে। সেই মতো রবিবার বাঘমুন্ডি ব্লক এলাকার তুন্তুড়ী সুইসা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ১০০ দিনের কাজের বকেয়া মেটানোর দাবিতে প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হলো। তিলকডী মোড় থেকে শুরু এই প্রতিবাদ মিছিল সুইসা ডেলি মার্কেট দিয়ে অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় সংগঠিত এই মিছিলে শতাধিক কর্মী সমর্থকরা যোগ দেয়। তবে বিশেষ ভাবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য যুব তৃণমূলের সহ সভাপতি তথা বাঘমুন্ডি বিধানসভার তৃণমূল বিধায়ক সুশান্ত মাহাতো, রাজ্য মহিলা তৃণমূলের সম্পাদিকা তথা জেলা পরিষদের খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ নমিতা সিং মুড়া, ব্লক মহিলা নেত্রী তথা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ ইন্দু মতি মাহাত, ব্লক ছাত্র পরিষদের সভাপতি নীতিশ পরামানিক, তুন্তুড়ী সুইসা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অষ্টমী কুইরি, তৃণমূলের জেলা কমিটির সদস্য যুগল চন্দ্র কুইরি, নারায়ণ চন্দ্র কুইরি, অঞ্চল সভাপতি মিহির কুইরি, সহ সভাপতি কিরণ কালিন্দী প্রমুখ।

২০২৪ সালে পুনরায় দেশের প্রধানমন্ত্রী হবেন নরেন্দ্র মোদি, চার রাজ্যের নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে এই মন্তব্য এআইইউডিএফ সভাপতি বদরুদ্দিন আজমলের

প্রত্যেক কংগ্রেস নেতাকে দল ত্যাগ করে বিজেপিতে যোগদানের আহ্বান, সভাপতি ভূপেন বরার কোন কাজ নেই

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ সারা দেশের প্রতি জন বিজেপির প্রতি জন নেতাকর্মীর এক কথা, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন নরেন্দ্র মোদি। তবে নিজের দলের নেতাকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখার বাসনা প্রত্যেকেরই থাকে। কিন্তু এবার বিজেপির র কট্টর বিরোধী এআইইউডিএফ সভাপতি বদরুদ্দিন আজমলের মুখে একই কথা শোনা গেল। তিনি বলেছেন ২০২৪ সালে পুনরায় দেশের প্রধানমন্ত্রী হবেন নরেন্দ্র মোদি। একই সঙ্গে আজমল প্রত্যেক কংগ্রেস নেতাকে দল ত্যাগ করে বিজেপিতে যোগদানের আহ্বান জানিয়েছেন। কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরার কোনো কাজ নেই বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। প্রসঙ্গত পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের মধ্যে চার রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ পেয়েছে। এই ফলাফলে ছত্রিশগড়, রাজস্থান এবং মধ্যপ্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে বিজেপি। অন্যদিকে রাজস্থান এবং ছত্রিশগড়ে ক্ষমতায় থাকলেও এই দুটি রাজ্য হারিয়ে কোনভাবে তেলেঙ্গানাতে জয় লাভ করতে সক্ষম হয়েছে কংগ্রেস। একইভাবে কংগ্রেস শাসিত রাজস্থান এবং ছত্রিশগড় নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে এসেছে বিজেপি। বিরোধীপক্ষ এ পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনকে সেমিফাইনাল বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। এবার এই সেমিফাইনাল রুপি নির্বাচনের ফলাফলের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন এআইইউডিএফ সভাপতি তথা সাংসদ মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল। সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে নির্বাচনের ফলাফলের প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন এআইইউডিএফ ইন্ডিয়া মিত্র জোটে রয়েছে। তবে অসমে বিরোধী পক্ষ কি মিত্র জোট গঠন করেছে সেটা তিনি জানেন না। তিনি এইসব বিষয় ভুলে গেছেন। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা বোমা বাজি ইত্যাদি ফাটানোর জন্য জোগাড় করে রেখেছিলেন। এবার তিনি কি করবেন বলে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল। তিনি বলেন যেটা হয়েছে অত্যন্ত খারাপ হয়েছে। তিনি অত্যন্ত ব্যথিত। এই নির্বাচনের ফলাফলে এটা সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে ২০২৪ সালে কে প্রধানমন্ত্রী হবেন এবং কোন দল শাসন ক্ষমতায় আসবে। রাজ্যের প্রদেশ কংগ্রেস যে লাফালাফি করছিল সেটা উড়ে গেছে। কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা রাজনৈতিক ব্যক্তি নয় বলে তিনি প্রথম থেকেই উল্লেখ করেছিলেন বলে, মন্তব্য করেন আজমল।তিনি বলেন এখনো সময় রয়েছে। সর্বভারতীয় কংগ্রেসের যদি মগজে বুদ্ধি থাকে তাহলে সভাপতি ভূপেন বরাকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া উচিত। তানাহলে অসমেও কংগ্রেস বরবাদ হয়ে যাবে। কংগ্রেস সাপ হয়ে যাবে। মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল বলেন এই ফলাফলের ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত। এই ধরনের ফলাফল বের হবে সেটা তিনি ভাবেননি। কল্পনাও করেননি। তিনি ভেবেছিলেন ন্যূনতম তিনটি রাজ্যে কংগ্রেস ক্ষমতায় ফিরবে। এটাই তার আশা ছিল। কিন্তু সেটা হয়ে ওঠেনি। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরার পলিসি সর্বভারতীয় পর্যায়ে ফেল হয়ে গেছে। ফলে তার অতি শীঘ্র পদত্যাগ করা উচিত। এই আহ্বান জানিয়ে যদি তাদের লজ্জা থাকে তাহলে সভাপতি ভূপেন বরা এবং তার টিম প্রত্যেকে মিলে একসঙ্গে পদত্যাগ করার প্রযোজনীয়তা রয়েছে। তাদের প্রত্যেকের কংগ্রেস ত্যাগ করা উচিত এবং বিজেপিতে যোগদান করা উচিত। কারণ সভাপতি ভূপেন বরা এবং তার টিম সব বিজেপির মানুষ। তারা হচ্ছেন বিজেপির এ টিম। ফলে আজই তাদের বিজেপি ত্যাগ করে কংগ্রেসের যোগদান করা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। এআইইউডিএফ সভাপতি বলেন সেমিফাইনালে যা হওয়ার হয়ে গেছে। তবে ২০২৪ সালে দিল্লিতে গিয়ে কি করা যায় সেটা দেখতে হবে। কিভাবে ইন্ডিয়া মিত্র জোট আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে জয়ী হতে পারে সেটার ক্ষেত্রে ভাবনা চিন্তা করতে হবে। কিন্তু একটি বিষয় পরিস্কার হয়ে গেছে যে নরেন্দ্র মোদি পুনরায় দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন। বিজেপি যে ফের ক্ষমতায় ফিরবে সেটার এক ধরনের ইঙ্গিত এদিনের নির্বাচনের ফলাফলে প্রকাশ পেয়ে গেছে। অন্যদিকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা সম্পর্কে সোনিয়া গান্ধীকে কিছু বলে লাভ নেই। যা বলার সেটা রাহুল গান্ধী কিংবা সর্বভারতীয় কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গেকে বলতে হয়। কংগ্রেস নেতৃত্ব অসমের বিষয় চিন্তা করা উচিত। তবে কংগ্রেসের থেকে অসম ইতিমধ্যে হাতছাড়া হয়ে গেছে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন এআইইউডিএফ সভাপতি তথা সাংসদ মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল।

ফুটবলের মাঠে নেমে এসেছিল 'আর্জেন্টাইন নাইটস'

কাতার ঃ সেই কবে ১৯৪০ সালে মুক্তি পেয়েছিল মার্কিন মিউজিক্যাল চলচ্চিত্র 'আর্জেন্টাইন নাইটস'। এরপর নানা সময়ে পৃথিবীর বুকে নেমেছে আর্জেন্টাইনদের রাত। এই তো গত বছর কাতারে ডিসেম্বরের এমন শীত শীত আবহে নেমেছিল অলৌকিক এক রাত। ৩৬ বছর পর আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপ জেতার পর স্বর্গীয় এক রাতের সাক্ষী হয়েছিল আর্জেন্টাইনরা। সেই রাতের মতো মাহাত্ম্যপূর্ণ না হলেও গতকাল রাতও ছিল আর্জেন্টাইনদের। ইউরোপের শীর্ষ লিগগুলোয় একাধিক রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে একই সঙ্গে জ্বলে উঠেছিলেন একাধিক আর্জেন্টাইন তারকা। যাঁদের গোল ও সহায়তা ভূমিকা রেখেছে দলের জয় কিংবা ম্যাচ বাঁচানোয়। কাতার বিশ্বকাপে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স আর্জেন্টাইন তরুণ এনজো ফার্নান্দেজের হাতে তুলে দিয়েছিল টুর্নামেন্টের সেরা তরুণ খেলোয়াড়ের পুরস্কার। এমন পারফরম্যান্সের পর বেনফিকার সঙ্গে রীতিমতো লড়াই করে তাঁকে কিনে এনেছিল চেলসি। প্রিমিয়ার লিগের সবচেয়ে দামি খেলোয়াড় হিসেবেই স্টামফোর্ড ব্রিজের ক্লাবটিতে আসেন এনজো। কিন্তু যে প্রত্যাশা নিয়ে এই তরুণকে চেলসি এনেছিল, সেটা যে পুরো মাত্রায় মাঠের পারফরম্যান্সে অনূদিত হয়েছে, এমনটা বলার সুযোগ নেই। ব্যক্তিগতভাবে মাঝমাঠে মাঝেমধ্যে প্রভাব রাখলেও দলের সামগ্রিক পারফরম্যান্সে সেটা তেমন কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি। গত মৌসুমে চেলসির ১২ নম্বরে থেকে শেষ করা এবং এবারের মৌসুমে এখন পর্যন্ত ১০ নম্বরে থাকা সেই প্রমাণই দেয়। এমনকি প্রিমিয়ার লিগে ৩০ ম্যাচ খেলার পরও ফার্নান্দেজের নামের পাশে ছিল না কোনো গোল। অবশেষে গতকাল ৩১তম লিগ ম্যাচে গিয়ে গোল পেয়ে যান এনজো। ব্রাইটনের বিপক্ষে ঘরের মাঠে ৩২ গোলের জয়ে জোড়া গোল করেছেন এই আর্জেন্টাইন। ১৭ মিনিটে গোল করা এনজো পেনাল্টি থেকে ব্যবধান দ্বিগুণ করেছেন ৬৫ মিনিটে। শুধু গোল করাতেই নয়, চেলসির মাঝমাঠ নিয়ন্ত্রণেও দারুণ ভূমিকা রেখেছিলেন এই মিডফিল্ডার। বিশ্বকাপ দিয়ে আলোচনায় আসা আর্জেংটাইন তারকাদের অন্যতম ছিলেন অ্যালেক্সিস ম্যাক আলিস্টার। বল পায়ে মিডফিল্ডে আর্জেন্টিনাকে দারুণ দৃঢ়তা দিয়েছিলেন এই তরুণ। বিশ্বকাপের পারফরম্যান্স দিয়ে লিওনেল মেসিরও দারুণ আস্থাভাজন হয়ে উঠেছিলেন ম্যাক আলিস্টার। ব্রাইটনেও তাঁর পারফরম্যান্স ছিল দারুণ। মিডফিল্ডের ঘাটতি মেটাতে তাঁর দিকেই হাত বাড়ান ইয়ুর্গেন ক্লপ। কিন্তু লিভারপুলের জার্সিতে শুরু থেকেই সংগ্রাম করেছেন ম্যাক আলিস্টার। কৌশলগত কারণে লিভারপুলে শুরু থেকেই ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার হিসেবে খেলতে হয়েছে ম্যাক আলিস্টারকে। কিন্তু অনভ্যস্ত পজিশনে খেলতে গিয়ে একরকম চাপেই পড়েছেন এই মিডফিল্ডার। গোলরক্ষক, সেন্টারব্যাক এবং ফুলব্যাকরা সব পাস শুধু ম্যাক অ্যালিস্টার দিকেই পাঠাতে শুরু করলেন। ম্যাচ বিল্ডআপে কিছু কিছু সময় ভালো ভূমিকা রাখলেও বেশির ভাগ সময় টাল হারাতে দেখা গেছে তাঁকে। পাশাপাশি মাঝমাঠে স্বভাবসুলভ সৃষ্টিশীল ভূমিকা রাখতেও ব্যর্থ হচ্ছিলেন ম্যাক আলিস্টার, যা ভুগিয়েছে লিভারপুলকেও। পরিবর্তিত এ ভূমিকার সঙ্গে মানিয়ে নিতে কষ্টের কথা জানিয়েছিলেন ম্যাক আলিস্টার নিজেও। পরবর্তী সময়ে অবশ্য ক্লপ তাঁকে ঠিকই 'নাম্বার এইট' হিসেবে মাঝমাঠে খেলার সুযোগ দেন। মানিয়ে নিতে সংগ্রাম করতে থাকা ম্যাক আলিস্টার এর মধ্যে পাননি গোলের দেখাও। অবশেষে গতকাল ফুলহামের বিপক্ষে বক্সের বাইরে থেকে দুর্দান্ত এক বুলেট শটে আদায় করে নেন প্রিমিয়ার লিগে নিজের প্রথম গোলটি, যা অ্যানফিল্ডের ক্লাবটির ৪-৩ ব্যবধানের জয়েও রেখেছে দারুণ অবদান। ম্যানচেস্টার সিটির মাঠে খেলা। টটেনহাম তখন পিছিয়ে ২-১ গোলে। এমন কঠিন পরিস্থিতিতে পিছিয়ে থাকা স্পার্সরা চেষ্টা করছে ম্যাচে ফেরার। তাদের সেই প্রচেষ্টাকে বাস্তবায়ন করেন জিওভানি লো সেলসো। চোটের কারণে গত বছর আর্জেংিটনার বিশ্বকাপ জয়ে সঙ্গী হতে পারেননি লো সেলসো। সেই বেদনাকে সঙ্গী করেই বাকি জীবন কাটাতে হবে তাঁকে। কিন্তু ফুটবল তো আর থেমে থাকে না। লো সেলসো সেসব ভুলে ফিরেছেন মাঠে। এবার আলোচনায় আসলেন দারুণ নৈপুণ্য দেখিয়ে। পরপর দুই ম্যাচে টটেনহামের হয়ে করলেন গোলও। প্রিমিয়ার লিগে মাত্র ৫ ম্যাচ খেলে ২ গোল পেয়েছেন এই মিডফিল্ডার। তাঁর গোলে ২-২ ব্যবধানে সমতায় ফেরা টটেনহাম পরে ম্যাচটা শেষ করে ৩-৩ সমতায়। এই ড্রয়ে নিজেদের সম্ভাবনা উজ্জ্বল রাখার পাশাপাশি সিটির শিরোপা স্বপ্নে বড় ধাক্কা দিতে সক্ষম হয়েছে টটেনহাম। খুব একটা সুযোগ না পেলেও পাওলো দিবালাও ছিলেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ের সঙ্গী। ইতালিয়ান ক্লাব এএস রোমার হয়ে দারুণ ছন্দেও আছেন এই ফরোয়ার্ড। টানা দুই ম্যাচে দুটি গোলের সঙ্গে দুটি সহায়তাও আছে তাঁর। দুটি ম্যাচেই জয় পেয়েছে রোমা। সর্বশেষ গতকাল সাসুলোর বিপক্ষে তাদের মাঠে রোমা জিতেছে ২-১ গোলে। শুরুতে পিছিয়ে পড়া দলকে পেনাল্টি গোলে ৭৬ মিনিটে সমতায় ফেরান দিবালা। পরের রাসমুস ক্রিস্টেনসেনের গোলটাও এসেছে তাঁর সহায়তা থেকে। এই জয়ে সেরা চারের অবস্থানটাও ভালোভাবে ধরে রেখেছে তারা। অন্যদিকে গোল না পেলেও সিটির আর্জেন্টাইন তারকা হুলিয়ান আলভারেজ দারুণ একটি অ্যাসিস্ট করেছেন টটেনহামের সঙ্গে ৩-৩ ড্রয়ের ম্যাচে। ৩১ মিনিটে ফিল ফোডেনের এগিয়ে দেওয়া গোলটি তাঁরই বানিয়ে দেওয়া।

এসে গেল মালিঙ্গা মিউজিক প্লাস

কোলম্বো, ঃ স্রেফ বোলিং অ্যাকশনের কারণেই খেলোয়াড়ি ক্যারিয়ারে অনেকের চেয়ে ব্যতিক্রম ছিলেন তিনি। যে ডেলিভারি অ্যাকশনকে 'স্লিঙ্গিং' বলা হয়। তবে শুধু ব্যতিক্রমী অ্যাকশন আর উইকেট নেওয়াতেই নিজের নাম সীমাবদ্ধ রাখেননি লাসিথ মালিঙ্গা।

টানা ইয়র্কার মারতে পারা এবং সংক্ষিপ্ত সংস্করণে কার্যকারিতায় নিজেকে তুলে নিয়েছেন সফল পেস বোলারদের অনন্য উচ্চতায়। মালিঙ্গা বিশেষভাবে আলাদা নেতৃত্বের সাফল্যেও। শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটে বিশ্বকাপ হাতে তোলা অধিনায়ক মাত্র দুজন অর্জুনা রানাতুঙ্গা (১৯৯৬ ওয়ানডে বিশ্বকাপ), আরেকজন মালিঙ্গা (২০১৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ)।

২০২০ সালে খেলা ছেড়ে দেওয়া সেই মালিঙ্গা এখন অন্যদের শেখান। কোচিং করান ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে। তবে ৪০ বছর বয়সী এই শ্রীলঙ্কানের জীবন এখন ক্রিকেট ছাড়িয়ে আরও বিস্তৃত। মালিঙ্গা এখন গীতিকারও!

গীতিকার মালিঙ্গার প্রথম দেখা মেলে গত আগস্টের শেষ দিকে। তাঁর ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ পায় তাঁরই লেখা গানের একটি মিউজিক ভিডিও। সিংহলিজ ভাষার 'পালামুয়ারাতা' শিরোনামে সেই গানে এক মডেলের সঙ্গে মালিঙ্গা নিজেই অংশ নেন। চ্যানেলটির বয়স দুই বছরের বেশি। কিছুদিন আগে আরেকটি চ্যানেল খুলেছেন মালিঙ্গা। এটির নাম মালিঙ্গা মিউজিক প্লাস। নামেই স্পষ্ট, গানের জন্যই এই চ্যানেল। গত ১০ দিনে এখানে ৩টি গান প্রকাশ পেয়েছে। তিনটিই মালিঙ্গার লেখা।

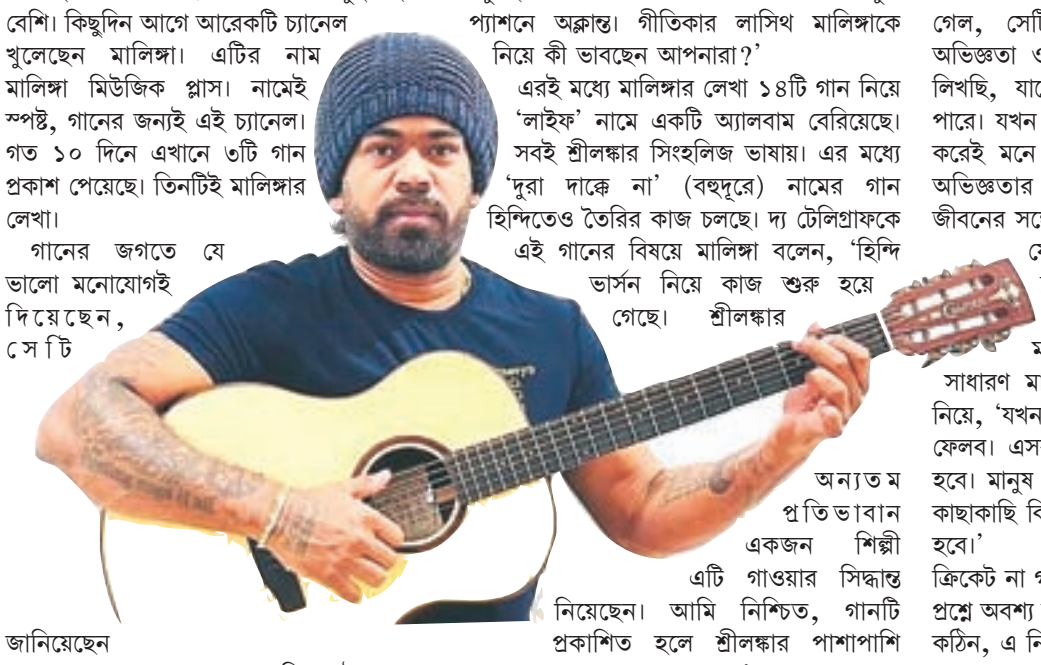

গানের জগতে যে ভালো মনোযোগই দিয়েছেন, সেটি জানিয়েছেন পেশাদারদের যোগাযোগমাধ্যম লিংকডইনের এক পোস্টে। গত সপ্তাহের ওই পোস্টে মালিঙ্গা লিখেছেন, 'প্রবল আবেগকে ধারণ করে ইয়র্কারে পটু হয়ে ওঠার যাত্রাটা দারুণ। এবার আমি নতুন প্যাশনে অক্লান্ত। গীতিকার লাসিথ মালিঙ্গাকে নিয়ে কী ভাবছেন আপনারা?'

এরই মধ্যে মালিঙ্গার লেখা ১৪টি গান নিয়ে 'লাইফ' নামে একটি অ্যালবাম বেরিয়েছে। সবই শ্রীলঙ্কার সিংহলিজ ভাষায়। এর মধ্যে 'দুরা দাক্কে না' (বহুদূরে) নামের গান হিন্দিতেও তৈরির কাজ চলছে। দ্য টেলিগ্রাফকে এই গানের বিষয়ে মালিঙ্গা বলেন, 'হিন্দি ভার্সন নিয়ে কাজ শুরু হয়ে গেছে। শ্রীলঙ্কার অন্যতম প্রতিভাবান একজন শিল্পী এটি গাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমি নিশ্চিত, গানটি প্রকাশিত হলে শ্রীলঙ্কার পাশাপাশি ভারতের মানুষও পছন্দ করবে।'

মালিঙ্গার মধ্যে গান লেখার ভাবনা এসেছে নিজের অভিজ্ঞতা নিয়ে বই লিখতে গিয়ে। বইয়ের লেখা কীভাবে তাঁকে গানের দিকে টেনে নিয়ে গেল, সেটি জানিয়েছেন এভাবে, 'আমার অভিজ্ঞতা ও বোলিং কৌশল নিয়ে একটা বই লিখছি, যাতে নবীন ফাস্ট বোলাররা শিখতে পারে। যখন বইটা নিয়ে কাজ করছি, তখন হুট করেই মনে হলো, মানুষ তো জীবনে অনেক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়। কিছু অভিজ্ঞতা জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। তো, এসবই লিখে ফেললাম গানে গানে।'

শুরুটা হুট করে হলেও এখন নাকি সুযোগ পেলেই গান লিখবেন মালিঙ্গা। গানের কথা আবর্তিত থাকে সাধারণ মানুষ ও তাঁদের জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে, 'যখনই সময় পাব, যা মনে আসবে লিখে ফেলব। এসব জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়েই লেখা হবে। মানুষ যখন আমার গানে তাদের জীবনের কাছাকাছি কিছু খুঁজে পাবে, ব্যাপারটা চমৎকারই হবে।'

ক্রিকেট না গান লেখা কোনটা বেশি কঠিন, এমন প্রশ্নে অবশ্য দ্বিধাহীন উত্তরই দিয়েছেন, 'ক্রিকেটই কঠিন, এ নিয়ে বিতর্কের সুযোগই নেই।'

গান লেখার পাশাপাশি মালিঙ্গা এখন 'মোটিভেশনাল স্পিকার' হিসেবেও সময় দিয়ে থাকেন।

ভারতের বিপক্ষে ওয়ানডে দলে নেই অধিনায়ক বাভুমা

কলকাতা ঃ অধিনায়ক টেম্বা বাভুমাকে বাদ রেখেই ভারতের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের দল ঘোষণা করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। বিশ্বকাপে প্রোটিয়াদের নেতৃত্ব দেওয়া বাভুমা নেই টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলেও। দুই সংস্করণেই দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়কত্ব করবেন মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান এইডেন মার্করাম।

তবে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি দলে না থাকলেও টেস্ট অধিনায়কত্ব বাভুমাই করবেন। ভারতের বিপক্ষে ঘরের মাঠে তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি এবং দুটি টেস্ট খেলবে দক্ষিণ আফ্রিকা।

ক্রিকেট সাউথ আফ্রিকার (সিএসএ) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ভারতের বিপক্ষে সাদা বল ক্রিকেটের দুই সিরিজে বাভুমা ও কাগিসো রাবাদাকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। দুজনই এ সময় টেস্ট সিরিজের প্রস্তুতিতে মনোযোগ দেবেন। বাভুমার টি-টোয়েন্টি দলে না থাকাটা আগে থেকেই অনুমেয়। এই সংস্করণে ছন্দহীনতার করণে আগেই নেতৃত্ব ছেড়ে দিয়েছেন তিনি। তবে ওয়ানডে সিরিজে না থাকাটা কিছুটা হলেও বিস্ময়কর।

গত মাসে ভারতে শেষ হওয়া ওয়ানডে বিশ্বকাপে বাভুমার নেতৃত্বে সেমিফাইনালে খেলেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। দল ভালো করলেও অধিনায়ক বাভুমার ব্যাটে ছিল রানখরা। ৮ ইনিংস ব্যাট করে মাত্র ১৮.১২ গড়ে ১৪৫ রান করেন তিনি। বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে এক থেকে ছয়ের মধ্যে ব্যাট করা ব্যাটসম্যানদের মধ্যে একমাত্র বাভুমাই কোনো অর্ধশতক করতে পারেননি।

এমন ব্যাটিং ব্যর্থতার বিশ্বকাপের পর ঠিক পরের সিরিজেই দলের বাইরে গেলেন বাভুমা। ডানহাতি এ ব্যাটসম্যান মাঠে ফিরবেন ২৬ ডিসেম্বর শুরু হতে যাওয়া টেস্ট সিরিজ দিয়ে। তার আগে দক্ষিণ আফ্রিকার ঘরোয়া ক্রিকেটে প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলবেন তিনি। টেস্টের জন্য প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলতে বলা হয়েছে রাবাদা, জেরাল্ড কোয়েৎিজ, মার্কো ইয়ানসেন, লুঙ্গি এনগিডিদেরও। কোয়েৎিজ, ইয়ানসেন ও এনগিডি সিরিজের প্রথম দুই টি-টোয়েন্টির পর দল ছেড়ে যাবেন।

টি-টোয়েন্টি সিরিজের ম্যাচ তিনটি অনুষ্ঠিত হবে ১০, ১২ ও ১৪ ডিসেম্বর। ১৭ ডিসেম্বর শুরু হওয়া ওয়ানডে সিরিজ শেষ হবে ২১ ডিসেম্বর।

তিন সিরিজের দক্ষিণ আফ্রিকা দল

ওয়ানডে দল ঃ এইডেন মার্করাম (অধিনায়ক), ওটনেইল বার্টম্যান, নান্দ্রে বার্গার, টনি ডি জোরজি, রিজা হেন্ডরিকস, আইনরিখ ক্লাসেন, কেশব মহারাজ, মিহলালি এমপোঙ্গোয়ানা, ডেভিড মিলার, উইয়ান মাল্ডার, আন্দিলে ফিকোয়াও, তাব্রেইজ শামসি, রেসি ফন ডার ডুসেন, কাইল ভেরেইনা ও লিজাড উইলিয়ামস।

টি-টোয়েন্টি দল ঃ এইডেন মার্করান (অধিনায়ক), ওতনেইল বার্টম্যান, ম্যাথিউ ব্রিজকে, নান্দ্রে বার্গার, জেরাল্ড কোয়েৎিজ (প্রথম দুই ম্যাচ), ডোনোভান ফেরেইরা, রিজা হেনড্রিকস, মার্কো ইয়ানসেন (প্রথম দুই ম্যাচ), আইনরিখ ক্লাসেন, কেশব মহারাজ, ডেভিড মিলার, লুঙ্গি এনগিডি (প্রথম দুই ম্যাচ), আন্দিলে ফিকোয়াও, তাব্রেইজ শামসি, ত্রিস্তান স্টাবস ও লিজাড উইলিয়ামস।

টেস্ট দল ঃ টেম্বা বাভুমা (অধিনায়ক), ডেভিড বেডিংহাম, নান্দ্রে বার্গার, জেরাল্ড কোয়েৎিজ, টনি ডি জোরজি, ডিন এলগার, মার্কো ইয়ানসেন, কেশব মহারাজ, এইডেন মার্করাম, উইয়ান মাল্ডার, লুঙ্গি এনগিডি, কিগান পিটারসেন, কাগিসো রাবাদা, ত্রিস্তান স্টাবস ও কাইল ভেরেইনা।

স্লিপ অ্যাপনিয়া : নাক ডাকা বা ঘুমের মধ্যে দম আটকে গেলে কী করবেন?

নয়াদিল্লি (ওয়েবডেস্ক): আপনার সঙ্গী হয়তো অভিযোগ করছেন যে আপনি রাতের বেলা ভীষণ নাক ডাকেন। ঘুমের মধ্যে আপনার হাসফাস লাগে। অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে ওঠার পরও দিনের বেলায় ঝিমুনি হয়। এসব সমস্যাকে হালকাভাবে না নিয়ে জানার চেষ্টা করুন আপনি স্লিপ অ্যাপনিয়ায় আক্রান্ত কিনা।

একজন পালমোনোলজিস্ট বা বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞ এ ব্যাপারে পরামর্শ দিতে পারবেন। বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখার কারণ হচ্ছে সঠিক সময়ে ব্যবস্থা না নিলে স্লিপ অ্যাপনিয়ার প্রভাবে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

স্লিপ অ্যাপনিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তি গাড়ি চালাতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটানো, চাকরি থেকে বরখাস্ত হওয়া এমনকি সঙ্গীর সাথে সম্পর্ক অবনতি হওয়ার মতো সমস্যায় পড়ে থাকেন।

তবে কেউ যদি রোগ শনাক্তের সাথে সাথে ব্যবস্থা নেন, তাহলে এই রোগ অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব।

স্লিপ অ্যাপনিয়া কী?

স্লিপ হল ঘুম এবং অ্যাপনিয়া বলতে মেডিকেলের ভাষায় শ্বাসরুদ্ধ হওয়া বোঝায়। সে হিসেবে স্লিপ অ্যাপনিয়া হচ্ছে ঘুমানোর সময় শ্বাসনালী কিছু সময়ের জন্য বন্ধ হয়ে যাওয়া।

শ্বাসনালী যতক্ষণ বন্ধ থাকে, রোগী নিশ্বাস নিতে পারেন না। এতে বাইরে থেকে বাতাসের মাধ্যমে অক্সিজেন শরীরে প্রবেশ করতে পারে না।

এতে মস্তিষ্ক, হার্ট বা অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিনের পর দিন কিছু সময়ের জন্য অক্সিজেনের ঘাটতির ফলে ধীরে ধীরে ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। যার প্রভাবে হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক, উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বেড়ে যায়। ব্রিটেনের জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের তথ্যমতে, ঘুমের সময় আমাদের ঘাড় ও গলার চারপাশের মাংসপেশি শিথিল হলে ভেতরের দিকে এলিয়ে পড়ে। এ কারণে ঘুমানোর সময় সবারই শ্বাসনালীর কিছুটা সংকোচন ঘটে।

যাদের পেশীর শিথিলতা অন্যদের চেয়ে বেশি, বিশেষ করে যারা স্থূলতায় ভুগছেন, তাদের শ্বাসনালীর সংকোচন অনেক বেশি হয়, যা শ্বাসনালীর পথ বন্ধ করে দিতে পারে।

শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সচল রাখতে অক্সিজেন খাদ্যের মতো কাজ করে। যখন অক্সিজেনের সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়, তখন মস্তিষ্ক সিগন্যাল দিয়ে রোগীকে জাগিয়ে তোলে, যেন তিনি নিশ্বাস নেন এবং তখন সংকুচিত শ্বাসনালী খুলে যায়।

এভাবে স্লিপ অ্যাপনিয়ায় আক্রান্ত রোগী বার বার জেগে ওঠেন। বার বার ঘুম ভাঙার কারণে তারা ক্লান্ত থাকেন, ফলে দিনের বেলায় ঝিমুতে থাকেন।

সুইডেনের এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, যাদের স্লিপ অ্যাপনিয়া আছে তাদের গাড়ি চালানোর সময় দুর্ঘটনায় পড়ার আশঙ্কা আড়াই গুণ বেশি। এছাড়া চাকরি থেকে বরখাস্ত হওয়ার হারও বেশি থাকে।

স্লিপ অ্যাপনিয়া হচ্ছে ঘুমানোর সময় শ্বাসনালী কিছু সময়ের জন্য বন্ধ হয়ে যাওয়া।

স্লিপ অ্যাপনিয়ার কিছু লক্ষণের কথা তো শুরুতেই বলছিলাম। জাতীয় নাক কান গলা ইন্সটিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ স্লিপ অ্যাপনিয়ার এমন কিছু লক্ষণের কথা জানিয়েছেন

অস্বাভাবিক নাক ডাকা। অস্বাভাবিক বলতে হঠাৎ জোরে ডাকছেন, আবার থেমে যাচ্ছে, তারপর আবার ভিন্ন স্বরে নাক ডাকছেন। এই ব্যাখ্যা আপনার সাথে যিনি ঘুমান, তিনি ভালো দিতে পারবেন।

মাঝে মাঝে ঘুমের মধ্যে দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার অনুভূতি হয়, বিশেষ করে চিত হয়ে ঘুমানোর সময় শ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। ঘুমের মধ্যে ঝাঁকুনি দিয়ে জেগে ওঠেন বা বসে পড়েন, কিছু সময়ের জন্য হৃৎস্পন্দন বেড়ে যায়।

অনেক সময় ঘুমানোর পরও ক্লান্ত লাগে, কাজ করতে গিয়ে বা গাড়ি চালাতে গিয়ে হুট করে ঘুমিয়ে পড়েন।

মেজাজ খিটখিটে থাকে।

কারও সাথে কথা বলতে ভালো লাগে না, অবসাদগ্রস্ত লাগে।

কাজে মনোযোগ দিতে পারেন না।

ভুলে যাওয়ার সমস্যা।

ওষুধ খেয়েও রক্তচাপ বা ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকছে না।

পা ম্যাজ ম্যাজ করা, মাথাব্যথা করা।

স্লিপ অ্যাপনিয়া পরীক্ষা

স্লিপ অ্যাপনিয়া আছে কিনা বুঝতে একজন বিশেষজ্ঞ রোগীর পূর্ণাঙ্গ স্লিপ স্টাডি বা পলিস মনোগ্রাফি করে থাকেন।

অর্থাৎ রোগী যখন ঘুমান, তখন তার চোখের মুভমেন্ট, নাক ডাকা, হার্ট রেট, ব্রেন ওয়েভ, মাসল টুইচিং, অক্সিজেন স্যাচুরেশন, এমন প্রায় ২০টি প্যারামিটার দেখা হয়। রোগী কতক্ষণ গভীরভাবে ঘুমিয়েছেন, কখন ঘুম পাতলা হয়ে গেছে বা জেগে উঠেছেন সেটির নোট নেয়া হয়।

এর মাধ্যমে চিকিৎসকরা বোঝার চেষ্টা করেন যে তার স্লিপ অ্যাপনিয়া আছে কিনা, থাকলে সেটি কোন পর্যায়ে রয়েছে।

এই স্লিপ স্টাডি হাসপাতাল বা রোগীর বাসা যেকোনো জায়গাতেই হতে পারে। সাধারণত বাংলাদেশের বড় বড় হাসপাতালগুলোয় স্লিপ স্টাডির সব ধরণের সুবিধা দেয়া আছে।

এই স্লিপ স্টাডি সাধারণত একজন নাককানগলা বিশেষজ্ঞ দেখে থাকেন।

চিকিৎসা

প্রাথমিক পর্যায়ের স্লিপ অ্যাপনিয়া ধরা পড়লে সেটি নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব।

তবে দীর্ঘদিন যদি এই সমস্যার সুরাহা করা না হয় তাহলে পরিস্থিতি জটিল আকার নেবে এবং শরীরের জরুরি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নষ্ট হওয়া শুরু হবে। এতে হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, কিডনি জটিলতা ও ডিপ্রেশনের ঝুঁকি বেড়ে যাবে যার প্রভাবে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

স্লিপ অ্যাপনিয়া জটিল আকার নিলে চিকিৎসকরা রোগীকে কন্টিনিউয়াস পজিটিভ এয়ারওয়ে প্রেশার বা সি প্যাপ নামে একটি যন্ত্রের সাহায্য নিতে বলেন।

এই যন্ত্রটি অনেকটা বক্সের মতো এবং এর সাথে মোটা পাইপের সংযোগ দিয়ে একটি মাস্ক বসানো থাকে। রোগীকে প্রতিবার ঘুমের সময় এই মাস্কটি পরতে হয়।

এই যন্ত্রটি মূলত ঘুমের মধ্যে রোগীর শ্বাসনালী খোলা রাখতে সাহায্য করে এবং অক্সিজেনের সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন রাখে।

ফলে শরীরের অঙ্গগুলোকে আর অক্সিজেনের ঘাটতিতে ভুগতে হয় না। এতে অনেক জটিল রোগের নিরাময় সম্ভব হয়।

তবে এই যন্ত্রটির ব্যবহার শুরুতে শুরুতে অস্বস্তিকর, যদিও পরে অভ্যাস হয়ে যায়।

নিয়ম হচ্ছে, প্রতিবার ঘুমের সময় এই যন্ত্র ব্যবহার করা। এমনকি ভ্রমণের সময়ও সাথে রাখা, অনেকটা চশমার মতো।

অনেকেই আছেন যারা স্লিপ অ্যাপনিয়া হলে কিছুদিন যন্ত্র ব্যবহারের পর তা ফেলে রাখেন। এমনটি করা যাবে না। তবে যারা সিপ্যাপ ব্যবহার করতে পারবেন না, তাদেরকে বিকল্প চিকিৎসা নিতে হয়। যেমন, গলার টনসিল বা নাকের পেশি বড় হয়ে গেলে তা অপারেশন করা। ম্যান্ডিবুলার অ্যাডভান্সমেন্ট ডিভাইস ম্যাড ব্যবহার। এটি মুখের নীচের চোয়ালকে সামনে এগিয়ে রাখতে দাঁতের চারপাশে বসানো এক ধরণের যন্ত্র, যা শ্বাসনালী খোলা রাখতে সাহায্য করে। তবে এই যন্ত্র ব্যবহারের কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে, যেমন চোয়াল, মাড়ি ও দাঁতে ব্যথা করা, মুখ শুকিয়ে যাওয়া।

লেজার অপারেশনের মাধ্যমে শ্বাসনালীর পরিধি বড় করাও একটি প্রক্রিয়া।

এছাড়া জীবনযাত্রায় কিছু পরিবর্তন আনলেও স্লিপ অ্যাপনিয়া অনেকটা নিয়ন্ত্রণে আসার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

যেমন, ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা, নিয়মিত ব্যায়াম করা, সুষম খাদ্যাভ্যাস, ডায়াবেটিসরক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা, ধূমপান ও মদপান পরিহার, কাত হয়ে ঘুমানো।

তবে ওজন কমালেই স্লিপ অ্যাপনিয়া চলে যাবে সেটা বলা যায় না এতে রোগটি মোকাবিলা করা, নিয়ন্ত্রণে রাখা আগের তুলনায় সহজ হবে এবং জটিলতা কমে যাবে।

নাক ডাকার সাথে স্লিপ অ্যাপনিয়ার সম্পর্ক

নাক ডাকা মানেই যে আপনার স্লিপ অ্যাপনিয়া আছে বিষয়টা তেমন নয়। তবে যাদের স্লিপ অ্যাপনিয়া আছে, তাদের বেশিরভাগের নাক ডাকার সমস্যা আছে।

শোয়ার সময় পেশী যখন শিথিল হয়, তখন শ্বাসনালীর টিউবটি সংকুচিত হয়ে যায়। এতে নিশ্বাস প্রশ্বাসের সময় হুইসেলের মতো শব্দ হয়। এটাকেই নাক ডাকা বলে।

যখন শ্বাসনালী বন্ধ হয়ে যায়, তখন নাক ডাকাও বন্ধ হয়ে যায়। আবার ব্রেন সিগন্যাল দেয়ার সাথে সাথে ঘুম ভেঙে যায় এবং রোগী শ্বাস নিতে থাকে।

শুধু নাক ডাকার চিকিৎসা আরো সহজ ও ভিন্ন হয়ে থাকে।

স্লিপ অ্যাপনিয়া কাদের হয়?

নারীপুরুষশিশুবৃদ্ধস্থূলকায় বা হালকা গড়নের মানুষ সবাই এই রোগে আক্রান্ত হতে পারেন।

তবে যাদের ওজন বেশি বা স্থূলতায় ভুগছেন, তাদের এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি। যাদের গলা ও ঘাড় চওড়া, জিহ্বা ভারী, তাদেরও আশঙ্কা বেশি থাকে। কেননা, এতে বেশি পরিমাণ পেশি শিথিল হয়ে শ্বাসনালী আটকে যায়।

গলায় টনসিল ফুলে গিয়ে এমনটা হতে পারে। শ্বাসনালী ও গলার সংযোগ স্থলে অনেক সময় মাংসপেশি ফুলে যায়, যেটাকে অ্যাডনয়েড বলা হয়। এছাড়া অনেক সময় নাকের ভেতরে মাংসপেশি বড় হয়ে যায়।

স্লিপ অ্যাপনিয়ায় নারীদের তুলনায় পুরুষরা বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকেন।

সাধারণত ৩৫ থেকে ৫০ বছর বয়সীদের মধ্যে এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি।

বংশে কোনো স্বজনের স্লিপ অ্যাপনিয়া থাকলে এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, যারা ধূমপান করেন তাদের স্লিপ অ্যাপনিয়ায় ভোগার হার তিন গুণ বেশি যেহেতু ধূমপায়ীদের গলার পেছনের মাংসপেশি ফুলে যায়, যা শ্বাসনালী আটকে দেয়। তাই ধূমপান ছাড়া জরুরি।

চিত হয়ে ঘুমানো, সেইসাথে যারা শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজেস বা সিওপিডিতে আক্রান্ত, তাদের স্লিপ অ্যাপনিয়ায় ভোগার ঝুঁকি থাকে।

টুকরো খবর

শিলিগুড়িতে ওষুধের দোকানের উপরে হোর্ডিংয়ের আড়ালে অবৈধ নির্মান ভেঙে দিল পুরনিগম

শিলিগুড়ি : শিলিগুড়িতে ওষুধের দোকানের উপরে হোর্ডিংয়ের আড়ালে অবৈধ নির্মান ভেঙে দিল পুরনিগম।অবৈধ নির্মানের বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান চলছে শিলিগুড়ি পুরনিগমের।মঙ্গলবার ফের শিলিগুড়ির ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে অভিযান চালিয়ে অবৈধ নির্মান ভেঙে দেওয়া হল।জানা গিয়েছে, শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের বিপরীতে একটি ওষুধের দোকানের ওপরে হোর্ডিং এর আড়ালে অবৈধ নির্মান করা হয়েছিল।বিষয়টি নজরে আসতেই দোকানের মালিককে তিনবার পুরনিগমের তরফে নোটিশ করা হয়।অভিযোগ, নোটিশ করার পরও অবৈধ নির্মান সরাননি মালিক।যে কারণে আজ পুরনিগমের তরফে অবৈধ নির্মান ভেঙে দেওয়া হয়।

শ্রম কোড বাতিল, ১০০ দিনের কাজ ২০০ দিন করা সহ একাধিক দাবিতে শিলিগুড়িতে মিছিল ও রাস্তা আটকে বিক্ষোভ দেখালো সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা এবং কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশন

শিলিগুড়ি– শ্রম কোড বাতিল, ১০০ দিনের কাজ ২০০ দিন করা সহ একাধিক দাবিতে শিলিগুড়িতে মিছিল ও রাস্তা আটকে বিক্ষোভ দেখালো সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা এবং কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশন। মঙ্গলবার শিলিগুড়ি মহানন্দা নদীর ব্রিজের সামনে থেকে মিছিল দিয়ে শুরু হয় এবং মিছিলটি শহরের মূল পথ পরিক্রমা করে শিলিগুড়ির প্রধান ডাকঘরের সামনে গিয়ে শেষ হয়। জানা গিয়েছে, এই দাবি নিয়ে সারাদিন জুড়ে তিন দিনের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। তারই অঙ্গ হিসেবে এ কর্মসূচি শিলিগুড়িতে গ্রহণ করা হয়। এদিন প্রধান ডাকঘরের সামনে রাস্তা আটকে বিক্ষোভ দেখায় বিক্ষোভকারীরা।

৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে ধাবার আড়ালে চলছিল বেআইনি পেট্রোল ও ডিজেল বিক্রির কারবার। আর সেই ধাবাতেই আচমকায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় তুমুল চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে পুরাতন মালদার কালুয়াদীঘীর চেঁচুমোড় এলাকায়

মালদা : ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে ধাবার আড়ালে চলছিল বেআইনি পেট্রোল ও ডিজেল বিক্রির কারবার। আর সেই ধাবাতেই আচমকায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় তুমুল চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে পুরাতন মালদার কালুয়াদীঘীর চেঁচুমোড় এলাকায়। মঙ্গলবার দুপুরে ধাবার রান্নাঘর থেকে মূলত আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়ে অন্যান্য ঘরগুলিতে। আর তাতেই ব্যাপক হইচই পড়ে যায় । ঘটনার খবর পেয়ে ওই এলাকায় মুহূর্তের মধ্যে এসে পৌঁছায় দমকলের একটি ইঞ্জিন। পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুরাতন মালদা থানার পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তারা।এই ঘটনায় আশেপাশের ব্যবসায়ী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগের ভিত্তিতে ধাবার মালিক অজয় সাহার খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ।কালুয়াদিঘী চেঁচুমোড় এলাকার একাংশ ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, পুরাতন মালদার কোর্ট স্টেশন এলাকায় রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের ডিপো। আর সেখানেই থেকে বিভিন্ন লরি যাতায়াতের সময় এই ধাবাতেই বেআইনিভাবে তেল কাটিং করা হয় । পরবর্তীতে ওই ধাবা থেকে সম্পূর্ণ সরকারি নিয়ম উলঙ্ঘন করে চলে পেট্রোল ও ডিজেল বিক্রি। দিনের পর দিন এই কর্মকাণ্ড চললেও স্থানীয় পুলিশ ও প্রশাসন কোনো কিছুই ব্যবস্থা নিচ্ছিল না। এদিনের এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পরেই নড়েচড়ে বসেছে পুলিশ এবং প্রশাসন। পুরাতন মালদার কালুয়াদীঘি এলাকার এক ব্যবসায়ী জয়দেব সরকারের অভিযোগ , দীর্ঘদিন ধরে ওই ধাবাতে রান্না করা খাওয়ার বিক্রির নামে বেআইনিভাবে পেট্রোল ডিজেল বিক্রি করা হচ্ছে। প্রচুর পরিমাণে ওই ধাবাতে পেট্রোল ও ডিজেল মজুত থাকার কারণেই এদিন হঠাৎ করে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটে। যদিও সময়ের মধ্যে দমকলের ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে । নইলে আশেপাশের এলাকায় বড় ধরনের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে যেতে পারতো। আমরা এর আগেও ওই ধাবার মালিকের বিরুদ্ধে পুলিশ ও প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানিয়েছিলাম। কিন্তু প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। বরঞ্চ সংশ্লিষ্ট ওই ধাবা কর্তৃপক্ষ আরও একটি নতুন ঘর তৈরি করে সেখান থেকেও বেআইনিভাবে পেট্রোল ও ডিজেল বিক্রি করছে । আমরা চাই অবিলম্বে এই বেআইনি কারবার বন্ধ করা হোক।যদিও এপ্রসঙ্গে ওই ধাবার মালিক অজয় সাহা কোনোরকম মন্তব্য করেন নি।এদিকে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পর কালুয়াদীঘির এলাকায় এসে পৌঁছায় পুরাতন মালদার ভিডিও সেঁজুতি পাল মাইতি। তিনি অবশ্য স্থানীয় বাসিন্দা এবং ব্যবসায়ীদের এই অভিযোগের কথা অস্বীকার করেছেন। পাল্টা বিডিওর বক্তব্য, ওই ধাবার ভোজ্য তেল থেকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটেছে। তবে কোনো হতাহতের খবর নেই। সময়ের মধ্যে দমকলের ইঞ্জিন চলে আসায় বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানো গিয়েছে। কিভাবে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটলো এবং এই ধাঁবাটি সরকারি নিয়ম মেনে চলছিল কিনা তা অবশ্যই তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের মাধ্যমে জৈব সার প্রক্রিয়ার কাজ শুরু করলো ব্লক প্রশাসন

মালদা : কেন্দ্র সরকারের স্বচ্ছ ভারত মিশন ও রাজ্য সরকারের মিশন নির্মল বাংলা উদ্যোগে গ্রাম বাংলার পরিবেশকে পরিস্কারপরিচ্ছন্ন রাখতে পচন ও অপচনশীল বর্জ্য পদার্থ গ্রাম থেকে সংগ্রহ করে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্লেন্টে নিয়ে গিয়ে জৈব সার সহ অন্যান্য প্রক্রিয়ার কাজ শুরু করলো হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নং ব্লক প্রশাসন।সোমবার দিন দুপুরে হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নং ব্লকের ভিঙ্গল গ্রাম পঞ্চায়েতের রামচন্দ্রপুর এলাকা থেকে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা বর্জ্য পদার্থ সংগ্রহ করে ই কার্ট আর মাধ্যমে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্লেন্টে নিয়ে গিয়ে জমা করে।এদিন হরিশ্চন্দ্রপুর ১নং ব্লকের যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক বিপ্লব কুমার ঘোষ,পঞ্চায়েত ডেভেলপমেঃট অফিসার বিল্টু সরকার, এক্সিকিউটিভ ওবায়দুল্লাহ চৌধুরী,প্রধান বর্ষা বসাক সহ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা গ্রামে ঘুরে ঘুরে পরিস্কারপরিচ্ছন্ন বিষয় নিয়ে গ্রামের মানুষের মধ্যে সচেতন মূলক প্রচার করেন।কর্মসূচিতে উপস্থিত হয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক বিপ্লব কুমার ঘোষ জানিয়েছেন,গ্রাম বাংলার পরিবেশকে পরিস্কারপরিচ্ছন্ন রাখতে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্লেন্টে তৈরি করা হয়েছে,আজকে তার বাস্তব রুপ দেওয়ার জন্য প্রশিক্ষন প্রাপ্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের নিয়ে বিভিন্ন এলাকা ঘুরে পচনশীল এবং অপচনশীল বর্জ্য পদার্থ সংগ্রহ করে ইকার্ট এর মাধ্যমে প্ল্যানটি নিয়ে গিয়ে জমা করে রাখা হবে। নিষিদ্ধ প্লাস্টিকের ওপরই বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।এদিন ভিঙ্গল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বর্ষা বসাক বলেন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের নিয়ে ভিঙ্গল অঞ্চলের রামচন্দ্রপুর থেকে পচনশীল এবং অপচনশীল বর্জ্য পদার্থ সংগ্রহ করে ভিঙ্গলে অঞ্চলের মহাশ্বেতা মাঠে জমা করার প্রক্রিয়ার শুভ সূচনা করা হলো।আমরা সবাই মিলে সাধারণ মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে জানালাম যে,বাড়ির বর্জ্য পদার্থ ফেলার জন্য নির্দিষ্ট জায়গা করা হয়েছে,সে সব স্থানে ফেলার জন্য অনুরোধ করি।এছাড়াও এদিন ভিঙ্গল গ্রামের বাসিন্দা মৃত্যুঞ্জয় দাস বলেন,স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা পাস্টিক সহ বাড়ির বর্জ্য পদার্থ সংগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছে এবং প্লেন্টে নিয়ে গিয়ে রিসাইক্লিং করা হবে।তবে এই ধরণের প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রাম দূষণ মুক্ত থাকবে এবং এই প্রকল্পের উদ্যোগতা দের ধন্যবাদ জানায়।

তবুও কেন বিএনপি হরতাল-অবরোধ চালিয়ে যাচ্ছে?

ঢাকা ঃ নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে দশম বারের মতো ৪৮ ঘণ্টার অবরোধ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বিরোধী দল বিএনপি। বুধবার সকাল ৬টা থেকে শুক্রবার সকাল ৬টা পর্যন্ত এই অবরোধ কর্মসূচি চলবে বলে জানিয়েছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্মমহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। গত এক মাসেরও বেশি সময় ধরে সারাদেশে হরতাল-অবরোধ কর্মসূচি পালন করে আসছে বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল বিএনপি। ২৮শে অক্টোবরের পর থেকে এ পর্যন্ত দলটি নয় দফায় অবরোধ ও হরতালের মতো কর্মসূচি পালন করেছে। কিন্তু দফায় দফায় ঘোষিত

এই কর্মসূচির শুরুর দিকে যতটা কার্যকরভাবে পালিত হতে দেখা যাচ্ছিলো, শেষ দু'দফায় তেমনটা দেখা যায়নি। কিন্তু তারপরও এই কর্মসূচি কেন চালিয়ে যাচ্ছে বিএনপি?' এমন প্রশ্ন উঠছে বিভিন্ন মহল থেকে। গত ২৮শে অক্টোবরের পর থেকে এখন পর্যন্ত মোট দশবার হরতাল-অবরোধ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বিএনপি। তাদের এই কর্মসূচির প্রথমদিকে ঢাকা ও ঢাকার বাইরের জেলাগুলোতে যান চলাচল কম দেখা যাচ্ছিলো। তখন দূরপাল্লার বাস যেমন বন্ধ ছিল, তেমন দোকান-পাটও কম খোলা হচ্ছিলো।

গাজার দক্ষিণে স্থল অভিযান শুরু, ৮০০ 'সন্ত্রাসী টানেল' পাওয়ার দাবি ইসরায়েলের

গাজা (এজেন্সী) ঃ রোববার সকালে খান ইউনিসের বেশ কয়েকটি এলাকার বাসিন্দাদের দ্রুত সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী।

তিন দিনের ভারী বোমাবর্ষণ শেষে এবার গাজার দক্ষিণাঞ্চলে স্থল অভিযান শুরু করেছে ইসরায়েলি সৈন্যরা। ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর রেডিওতে প্রচারিত প্রাথমিক খবরে নিশ্চিত করা হয়েছে যে বর্তমানে তারা খান ইউনিসের উত্তরে অভিযান চালাচ্ছে।

এছাড়া খান ইউনিস শহরের কাছাকাছি জায়গায় ইসরায়েলি একটি ট্যাঙ্কের ছবিও যাচাই করেছে বিবিসি।

ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনী আইডিএফের প্রধান দেশটির সৈন্যদের জানিয়েছেন যে, তারা দক্ষিণ গাজায় জোরালোভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে।

ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর গাজা ডিভিশনের অতিরিক্ত সৈন্যদের সাথে নিজেদের সামরিক লক্ষ্যের বিষয়ে কথা বলেন আইডিএফ প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল হারজি হালেভি। এ সময় হামাস কমান্ডারদের হত্যার বিষয়েও কথা বলছিলেন তিনি।

গাজা উপত্যকার উত্তরাঞ্চলে আমরা দৃঢ়তার সাথে জোরালোভাবে যুদ্ধ করেছি। এখন আমরা গাজা উপত্যকার দক্ষিণাঞ্চলেও একইভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছি,- বলেন ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রধান।

আইডিএফের একজন মুখপাত্রও পরে নিশ্চিত করেছেন যে, সন্ত্রাসীদের সাথে সম্মুখ যুদ্ধ চালিয় যাওয়া সহ পুরো গাজা উপত্যকা জুড়ে স্থল অভিযান সম্প্রসারণ অব্যাহত রেখেছে ইসরায়েল।

এদিকে, কাতারের মধ্যস্থতায় ইসরায়েল-গাজা যুদ্ধে যে এক সপ্তাহের বিরতি ঘোষণা করা হয়েছিল, সেটি গত শুক্রবার শেষ হয়।

এরপর গাজায় আবারও ব্যাপকভাবে বোমা হামলা শুরু করে ইসরায়েল, যেটিকে এখন পর্যন্ত হওয়া সবচেয়ে বড় হামলা হিসাবে বর্ণনা করেছেন খান ইউনিসের বাসিন্দাররা।

সাত দিনের যুদ্ধবিরতিতে হামাস ইসরায়েলি কারাগার থেকে ২৪০ জন ফিলিস্তিনিকে মুক্তি দিয়েছে। আর তার বিনিময়ে হামাস ১১০ জন জিম্মিকে মুক্তি দিয়েছে।

রোববার সকালে খান ইউনিসের বেশ কয়েকটি এলাকার বাসিন্দাদের দ্রুত সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী।

গাজার উত্তরাঞ্চলে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর হাজার হাজার উদ্বাস্তু দক্ষিণাঞ্চলে এসে আশ্রয় নেয়। এসব উদ্বাস্তুদের মধ্যেই হামাসের সদস্যরা লুকিয়ে রয়েছে বলে বিশ্বাস করে ইসরায়েল।

ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী এখন গাজার দক্ষিণাঞ্চলকে তাদের আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেছে।

যা বলছে জাতিসংঘ

গত কয়েকদিনে দক্ষিণাঞ্চলে যেভাবে হামলা চালানো হয়েছে এবং এর ফলে সেখানকার হাসপাতাল গুলোতে যে চিত্র দেখা গেছে, সেটি রীতিমত আতঙ্কের বলে বর্ণনা করেছেন জাতিসংঘের একজন কর্মকর্তা।

গাজার কোন হাসপাতালে আগে কখনও এমন অবস্থা দেখেননি বলে জানিয়েছেন তিনি। খান ইউনিসের নাসের মেডিকেল হাসপাতালকে যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে বর্ণনা করেছেন ইউনিসেফের কর্তকর্তা জেমস এল্ডার।

তবে, ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর একজন উপদেষ্টা অবশ্য বলেছেন যে, তাদের অভিযানে যেন বেসামরিক নাগরিকরা হতাহত না হন, সেজন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েল।

ইউনিসেফের কর্তকর্তা জেমস এল্ডার বিবিসিকে বলেন, নাসের হাসপাতালের কাছে তিনি ধারাবাহিকভাবে বড় বড় বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন।

গত কয়েক দিনের হামলায় শিশুদের অনেকেই গুরুতর আহত হয়েছে।

আহতদের মধ্যে অনেক শিশুর মাথায় আঘাত যেমন দেখা যাচ্ছে, তেমনি কারও কারও শরীর আগুনে খুব খারাপভাবে পুড়ে গেছে।

এই হাসপাতালটিতে আমি নিয়মিত যাই। সেখানে ভর্তি শিশুরা এখন আমাকে চেনে। শিশুদের পরিবারের সদস্যরাও আমাকে চেনে। তারা আমার হাত ধরে অনুনয়ের সুরে বলছে যে, দয়া করে আমাদের নিরাপদ কোথাও সরিয়ে নিয়ে যান। কিন্তু কোন জায়গাটা আসলে নিরাপদ বলেন?

তিনি আরও বলেন, এটা খুবই দুঃখজনক যে, তারা আমাকে এমন একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছে, যার একমাত্র উত্তর হচ্ছে ঃগাজার কোথাও নিরাপদ নয়।

ইসরায়েলের গত কয়েকদিনের টানা বোমা হামলায় ৫০০ জনেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছে বলে গাজায় হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়েছে।

আর এই যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা ১৫ হাজার ৫০০ ছাড়িয়েছে বলেও জানিয়েছেন তারা।

গাজায় অবস্থান করা ব্রিটিশ-ফিলিস্তিনি নাগরিক মোহাম্মদ গালায়নি বিবিসিকে বলেছেন যে, সেখানকার শহরের পরিস্থিতি ভয়াবহ রকম বিপর্যয়কর।

সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে তিনি বিবিসিকে ফোনে বলেছিলেন, মানুষ ৫০ দিন বা তারও বেশি সময় ধরে ইসরায়েলের নৃশংস আক্রমণ সহ্য করে চলেছে এবং জীবন ধারণের জন্য যা যা প্রয়োজন, যেমন - খাদ্য, জল, বিদ্যুৎ, স্যানিটেশন এবং বর্জ্য পরিষেবার অবস্থা খুবই নাজুক।

মি. গালায়নি একজন বায়ুদূষণ বিশেষজ্ঞ, যিনি যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টারে থাকেন। গত সাতই অক্টোবরের হামলার কিছুদিন আগে মাকে দেখতে তিন মাসের সফরে গাজায় এসেছিলেন তিনি। যুদ্ধ শুরু হওয়ায় এখন সেখানেই আটকো পড়ে আছেন মি. গালায়নি।

গত সাতই অক্টোবর দক্ষিণ ইসরায়েলে হামাসের হামলার পর গাজায উপত্যকায় হামলা শুরু করে ইসরায়েল। হামাসের হামলায় প্রায় ১২,০০ জন নিহত হন। এছাড়া ২৪০ জনকে জিম্মি করা হয়।

অন্যদিকে, শুক্রবার থেকে আবারও হামলা শুরু হওয়ার পর গাজা থেকে ইসরায়েলে নিয়মিত রকেট বোমা ছোড়া হচ্ছে বলে জানা গেছে।

শনিবার তেল আবিবের নিকটবর্তী হলন শহরের ২২ বছর বয়সী এক ব্যক্তি আহতও হয়েছেন, যাকে পরে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

অন্যদিকে, ইসরায়েলের নির্দেশের পর খান ইউনিসে আশ্রয় নেওয়া কয়েক লাখ মানুষের অনেকেই ইতিমধ্যে অন্যত্র সরে গেছেন।

জাতিসংঘের সর্বশেষ হিসেবে বলা হয়েছে যে, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর গাজায় প্রায় ১৮ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে।

বিবিসির সাথে কথা বলার সময়, জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক প্রধান ফিলিপ্পো গ্র্যান্ডি বলেছেন, গাজা উপত্যকায় ফিলিস্তিনিদের এমন একটি ছোট জায়গায় আরও বেশি করে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, যেটি ইতিমধ্যেই খুব ছোট।

অন্যদিকে, আইডিএফের অনলাইনে হামলার জন্য নির্ধারিত এলাকার মানচিত্র পোস্ট করা শুরু হয়েছে। সেখানে দাবি করা হয়েছে যে, গাজার সাধারণ নাগরিকদের সরে যেতে বলে বিমান থেকে লিফলেট ফেলা হয়েছে।

বিবিসির সাথে রোববার কথা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সিনিয়র উপদেষ্টা মার্ক রেগেভের। তিনি বলেছেন, বেসামরিক নাগরিকরা মোটেও তাদের হামলার লক্ষ্যবস্তু নয়।

কিন্তু হামাস যেহেতু ঐসব বেসামরিক এলাকায় আশ্রয় নিয়েছে, ফলে গাজার সাধারণ নাগরিকদের রক্ষা করা আরও কঠিন হয়ে পড়েছে।

গাজায় হামাসের ব্যবহৃত ৮০০টির মত সন্ত্রাসী টানেল পাওয়া গেছে বলে বলছে আইডিএফ। এর মধ্যে ৫০০টি ধ্বংস করা হয়েছে বলেও জানিয়েছে তারা।

আর যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর বিভিন্ন সন্ত্রাসী লক্ষ্যবস্তুতে প্রায় দশ হাজারের মত বিমান হামলা চালানো হয়েছে বলেও জানিয়েছে আইডিএফ।

অমিত শাহের ঘনিষ্ঠ ছত্তিশগড়ের খ্যাতিমান আইএএস অফিসার ওম প্রকাশ চৌধুরী 'মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিদ্বন্দ্বী'

গাজা ঃ 'মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিদ্বন্দ্বী' হওয়ার খ্যাতিমান আইএএস অফিসার - ছত্তিশগড়ের রায়গড়ে ৬৪,০০০ ভোটে জিতেছেন বিজেপির ওম প্রকাশ চৌধুরী। ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস (আইএএস) অফিসার থেকে পরিণত বিজেপি নেতা ওপি চৌধুরী ছত্তিশগড়ের রায়গড় আসনে জয়ী হয়েছেন, কংগ্রেসের প্রকাশ শক্রজিৎ নায়েককে ৬৪,০০০ ভোটে পরাজিত করেছেন।

চৌধুরী, অন্য অনগ্রসর শ্রেণীর (ওবিসি) নেতা এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রমন সিংকে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী পদের প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করা হচ্ছে, যা রাজ্যে সরকার গঠন করতে চলেছে। দলটি রাজ্যের ৯০টি আসনের মধ্যে ৫৪টি জিতেছে, অন্যদিকে কংগ্রেস ৩৫টি পেয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ঘনিষ্ঠ বলে বিবেচিত, চৌধুরী ২০১৮ সালে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন এবং সেই বছর রায়গড় জেলার খারসিয়া বিধানসভা আসন থেকে নির্বাচনে ব্যর্থ হয়েছিলেন। চৌধুরী কেবল আসন থেকে হেরে যাননি, বিজেপিও সেই বছর বিধানসভায় মাত্র ১৫ টি আসন পেতে সক্ষম হয়েছিল, কংগ্রেস ৯০ টি আসনের মধ্যে ৬৮ টি জিতেছিল এবং ভূপেশ বাঘেলের অধীনে সরকার গঠন করেছিল।

একজন প্রবীণ বিজেপি নেতা চৌধুরীকে একজন গতিশীল ব্যক্তি যিনি তার কাজে বিশ্বাস করেন বলে বর্ণনা করেছেন।

যদিও তিনি ২০১৮ সালের নির্বাচনে হেরে যান, তিনি হাল ছাড়েননি এবং কাজ চালিয়ে যান। তিনি এবার অন্য আসন থেকে মাঠে নেমে বিজয়ী হন। জনসাধারণের মধ্যে তার একটি ভাল ভাবমূর্তি রয়েছে এবং তিনি অবশ্যই মুখ্যমন্ত্রীর দৌড়ে রয়েছেন, নেতা বলেছিলেন।

চৌধুরী ২০০৫ ব্যাচের একজন ছত্তিশগড় ক্যাডার আইএএস অফিসার ছিলেন। শিক্ষামূলক উদ্যোগে তার কাজ তাকে ইউপিএ সরকারের অধীনে ২০১১-১২-এর জন্য প্রধানমন্ত্রীর এক্সিলেন্স ইন পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছিল। রমন সিংয়ের নির্দেশেই তাঁকে বিজেপিতে যোগদান করানো হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে ।

পেন্টাগনঃ লোহিত সাগরে যুক্তরাষ্ট্রের রণতরী এবং বাণিজ্য জাহাজের ওপর হামলা

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ যুক্তরাষ্ট্রের একটি রণতরী এবং একাধিক বাণিজ্য জাহাজের ওপর রবিবার লোহিত সাগরে হামলা হয়েছে বলে জানিয়েছে পেন্টাগন। মধ্যপ্রাচ্যে সম্প্রতি দফায় দফায় সামুদ্রিক হামলার ঘটনা ঘটেছে, যেগুলো ইসরাইল-হামাস যুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত বলে ধারনা করা হয়। রবিবারের ঘটনা সামুদ্রিক হামলার মাত্রা বৃদ্ধির ইংগিত দিচ্ছে। পেন্টাগন বলেছে, লোহিত সাগরে ইউএসএস কার্নি এবং বাণিজ্য জাহাজের ওপর হামলার খবর সম্পর্কে আমরা অবগত এবং এ ব্যাপারে তথ্য পেলে আমরা তা জানাবো। এর আগে ব্রিটিশ সামরিক বাহিনী বিস্তারিত না জানিয়ে বলেছে, লোহিত সাগরে ড্রোন হামলা এবং বিস্ফোরণ হয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। কোথা থেকে হামলা করা হয়, তা পেন্টাগন বলেনি। তবে লোহিত সাগরে ইরান সমর্থিত ইয়েমেনি হুথি বিদ্রোহীরা জাহাজের ওপর দফায় দফায় হামলা চালিয়েছে। তারা ইসরাইলকে লক্ষ্য করে ড্রোন এবং ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে একজন আমেরিকান কর্মকর্তা বলেন, ইয়েমেনের সানা সময় সকাল ১০টায় হামলা শুরু হয় এবং ৫ ঘন্টা ধরে চলে। আরেকজন আমেরিকান কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, সে সময় যুক্তরাষ্ট্রর যুদ্ধ জাহাজ কার্নি অন্তত একটি ড্রোন প্রতিহত করে। হুথিদের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো মন্তব্য করা হয়নি। তবে হুথি সেনার এক মুখপাত্র বলেন অচিরেই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি প্রকাশ করা হবে। সাগরে জাহাজের ওপর হামলা বাড়ছে যখন ইসরাইল-হামাস যুদ্ধ আঞ্চলিক পর্যায়ে আরও ছড়িয়ে পড়ার আশংকা তৈরি করেছে। গত কয়েকদিনের ইসরাইল-হামাস যুদ্ধবিরতি ভেঙ্গে পড়ায় এবং ইসরাইলের স্থল এবং বিমান হামলা আবার শুরু হওয়ায় সাগরে হামলা বাড়ার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে।

জনগণের আস্থা অর্জনে কংগ্রেসের ব্যর্থতাই বিজেপির জয়লাভ করতে সাহায্য করেছে

জামশেদপুর (অভিজিৎ রায়) ঃ সদ্য শেষ হওয়া বিধানসভা ভোটে উত্তর ভারতের তিনটি বৃহৎ রাজ্যে কংগ্রেসের পরাজয় বিজেপির জয়ের থেকেও বেশি, আগামী দিনে আলোচিত হবে। আসলে, এটা বললে ভুল হবে না যে, জনগণের আস্থা অর্জনে কংগ্রেসের ব্যর্থতাই বিজেপির জয়লাভ করতে সাহায্য করেছে। আগেরবার যেখানে তিনটি রাজ্যেই সরকার গড়েছিল কংগ্রেস, সেই তিনটি রাজ্যেই বাজিমাত করেছে গেরুয়া শিবির। মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান এবং ছত্তিশগড়ে জিতেছে। যা আগামী বছর লোকসভা নির্বাচনের আগে কংগ্রেসের কাছে 'ডবল' ধাক্কা। এক তো দল হিসেবে ভোটারদের কাছে প্রাসঙ্গিকতা কমল। আর বিরোধীদের ইন্ডিয়া জোটেও কমবে কংগ্রেসের গুরুত্ব। যদি হিন্দি বলয়ে কংগ্রেস জিতত, তাহলে কংগ্রেসের গুরুত্ব বাড়ত। একমাত্র সান্ত্বনা পুরস্কার হিসেবে তেলাঙ্গানায় ক্ষমতায় এসেছে কংগ্রেস। সম্ভাব্য উপসংহার হল কংগ্রেস সহ সকল বিরোধী গোষ্ঠীই উত্তর ভারতের ভোটারদের কাছে তাদের আবেদন রাখতে ব্যর্থ হয়েছে।

কর্ণাটক ও হিমাচল প্রদেশে শক্তিশালী জয়ের পর ভারতে কংগ্রেস বিরোধী জোটে শক্তিশালী স্তম্ভ হয়ে ওঠার পথে, এই পরাজয় তার বড় বাধা হয়ে দাঁড়াতে চলেছে। একই সময়ে, রাহুল গান্ধীও এই ফলাফলগুলির কারণে একটি বড় ক্ষতির সম্মুখীন হতে চলেছেন, যিনি গত বছর তাঁর ভারত জোড়ো যাত্রার মাধ্যমে কেবল দেশে কংগ্রেসের জন্য পরিবেশ তৈরি করারই চেষ্টা করেননি, নিজেকে একজন জননেতা হিসাবেও উপস্থাপন করেছিলেন। আসলে, এই সফরের পরে, মল্লিকার্জুন খাড়গে কংগ্রেস সভাপতি হওয়া সত্ত্বেও, রাহুল গান্ধী মানুষের মধ্যে কংগ্রেসের মুখ হয়ে উঠেছিলেন।

হিন্দি বেল্টের রাজ্যগুলিতে কংগ্রেসের এই লজ্জাজনক পরাজয়ের জন্য সব চেয়ে বেশি দায়ী কিন্তু কংগ্রেস নিজেই। কর্ণাটক ও হিমাচল প্রদেশে জয়লাভের পর কংগ্রেসের মধ্যে যে অত্যধিক আত্মবিশ্বাস ও অহংকার এসেছিল তা একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। দলীয় সূত্রের মতে, কংগ্রেস নেতারা জাতীয় নেতৃত্ব এবং দলের প্রতিক্রিয়া উপেক্ষা করেছিলেন এবং তাদের নিজস্ব জেদ এবং ইচ্ছার ভিত্তিতে নির্বাচনী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, যার ফলশ্রুতিতে দলের এই পরাজয়। বলা হচ্ছে, অশোক গেহলট, কমলনাথ এবং ভূপেশ বাঘেলের মতো নেতারা টিকিট বণ্টনের সময় দলীয় সমীক্ষা রিপোর্টকে এড়িয়ে নিজেদের মতো করে টিকিট বিতরণ করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে দলের মধ্যেই টাকা নিয়েও টিকিট বিতরণের অভিযোগ রয়েছে। ফলে সরকারের ভাল কাজ সত্ত্বেও, বিধায়কদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ এবং পারস্পরিক দলাদলি রাজস্থানে পার্টিকে ডুবিয়েছে। মধ্যপ্রদেশে কমলনাথের এককভাবে দল এবং কংগ্রেস পরিচালনার ফলে পার্টির মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ দেখে গিয়েছে। ইন্দোরে কংগ্রেসের সাথে যুক্ত জয়কিশান বউরাসি বলেছেন যে তাদের কর্মীদের বিশ্বাস করার পরিবর্তে, কংগ্রেসের বড় নেতারা তাদের পরিবারের সদস্যদের এবং ভাড়া করা সেনাবাহিনীকে বিশ্বাস করেছিলেন।

মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেসের ব্যাপক পরাজয়ের পিছনে সনাতন বিতর্কও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল। যেখানে ইন্ডিয়া জোটের ডিএমকে নেতা উদয়নিধি স্ট্যালিন সনাতনকে ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়ার সঙ্গে তুলনা করে বিতর্কের জন্ম দিয়েছিলেন। যেখানে কংগ্রেসের নীরবতা এবং আত্মরক্ষার চেষ্টায় কিছু নেতার অসংযত বক্তব্য পরিবেশকে মেরু করে দিয়েছে। অন্যদিকে, ছত্তিশগড়ের ভূপেশ বাঘেল সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা, সিনিয়র নেতাদের মধ্যে দলাদলি এবং বাঘেলের স্বেচ্ছাচারী সরকার পরিচালনাকে দায়ী করা হচ্ছে। এই ফলাফলগুলিও ইঙ্গিত করে যে হিন্দি অঞ্চলে কংগ্রেস যে আক্রমনাত্মক পদ্ধতিতে জাত শুমারি এবং ওবিসি ইস্যুটি উত্থাপন করছিল, জনগণ তা প্রত্যাখ্যান করেছে। এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেসকে এই বিষয়ে তাদের কৌশল পুনর্বিবেচনা করতে হবে। এটা বিশ্বাস করা হয় যে এই ফলাফলগুলি সরাসরি জাতীয় পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেসের ভবিষ্যত ভূমিকা এবং কৌশলকে প্রভাবিত করবে। আসন্ন ২০২৪ এর পরিপ্রেক্ষিতে, বিরোধী শিবির দ্বারা গঠিত ইন্ডিয়া জোটে কংগ্রেসকে একটি বড় ভূমিকা পালন করতে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এই ফলাফলগুলি সেই প্রকল্প এবং অনুশীলনে একটি গুরুতর আঘাত করেছে। এই ফলাফলগুলি কেবল কংগ্রেসের ভূমিকার জন্যই ধাক্কা নয়, বিরোধী শিবিরের প্রস্তুতি এবং আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে তার জয়ের সম্ভাবনাকেও নাড়া দেবে বলে মনে করা হচ্ছে। মনে করা হচ্ছে, আগামী দিনে কংগ্রেসের মর্যাদা, তার কণ্ঠস্বর এবং দর কষাকষির ক্ষমতা সবই ভারত জোটের বৈঠকে দুর্বল হয়ে পড়বে। কংগ্রেসের দুর্বল হওয়ার সরাসরি অর্থ হবে আগামী দিনে আঞ্চলিক দলগুলো জোটে আধিপত্য বিস্তার করবে। নির্বাচনের আগেও, জেডিইউ এবং নীতীশ কুমার পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনে ভারতের জোট নিয়ে কংগ্রেসের উদাসীনতার অভিযোগ তুলেছেন। অন্যদিকে মধ্যপ্রদেশে আসন ভাগাভাগি নিয়ে মুখোমুখি হয়েছেন কংগ্রেস ও এসপি নেতা অখিলেশ যাদব। আগামী দিনে এসপি, জেডিইউ, টিএমসি, এএপির মতো দলগুলিকে জোটে কংগ্রেসের আধিপত্য বিস্তার করতে দেখা যাবে।